উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 8 December 2023 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in JAL

মোদিজি নয়, শুধু মোদি বলুন

দশের পাতায়

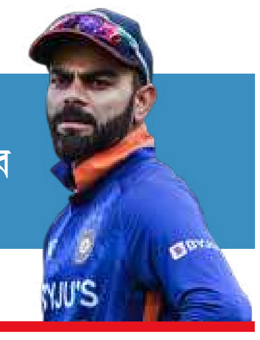

টি২০ দলে প্রশ্নে বিরাটের ভবিষ্যৎ

তেরোর পাতায়

২৪ হাজার কোটি উত্তরে বিনিয়োগ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : কৃষি, হাউজিং, পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে ২৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এল উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই শিল্প সম্মেলনে শুধু বিনিয়োগ নয়, আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর আশ্বাস, উত্তরবঙ্গে প্রচুর শিল্প সম্ভাবনা থাকার কারণে একের পর এক শিল্পপতি এখানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ প্রকাশ করছেন। রাজ্য সরকারও বিনিয়োগে উৎসাহী শিল্পোদ্যোগীদের সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

বৃহস্পতিবার কাওয়াখালির শিল্পী হাটে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যসচিবের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, দমকল, শ্রম, তথ্য ও প্রযুক্তি, পর্যটন, বস্ত্র, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। শিল্পোদ্যোগীদের উত্তরবঙ্গে শিল্প গড়ার ব্যাপারে এই রাজ্যে যা পরিকাঠামো আছে, তা ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। রাজ্যের মুখ্যসচিব বৈঠকের শুরুতেই জানান, রাজ্য সরকার বাগডোগরা বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০০ একর জমি দিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে। শুধু বাগডোগরা নয়, হাসিমারা বিমানবন্দরের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্যের প্রতিনিধিরা যৌথ সমীক্ষা চালিয়েছেন। রাজ্য সরকার চায়, মালদা ও বালুরঘাটেও বিমানবন্দর হোক। কারণ দুই জায়গায় বিমানবন্দর তৈরির সবরকম পরিস্থিতি রয়েছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে ১৭৪০টি নথিভুক্ত হোমস্টেতে প্রায় ১৪ হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামী ২-৩ বছরে পর্যটন ক্ষেত্রে ৩৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বলে এদিন আশা প্রকাশ করেন মুখ্যসচিব।

মুখ্যসচিব ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিবের আশ্বাসের পর উত্তরবঙ্গের শিল্পোদ্যোগীরা একে একে উত্তরবঙ্গে তাঁদের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। উত্তর দিনাজপুরের শিল্পোদ্যোগী দেবাশিস দে তাঁর চালকলে ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। তাঁর সংস্থায় প্রায় ৫০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে বলে জানান তিনি। উত্তর দিনাজপুরের সত্যেন দাস বলেন, 'আমাদের পরবর্তী প্রকল্প হাসপাতাল ও ডায়গনস্টিক সেন্টার। ১০০ কোটি টাকা সেখানে ব্যয় করা হবে।' দার্জিলিংয়ের সঞ্জয় মহাপাত্র ২৫০ বেডের একটি হাসপাতাল তৈরির জন্য ১৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। জলপাইগুড়িতে ইথানল প্ল্যান্ট তৈরির জন্য পিসি মিত্তাল গ্রুপ ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে বলে জানায়। আলিপুরদুয়ারের শিল্পোদ্যোগী জগদীশ কুমার বায়ো রিফাইনারির জন্য ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। আগামী এক বছরের মধ্যে তিনি কাজ শুরু করবেন বলে এদিন সচিবদের

এরপর বারোর পাতায়

অঢেল আশ্বাস

- উত্তর দিনাজপুরে চালকলে ১৫০ কোটি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ১০০ কোটি বিনিয়োগ
- দার্জিলিংয়ে ২৫০ বেডের হাসপাতাল
- জলপাইগুড়িতে মিত্তাল গোষ্ঠীর ইথানল প্ল্যান্ট
- আলিপুরদুয়ারে ১০০ কোটির বায়ো রিফাইনারি
- কোচবিহারে ফ্লাওয়ার মিল ও মল

আজ শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন সাতের পাতায়

কার্সিয়াংয়ের মকাইবাড়ি চা বাগানে মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে পাতা তুলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে। -পিটিআই

একনজরে

মহুয়া পর্বের ইতি হতে পারে আজ

শুক্রবারই সাংসদ পদ খোয়াতে পারেন মহুয়া মৈত্র। সংসদীয় সূত্রের দাবি, সরকারের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে অপ্রত্যাশিত কোনও রদবদল না হলে শুক্রবার, শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের শেষেই বহিষ্কৃত হতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ। সূত্রের দাবি, শুক্রবার দুপুরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করবে এথিকস কমিটি।

বিস্তারিত দশের পাতায়

চলবে কাঞ্চনকন্যা

পর্যটন মহলের কাছে কার্যত 'নতি' স্বীকার করল রেল। ডিসেম্বরে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের চলাচল বন্ধ থাকছে না। কিছুটা রুট পরিবর্তন করে, ডুয়ার্সে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস নিয়মিত চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবারই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত বারোর পাতায়

তিন নাবালিকা নিখোঁজে রহস্য

একদিন পর খোঁজ মিলল মালদা স্টেশনে

শুভজিৎ দত্ত ও গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ৭ ডিসেম্বর : স্কুলে যাওয়ার পথে বুধবার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় বানারহাট এলাকার দুই ছাত্রী। একজন সপ্তম ও অন্যজন অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া। একই দিনে নিখোঁজ হয়েছিল মেটেলি এলাকার এক নাবালিকা। বৃহস্পতিবার তিনজনেরই খোঁজ মেলে মালদা টাউন স্টেশনে। কী করে ওই তিন নাবালিকা মালদা পৌঁছাল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পাচারকারীর খপ্পরে তারা পড়েছিল কি না তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

এদিন ভোরে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস থেকে তাদের উদ্ধার করে রেল পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তিনজনের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক কেউ ছিল না। মালদা স্টেশনের রেল পুলিশের আইসি প্রশান্ত রাই বলেন, 'নাবালিকাদের উদ্ধারের পর মালদা চাইল্ড হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তারা হোমে আছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেন থেকে উদ্ধার হওয়া দুজনের বাড়ি বানারহাটে। তারা স্কুল পড়ুয়া। অপরজন মেটেলি এলাকার। নাবালিকাদের বয়স তেরো থেকে ষোলোর মধ্যে বলে রেল পুলিশের ধারণা। বানারহাটের মেয়ে দুটি ট্রেনে একসঙ্গে ছিল। অপর নাবালিকা আলাদা ছিল। বানারহাটের মেয়ে দুটি কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে রেল পুলিশকে জানিয়েছে। মেটেলি এলাকার মেয়েটির সম্পর্কে পুলিশ সেভাবে কিছুই জানতে পারেনি। এদিকে, দুই নাবালিকার আচমকা নিখোঁজকে কেন্দ্র করে বানারহাটে হইচই শুরু হয় বুধবার বিকেল থেকে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চা বাগানের ওই দুই ছাত্রী সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত তারা বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করেও তাদের হদিস না মেলায় রাতেই বানারহাট থানায় পরিবারের লোকজন পুলিশকে বিষয়টি জানান। পুলিশের তরফেও তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। নানা জায়গায় খোঁজখবরের পাশাপাশি সম্ভাব্য সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখতে শুরু করে পুলিশ। মালদা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন অম্বরীশ বর্মন বলেন, 'ওই তিন নাবালিকা কীভাবে এখানে এল তা বিশদে বোঝার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সিডব্লিউসি'র মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিধি মেনে ওদের যাতে দ্রুত পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এদিন বিকেলে দুজনের উদ্ধার হওয়ার খবর বাড়ির লোকের কাছে এলে স্বস্তি ফিরে আসে গোটা এলাকাতে। মেটেলি এলাকার বাসিন্দা আরেক যে নাবালিকাকে একই ট্রেন থেকে উদ্ধার করা হয় তার সঙ্গে বানারহাটের নাবালিকাদের কোনও পরিচয় নেই বলে প্রাথমিকভাবে রেল পুলিশ জেনেছে। ট্রেনের টিকিট পরীক্ষকের মারফত মালদা স্টেশনের জিআরপি থানা ওই তিন নাবালিকার খোঁজ পায়। এরপর ট্রেন স্টেশনে ঢোকার পর তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। নিয়মমতো চাইল্ড হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে নাবালিকাদের তুলে দেওয়া হয়। দুই নাবালিকারই পরিবার জানিয়েছে, উদ্বেগ দূর হলেও এবার তারা মেয়েদের হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। কী কারণে ওরা বাড়ি ছেড়েছিল সেটা কথা বলে বোঝার চেষ্টা করা হবে।

এরপর বারোর পাতায়

উদ্ধার তিন

- বৃহস্পতিবার তিন নাবালিকার খোঁজ মেলে মালদা টাউন স্টেশনে
- পাচারকারীর খপ্পরে তিনজন পড়েছিল কি না তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে
- শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস থেকে তাদের উদ্ধার করে রেল পুলিশ
- চাইল্ড হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে নাবালিকাদের তুলে দেয় পুলিশ

'পাহাড়ের সঙ্গে এখন আমার রক্তের বন্ধন'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : পরনে লাল-কালো প্রিন্টের ধাকা চৌবান্দি চৌলি (নেপালি মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক)। পিঠে বাঁধা বাঁশের ঝুড়ি। দুই হাতের নরম আঙুলের কারসাজিতে টপাটপ উঠে আসছে একের পর এক সবুজ চা পাতা। দুটি পাতা, একটি কুঁড়ির রাজ্যে এমন ছবি বেশ চেনা। কিন্তু সেই চেনা ছবিই যেন অচেনা হয়ে থাকল বৃহস্পতিবার।

কার্সিয়াংয়ের পাঙ্খাবাড়ির একটি চা বাগানে শ্রমিকদের আদলে পাতা তুললেন খোদ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমন বেশে দেখতে ভিড় জমল বেশ। আর সেই ফাঁকেই সঙ্গী মহিলা শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনলেন মমতা। তারপর যা বললেন, তা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। আবেগী মমতার কথায়, 'পাহাড়ের সঙ্গে আজ আমার রক্তের বন্ধন হয়ে গেল। আমার নতুন ঘর হল পাহাড়।'

পাতা তোলার পর্ব শেষে পাঙ্খাবাড়ি এলাকার চা বাগান শ্রমিক এবং স্থানীয়দের কম্বল, জ্যাকেটও বিলি করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার কার্সিয়াংয়ে প্রশাসনিক সভা রয়েছে তাঁর। আর এই সভার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গোটা পাহাড়।

ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষ্যে বুধবারই কার্সিয়াংয়ে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় কমিউনিটি হলে ভাইপো আবেশের সঙ্গে কার্সিয়াং পুরসভার প্রধান করণিক সুরেন্দ্র কাটোয়ালের মেয়ে দীক্ষার বিয়ে হয়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ইচ্ছেতেই পুরো বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে নেপালি রীতি মেনে। বিয়ের পরই টাউনহল থেকে সোজা মকাইবাড়ির আমাস্টে রিসর্টে গিয়ে পিসি মমতার আশীর্বাদ নেন নবদম্পতি।

বিয়ে উপলক্ষ্যে কয়েকদিন ধরেই চাঁদের হাট বসেছে কার্সিয়াংয়ে। রাজ্যের বেশ কিছু মন্ত্রী, শীর্ষস্তরের প্রায় সমস্ত আমলা, তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রীরা এই বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। দিনভর তাজ টি রিসর্টে রিসেপশন পার্টি চলেছে। নবদম্পতি তো বটেই, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বরপক্ষের প্রায় প্রত্যেকেই নেপালিদের চিরাচরিত পোশাক পরে বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তবে, মুখ্যমন্ত্রী টাউনহলে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাননি। বরং অনুষ্ঠান থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন তিনি।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ মকাইবাড়ির রিসর্ট থেকে হাঁটতে বের হন মমতা। যার জেরে সকাল থেকেই পাঙ্খাবাড়ি রোডে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ। রিসর্ট থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে মকাইবাড়ি চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে পাতা তোলেন। হাসিমুখে সমস্ত মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি চা বাগানের ভিতরে ঢুকে পিঠে ঝুড়ি তুলে নেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে গানের তালে তালে নৃত্য করেন বাগান শ্রমিকরা। সেখানেও সংগত করেন মমতা। শ্রমিকদের সঙ্গে বসে চুমুক দেন চায়ের কাপেও। মুখ্যমন্ত্রীকে এই ভূমিকায় দেখতে সেখানে ভিড় করেন বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে অফিস কর্মী-সকলেই। সেখানেই মমতা বলেন, 'আজ ওদের সঙ্গে থেকে চা পাতা তুললাম।

এরপর বারোর পাতায়

চা পাতা তুলে আপ্লুত মমতা

উত্তরের খোঁজে

শিলিগুড়ি যেন বেআইনি নির্মাণ, জমি দখলের শহর

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ভালোবাসা মোড় থেকে হাঁটা শুরু করে পরপর অনেকগুলো জংশন পেরিয়ে আলো মোড়, ঝংকার মোড়, শান্তি মোড়ে এসে পৌঁছোলে এক অদ্ভুত অনুভূতি ঘিরে ধরে শিলিগুড়িতে। বাইপাস বা বড় রাস্তার পাশ দিয়ে যে ছোট পাথুরে ভাঙা পথগুলো মাকড়সার জালের মতো বেরিয়ে পাড়ায় গেল, সেখানে কি শান্তি আছে? ভালোবাসা?

শহর শিলিগুড়ি দীর্ঘ প্রশ্নমালার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায় এখন। ভাবলে মনে হয়, শহরটা এক খেলাঘর মোড়। সবাই খেলছে। শুধুই খেলছে।

এক, শহরের চারদিকে জমি নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল। কার জমির রাতারাতি দখলদার কোন দাদা, কেউ জানে না। দুই, বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা সমুদ্রের ঢেউ হয়ে উপস্থিত শহরে। কখন কোথায় কোন দাদার নিয়ম ভেঙে নির্মাণ, কেউ জানে না। শহর যেন বেআইনি নির্মাতাদের, শহরতলি জমির দালালদের। তিন, নেশার সমুদ্রে ভাসছে অসংখ্য মানুষ, মাদক কারবারি। চার, সিন্ডিকেট রাজত্বের শেষ নেই পাড়ায় পাড়ায়। পাঁচ, জ্যামজট মেটাতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা নেই। ছয়, নদীর ধারে বেআইনি বাড়ি, গোয়ালের ভিড়-এক কলোনি আবার দিব্যি তৃণমূলের কাউন্সিলার রামভজনের নামে। হে রাম!

সত্যিই এক খেলাঘর। প্রশাসন বলে কিছু নেই। বিরোধীরাও একই রকম-প্রচারপ্রিয় এবং অকর্মণ্য। প্রতিশ্রুতি নগরীতে চাপা পড়ে থাকছে সমস্যার কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণি।

দু'দুটো সংস্থা রয়েছে উত্তরের রাজধানীতে। শিলিগুড়ি পুরসভা এবং এসজেডিএ। তালমিল বলে কিছু নেই। যেন একটা বিজেপি পরিচালিত, একটা তৃণমূলের। তা তো নয়। অথচ বড় নেতাদের আকচাআকচি লোক হাসানোর পর্যায়ে। তার মধ্যে এসজেডিএ খায় না মাথায় দেয়, বোঝা মুশকিল। ৪৩ বছর বয়স সংস্থার। বাম আমলেই গুরুত্ব হারিয়ে তলানিতে এবং পুরসভা যে কতবার শহরের জলসমস্যা কাগজে-কলমে মিটিয়ে ফেলল, কতবার উলটোদিকে রণে ভঙ্গ দিল, হিসেব রাখা কঠিন। কথায় এক, কাজে আলাদা। গজলডোবায় অত বড় ফ্লাইওভার দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে, কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। ধন্য মশাই আপনাদের উদাসীনতা!

শহরের মেয়র গৌতম দেব মশাই প্রতি সপ্তাহে 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান করেন। যা শুনি, তাতে ফোনে অধিকাংশ প্রশ্নই থাকে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে। তারপর যানজট। মেয়র বেআইনি নির্মাণ নগরীর ছোটখাটো সমস্যা মেটাতে যান। প্রতিশ্রুতি দেন। বড় সমস্যাগুলো এড়িয়েই যান। বেআইনি টোটো বাতিলেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পুজোর পর নাকি আর কাউকে ছাড়বেন না। পরে দেখা যায়, সব প্রতিশ্রুতিই কথার কথা। শিলিগুড়ি প্রতিশ্রুতি নগরী ও বেআইনি নির্মাণ নগরী হয়েই জেগে থাকে।

এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী মশাই প্রচারে আছেন। তিনিও আদিগন্ত জমি দখলদারির গল্প উঠলেই অদৃশ্য।

এরপর বারোর পাতায়

আলো কেলেঙ্কারি মুছতে ভোল বদল রবির

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহার, ৭ ডিসেম্বর : কোচবিহার রাসমেলার আলো কেলেঙ্কারি নিয়ে তোলপাড় প্রশাসন থেকে রাজনীতি। অভিযোগ গেল মুখ্যমন্ত্রী, পুরমন্ত্রী সহ তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস হতেই চাপে পড়ে তড়িঘড়ি মেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করে কোটেশন অনুসারে নিয়ম মেনে বিদ্যুৎ মাশুল আদায়ের নির্দেশ দিল কোচবিহার পুরসভা। নিয়মের বাইরে যাতে অতিরিক্ত মাশুল আদায় না হয় সেকথা পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক চিঠি দিয়ে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তারপরই বৃহস্পতিবার রাতে মেলার মাঠে থাকা তাদের দপ্তরের বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ মাশুলের তালিকা মুছে ফেলে ওই সংস্থা। তবে ফাঁকা ফর্মে স্বাক্ষর করে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া ও ২০ দিনের জায়গায় ১৫ দিনের কোটেশন নিয়ে যে অনিয়ম হয়েছে তা নিয়ে পুরসভার কোনও পদক্ষেপের কথা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের প্রত্যক্ষ মদতেই রাসমেলায় আলো কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে দাবি করে এদিন কোচবিহার সাগরদিঘির পাড়ে বিক্ষোভ মিছিল করে জাতীয় কংগ্রেস। পরে কংগ্রেস সেবাদলের পক্ষ থেকে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা জেলা কংগ্রেস নেতা মির মোশারফ হোসেনের বক্তব্য, 'ঐতিহ্যশালী রাসমেলায় এই ধরনের দুর্নীতি আগে হয়নি। বিদ্যুৎ সংযোগের বরাত দেওয়া থেকে মাশুল আদায় গোটাটাই দু'নম্বরি হয়েছে। আমাদের ধারণা, কেলেঙ্কারির অঙ্ক কোটি টাকার কম নয়। কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে এর তদন্ত হওয়া উচিত।

এরপর বারোর পাতায়

সান্দাকফুতে বরফ, সমতলে শীতের আমেজ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ ডিসেম্বর : বৃষ্টির হাত ধরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হল শীতের ব্যাটিং। এদিকে, মরশুমের প্রথম তুষারপাতের সাক্ষী থাকল সান্দাকফু।

বৃহস্পতিবার পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। আর এর জেরেই শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি হোক অথবা দার্জিলিং জেলা, সর্বত্রই এদিন ছিল মেঘলা আকাশ। কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টিও হয়েছে দুপুর ও বিকালের দিকে। আর তাতেই যেন বেড়েছে ঠান্ডার কামড়। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রায় সব জায়গাতেই রাস্তাঘাট ছিল ফাঁকা। যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁরাও বের হয়েছেন আপাদমস্তক গরম জামাকাপড়ে মুড়েই।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পাহাড়-সমতলে আকাশ মেঘলা ছিল। শিলিগুড়িতে সকালের দিকে সাময়িক সূর্যের দেখা মিললেও তাপমাত্রা অন্য দিনের তুলনায় কম ছিল। বেলা ১০টার পর থেকে পাহাড়ে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়। কার্সিয়াং, দার্জিলিং এমনকি কালিম্পংয়েও বিক্ষিপ্তভাবে দিনভর বৃষ্টি হয়েছে। দুপুরের দিকে সান্দাকফুতে তুষারপাত হয়। এই শীতের মরশুমে পাহাড়ে এটাই প্রথম তুষারপাত। সান্দাকফুর বাসিন্দা সুমিত সুব্বা বলেছেন, 'ফালুট, সান্দাকফুতে এদিন দুপুরে বরফ পড়েছে। ঘণ্টাখানেক ধরে হালকা তুষারপাতের জেরে গোটা এলাকা সাদা হয়ে যায়। অল্প কিছু পর্যটক এখানে ছিলেন, তাঁরা আনন্দ করেছেন।' বর্তমানে দার্জিলিং শহরে অল্প সংখ্যক পর্যটক রয়েছেন। তবে, তুষারপাতের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পর্যটন মহলেও খুশির হাওয়া লক্ষ করা গিয়েছে। কেননা বড়দিন এবং নববর্ষের ছুটি কাটাতে বহু পর্যটক ২৪ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দার্জিলিংয়ে আসেন। তাঁরাও এবার তুষারপাতের আনন্দ পেতে পারেন। এমনকি এই খবরে আরও প্রচুর পর্যটক এই ছুটিতে এবার দার্জিলিংয়ে আসার পরিকল্পনা করবেন বলেই পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই আশাবাদী। দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অব ট্যুর অপারেটরস-এর সম্পাদক প্রদীপ লামা বলেছেন, 'পুজোর পর্যটন মরশুমের চেয়েও এবার বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের মরশুমে ভালো ব্যবসার আশায় রয়েছি।'

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার পর্যন্ত সান্দাকফু, ফালুটে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

হাওয়া বদল

- বৃহস্পতিবার পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত
- ঠান্ডার কামড় ক্রমশ বেড়েছে বিকেল থেকে
- সান্দাকফুতে তুষারপাত হওয়ায় খুশি পর্যটন মহল
- রবিবার পর্যন্ত সান্দাকফু, ফালুটে তুষারপাতের সম্ভাবনা
- পড়শি রাজ্য সিকিমেও তুষারপাতের পূর্বাভাস

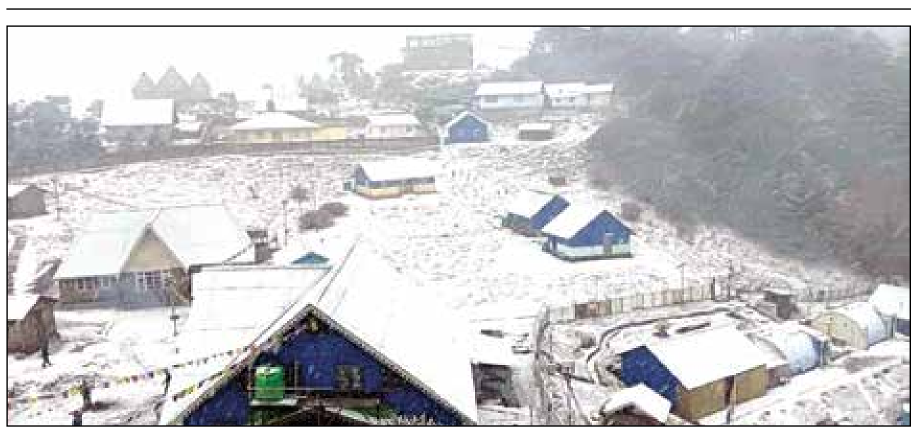

মরশুমের প্রথম তুষারপাতে শ্বেতশুভ্র সান্দাকফু। বৃহস্পতিবার। ছবি : মৃণাল রানা

ফসল বাঁচানোর জালে সাপ-পাখির মরণফাঁদ

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : কথায় বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তবে পাখিরা তো আর সেই প্রবাদবাক্য জানে না। তাই পেটের টানে ফসলের খেতে হানা দিতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে একের পর এক পাখি। এমনটাই ঘটছে ময়নাগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে।

কেন এমনটা হচ্ছে? কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ফসল বাঁচাতে খেতে নাইলনের জাল লাগিয়েছেন অনেকে। সেই জালই হয়ে উঠেছে পাখিদের মৃত্যুফাঁদ। সাধারণ পাখিদের পাশাপাশি পরিযায়ী পাখিরাও সেই জালে জড়িয়ে মারা পড়ছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের কৃষিজমিতে একের পর এক পাখির মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন পরিবেশপ্রেমীরা। বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমীদের তরফে দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এই ব্লক এমনিতেই কৃষিনির্ভর। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শীতকালীন সবজির চাষ শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। আর এই সমস্ত সবজি পাখির হাত থেকে রক্ষার জন্য, তার উপর নাইলনের জাল বিছিয়ে দিয়েছেন বহু কৃষক। এই অভ্যাস অবশ্য নতুন কিছু নয়। এই নাইলনের জালে আটকে মাছরাঙা, শালিক, বক, পানকৌড়ি, টিয়া, প্যাঁচা, শালিক সহ নানা প্রজাতির পাখির মৃত্যুর ঘটনা ফি বছরের। এবার শীতের মরশুমে নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে পরিযায়ী পাখির আগমন। জালে আটকে তাদেরও প্রাণহানি হচ্ছে। কারণ ব্লকের এমন এমন জায়গায় খেতে এই নাইলনের জাল লাগানো হয়েছে, যা আসলে পরিযায়ীদের বিচরণস্থল।

সমস্যা কিন্তু শুধু পাখি নিয়ে নয়। সেই বেড়াজালে আটকে মৃত্যু হচ্ছে নানা প্রজাতির সাপ ও ছোটখাটো জীবজন্তুর। কখনো-কখনো হয়তো জালে আটকে পড়া পশুপাখির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের মুক্ত করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। সেক্ষেত্রেও ছোট প্রাণীদের প্রাণ বাঁচানোটা যতটা সহজ, পাখিদের রক্ষা করা ততটাই কঠিন। বলছেন বিশেষজ্ঞরাই।

এর আগেও তিস্তা ও জলঢাকা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় একাধিকবার এই ধরনের ঘটনা সামনে এসেছে। বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমীদের যৌথ প্রচেষ্টায় কিছু জাল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাতেও কৃষকদের টনক নড়েনি। এবছর ফের একই ছবি উঠে আসছে ব্লকের বিভিন্ন জায়গায়।

সবজি রক্ষার তাগিদে ময়নাগুড়ির এক গ্রামে নাইলনের জালে আটকে পাখি।

এই সমস্যা হয় কেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাল যত মিহি হবে, তার ফুটো যত ছোট ছোট হবে, তত এধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমবে। কিন্তু চাষিরা মিহি জাল ব্যবহার করেন না। তাঁরা সস্তার বড় বড় ফুটোওয়ালা নাইলনের জালই ব্যবহার করেন। সেই নাইলনের জালে আটকে পড়ার পর পাখিরা আর উড়তে পারে না। দীর্ঘক্ষণ ছটফট করতে করতে শেষে সেখানেই মারা যায়।

বন দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, জালে আটকে পাখির মৃত্যুর ঘটনাকে শিকার হিসেবেই ধরা হয়। এর আগে একাধিকবার এই ধরনের জালের ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। আগামীতেও এই বিষয়ে সতর্ক করা হবে। পাশাপাশি অভিযোগ জমা পড়লে বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এরপর বারোর পাতায়

Govt. of Uttarakhand
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Uttarakhand on the rise
A land of peace, potential and prosperity
DESTINATION UTTARAKHAND
GLOBAL INVESTORS SUMMIT 2023
Peace To Prosperity
8th - 9th December | Dehradun
UTTARAKHAND
Global Investors Summit 2023
Pushkar Singh Dhami
Chief Minister of Uttarakhand
Narendra Modi
Prime Minister
Inauguration
by
Narendra Modi
Prime Minister
in the august presence of
Pushkar Singh Dhami
Chief Minister, Uttarakhand
Date: 08 December, 2023
Time: 9 AM | Venue: FRI, Dehradun
Memorandum of Understanding (MoU) worth more than ₹3 lakh crore signed under Uttarakhand Global Investors Summit 2023.
More than 5,000 business representatives and ambassadors from different countries will participate.
Ground-Breaking Ceremony of projects worth more than ₹44,000 crore.
More than 27 investor-friendly policies implemented in all areas of the state. Promotion of state investment through competitive incentives, subsidies and favorable business environment.
To register visit URL www.destinationuttarakhand.co.in/investorsummit/visitors/visitor-register
or scan the QR code
/ukgis2023
Toll Free No. 1800-309-7225
Watch the live telecast of the program on DD News
Issued in Public Interest by Information & Public Relations Department, Uttarakhand | www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

কলকাতার পথে স্পেশাল বাস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ ডিসেম্বর : হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য উত্তরবঙ্গগামী কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। সেই নির্দেশ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যেই উত্তরবঙ্গ থেকে একাধিক স্পেশাল বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে এই পরিষেবা শুরু করতে চলেছে এনবিএসটিসি। এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি মিলেছে যাত্রীদের।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'শিলিগুড়ি-কলকাতা কিংবা কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির জন্য যে বাস পরিষেবাগুলো রয়েছে তা চলবেই। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত কয়েকটি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে এই অতিরিক্ত বাস সার্ভিস শুরু হবে। ওইদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যে অরিতিক্ত চারটি বাস শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হবে। একইভাবে ১০ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশে একই সময়ে চারটি বাস রওনা দেবে। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পরিষেবা চলবে। তবে কোচবিহারের যাত্রীদের জন্য সরাসরি কোনও অতিরিক্ত বাস এখনই চালু করছে না এনবিএসটিসি।

শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস। – ফাইল চিত্র

নজর পরিষেবায়

- **কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি অতিরিক্ত চার জোড়া স্পেশাল বাস চলবে**
- **৯ ডিসেম্বর থেকে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ওই বাসগুলো ছাড়বে**
- **চাহিদা থাকলে দুইদিক থেকে আরও বাস চালাবে এনবিএসটিসি**

> ‘ট্রেন বাতিলের জন্য সাধারণ মানুষের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়, সেইজন্য আমরা নিগম থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা রাখছি।
>
> –পার্থপ্রতিম রায়
> *চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি*

- **সাধারণ মানুষের দাবি থাকলে ডুয়ার্সের জন্যও স্পেশাল পরিষেবা চালু করবে নিগম**

যদি যাত্রীদের চাহিদা থাকে তাহলে ডুয়ার্স থেকেও অতিরিক্ত বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

অন্যদিকে ১১ ডিসেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার-কলকাতা রুটে স্পেশাল বাস চালানো হবে। বাসের সংকটে পুজোর আগে ওই রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুজোর সময় সকালে একটি বাস প্রতিদিন আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে ছেড়ে কলকাতা রওনা হত। ধর্মতলা থেকে সন্ধ্যায় ছেড়ে প্রতিদিন একটি বাস আলিপুরদুয়ারে আসছিল। কিন্তু সপ্তাহখানেক হল সপ্তাহে তিনদিন সোম, বুধ, শুক্র আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতায় ওই সরকারি বাস চালানো হবে।

এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, আগামী ১৪ তারিখের পরেও শিলিগুড়ি-কলকাতা অতিরিক্ত পরিষেবা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যেকটি বাস সুপার হিসেবে চলবে। তাতে ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ৪৫০ টাকা। ইতিমধ্যেই সংস্থা বিভিন্ন স্থানে যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে প্রচার করছে। এনবিএসটিসির ওয়েবসাইটেও সমস্ত বিষয়টি দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যাপারে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'ট্রেন বাতিলের জন্য সাধারণ মানুষের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়, সেইজন্য আমরা নিগম থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা রাখছি।' যাত্রীদের হয়রানি রুখতে নিগমের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে। স্পেশাল বাস চললে যাত্রীদের সমস্যা মিটবে বলে আশা।

তথ্য সূত্র: শমিদীপ দত্ত, চাঁদকুমার বড়াল ও মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

পুতুল বানিয়ে আত্মনির্ভর

হরিরামপুর, ৭ ডিসেম্বর : স্বামী লরিচালক। আজ এই রাজ্যে তো কাল অন্যরাজ্যে। পূর্ণিমা পালের সময় কিছুতেই কাটে না। ঠিক করলেন পুতুল বানিয়ে বিক্রি করে রোজগার করবেন। নিজের পায়ে দাঁড়ান। সেই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিলেন হরিরামপুর মহেন্দ্র বড়ভিটা গ্রামের পূর্ণিমা পাল। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। পূর্ণিমা আজ আত্মনির্ভর। গ্রামের মহিলারা তাঁকে দেখে উৎসাহিত। চেষ্টা চালাচ্ছেন পূর্ণিমার মতো আত্মনির্ভর হতে।

পূর্ণিমার আদি বাড়ি রায়গঞ্জে। বাপের বাড়িতে থাকাকালীন তাঁকে যেতে হয়েছিল দিল্লি। শৈশবে মায়ের কাছে শিখেছিলেন ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে কী করে ঘর সাজাতে হয়। শিখেছিলেন সেলাইয়ের কাজ। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন হরিরামপুর বড়ভিটা গ্রামের মাটির কাজ করা পাল পরিবারের নির্মল পালের সঙ্গে। সংসারের হাল ধরার পাশাপাশি তৈরি করতে শুরু করেন পুতুল। মাটি ছাড়াও ফাইবার, মারবেল ডাস্ট দিয়েও পূর্ণিমা তৈরি করেন পুতুল। আবহাওয়া ভালো থাকলে দিনে ৭০ থেকে ৮০টি পুতুল গড়েন। রাসমেলা, বোল্লামেলা তো আছেই। এছাড়া জেলার অন্যান্য মেলাতেও বড় জাকে নিয়ে চলে যান পূর্ণিমা। মেলা শেষে হাসি মুখের খবর ফোনে পৌঁছে যায় লরিচালক স্বামীর কাছে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে পূর্ণিমার হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি।

তিস্তা চায়ের বিপণন শুরু

নাগরাকাটা, ৭ ডিসেম্বর : শুধু কাঁচা পাতা বিক্রি করাই নয়। এবারে নিজেদের হাতে স্পেশাল চা তৈরি শুরু করেছে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা মিলিয়ে ক্ষুদ্র চা চাষিদের ছয়টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। তিস্তা নামে প্যাকেটজাত ওই চা বাজারে ছাড়াও শুরু হয়েছে। গত রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় তিস্তা'র আত্মপ্রকাশ হয়। ওই সংগঠনটির ছত্রছায়াতেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির নিজেদের উৎপাদিত চায়ের বিপণনের কাজটি হচ্ছে।

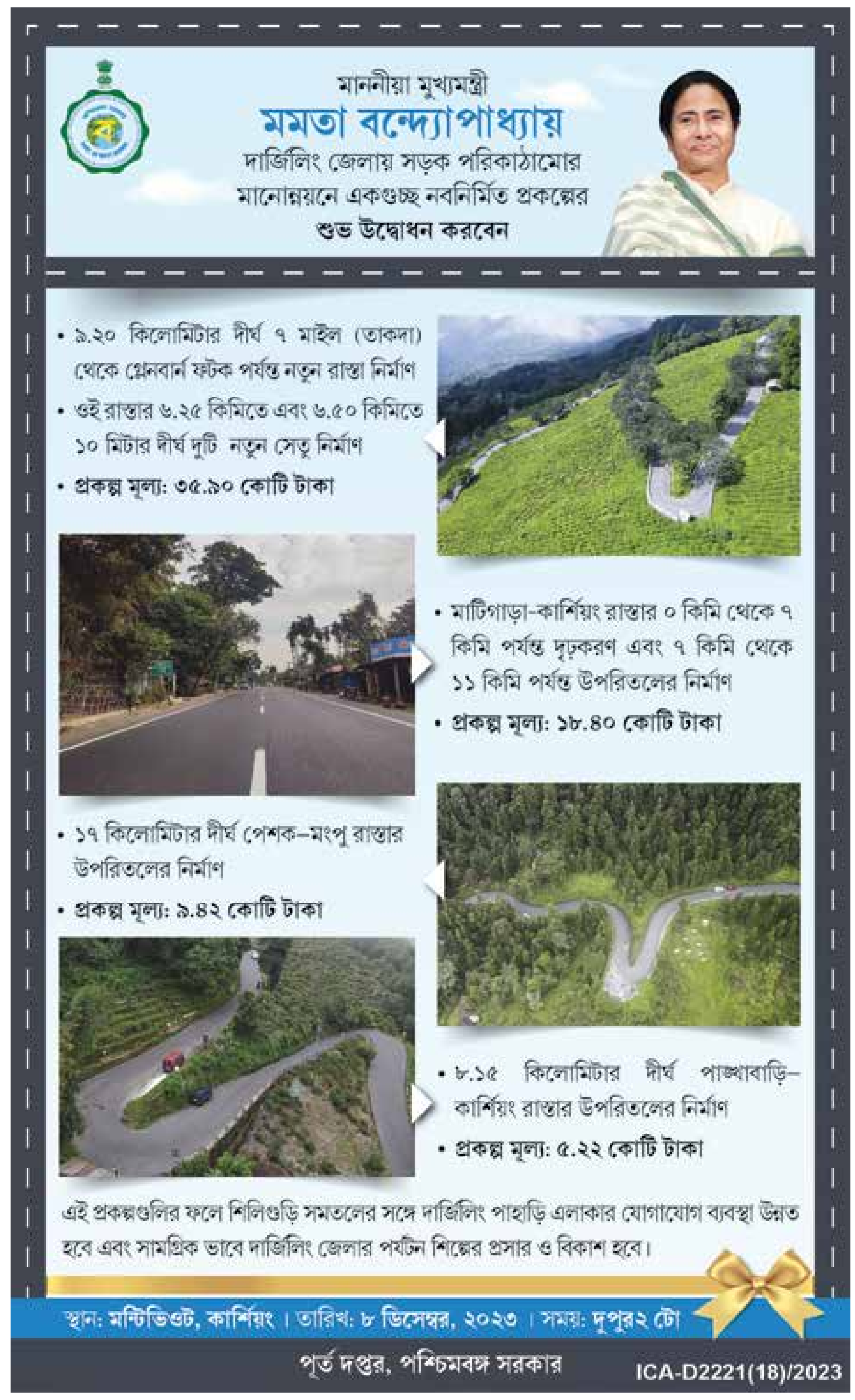

রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিয়োগ প্রায় সাড়ে ৫০০

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ ডিসেম্বর : স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একাধিক শূন্যপদে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, জেলা, সুপারস্পেশালিটি এবং গ্রামীণ হাসপাতালও রয়েছে। মেডিকেল টেকনলজিস্ট (ইসিজি), মেডিকেল টেকনলজিস্ট (অপারেশন থিয়েটার) ও বিভিন্ন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে (পূর্বতন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র) কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে ওই নিয়োগের সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে কাজে যোগও দিতে শুরু করেছেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর। রাজ্যে ওই তিনটি পদে যথাক্রমে ৬৯, ৩৫৩ ও ১২৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'জেলার মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ২ জন ও ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ১ জন রেডিও টেকনলজিস্ট (ইসিজি) যোগ দিয়েছেন। আশা করছি, অন্যান্য পদগুলিতেও দ্রুত কাজে যোগ দেবেন নিয়োগপ্রাপ্তরা। এর ফলে পরিষেবার কাজ আরও উন্নত হবে।

মেডিকেল টেকনলজিস্ট (ইসিজি) পদে উত্তরবঙ্গের মালদার চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, গাজোল গ্রামীণ হাসপাতাল, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ, গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি

হাসপাতাল, জলপাইগুড়ির সরকারি মেডিকেল কলেজ, মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল, দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল, কালিম্পং জেলা হাসপাতাল, কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ, মাথাভাঙ্গা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল, দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে কর্মী দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেল টেকনলজিস্ট (অপারেশন থিয়েটার) পদেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি ৮ জেলারই নানা হাসপাতালে কর্মী দেওয়া হয়েছে। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় কমিউনিটি হেলথ অফিসার দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের ১টি, জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ও মেটেলি ব্লকের ১টি করে ও মালদার চাঁচল-২, ইংরেজবাজার ও মানিকচক ব্লক মিলিয়ে ৪টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালগুলির মেডিকেল টেকনলজিস্টের শূন্যপদ পূরণ করার দাবি জানানো হচ্ছিল। আপাতত ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হল।'

রেললাইন থেকে দেহ উদ্ধার

বৃহস্পতিবার সকালে ধূপগুড়ির মধ্য বোরাগাড়ি এলাকায় রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম নির্মল বসাক (৪৫)। তাঁর বাড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর কলোনিতে।

ডাম্পার চলাচলে বাঁধ কেটে রাস্তা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৭ ডিসেম্বর : বাঁধ দখল করে বসতি গজিয়ে উঠেছিল আগেই। এবার ডাম্পার চলাচলের সুবিধার জন্য বাঁধ কেটে রীতিমতো রাস্তা তৈরির ঘটনা সামনে এল ওদলাবাড়িতে। বাঁধের ওপর এভাবেই দিনের পর দিন জবরদখলকারী এবং ওভারলোডেড ডাম্পারের দৌরাত্ম্য চললেও সম্পূর্ণ উদাসীন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ওদলাবাড়ির বুক চিরে যাওয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের আন্দাঝোরা সেতু থেকে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ সেতু পর্যন্ত দীর্ঘ বাঁধজুড়ে এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। তিস্তা ও ঘিস নদীর ভাঙনের হাত থেকে ওদলাবাড়ি এবং গজলডোবাকে রক্ষা করার জন্য কয়েক দশক আগে বিশাল এই বাঁধনির্মাণ করেছিল সেচ দপ্তরের তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন। ছয়-সাত বছর আগে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে বেহাল বাঁধটির আমূল সংস্কার করেছিল তারা। ব্যস, ওখানেই শেষ। তারপর থেকে বাঁধের গোড়ায় একটি দুটি করে রীতিমতো বসতি, একাধিক গ্যারাজ গজিয়ে উঠলেও কোনওরকম হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের।

পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইদানীং আবার একাধিক জায়গায় বাঁধ কেটে রীতিমতো বাঁধে ওঠার রাস্তা তৈরি করে নিয়েছে একশ্রেণির ডাম্পার মালিক। জাতীয় সড়কের আন্দাঝোরা সেতু থেকে বাঁধ ধরে কয়েকশো মিটার এগোতেই এই দৃশ্য দেখে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। পুলিশ এবং লোকচক্ষুর আড়ালে ঘিস নদী থেকে বালি-পাথর পাচারের উদ্দেশ্যে বিকল্প এই পথ তৈরি করা হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন বাঁধের ধারের বাসিন্দারা।

সুলতান মহম্মদ, রেজিনা বিবি, মহেশ রায় প্রমুখ ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লি, রায়পাড়া, খোঁচাবস্তির বাসিন্দা। তাঁদের বক্তব্য, এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে এই বাঁধের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভরা বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠা তিস্তা ও ঘিস নদীর তীব্র জলস্রোত যে কোনও মুহূর্তে গ্রামে ঢুকে যেতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। দিনরাত বাঁধের ওপর দিয়ে ভারী ডাম্পার চলাচল করলেও কোনও নজরদারি নেই বলে তাঁরা জানান।

বিষয়টি নিয়ে ওদলাবাড়িতে তিস্তা ব্যারাজ ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার সুনীলকুমার ঠাকুরকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি ছুটিতে আছি। তাছাড়া সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আমাদের কথা বলায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যা বলার ওপরওয়ালারা বলবেন।' এরপর তিস্তা ব্যারাজ সার্কেলের ওয়েবসাইট ঘেঁটে চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের মোবাইল ফোন নম্বর পাওয়া গেলেও সেগুলির প্রতিটি অকেজো অবস্থায় রয়েছে বলে সার্ভিস প্রোভাইডারের তরফে জানানো হয়।

বাঁধ কেটে বেআইনি রাস্তা। ওদলাবাড়ির কাছে। -সংবাদচিত্র

উদাসীন কর্তৃপক্ষ

- একাধিক জায়গায় বাঁধ কেটে রীতিমতো বাঁধে ওঠার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে
- ঘিস নদী থেকে বালি-পাথর পাচারের উদ্দেশ্যে বিকল্প এই পথ
- বাঁধের এই দশায় বন্যার আশঙ্কা
- তিস্তা ব্যারাজ সার্কেলের ওয়েবসাইটে থাকা আধিকারিকদের নম্বর অকেজো

চেল ও ঘিস নদীতে পুলিশি অভিযানে আটক আর্থমুভার, ট্র্যাক্টর ও ডাম্পার।

চেল ও ঘিস নদীতে পুলিশের অভিযান

ওদলাবাড়ি, ৭ ডিসেম্বর : বুধবার রাতের পর বৃহস্পতিবার সকালেও বালি-পাথরের অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রইল। এদিন সকালে মাল থানার আইসি সুজিত লামার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ওদলাবাড়ির চেল ও ঘিস নদীতে অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে দুটি আর্থমুভার, দুটি ডাম্পার ও দুটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করে। চালকরা বালি-পাথর পরিবহণ ও উত্তোলনের কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, চালকদের পাশাপাশি গাড়িগুলির মালিকদের বিরুদ্ধেও নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃত চালকদের এদিনই আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। মাল থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'এই ধরনের অভিযান চলতে থাকবে।'

প্রসঙ্গত, ওদলাবাড়ির চেল ও ঘিস নদীতে এই ধরনের পুলিশি অভিযানের ঘটনা নতুন নয়। মাঝে মাঝেই পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে ডাম্পার, আর্থমুভার ও ট্র্যাক্টর আটক করে জরিমানা আদায় করা হয় অথবা মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু তারপরও এই অবৈধ কারবার বন্ধ হয়নি। অভিযোগ, বালি মাফিয়ারা কম সময়ে বেশি পরিমাণ বালি-পাথর তোলার জন্য নদীর বুকে ভারী মেশিন নামিয়ে ইচ্ছেমতো খননকাজ চালান। রাতের অন্ধকারে সরকারিভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত নদীঘাটের সীমানা ছাড়িয়ে ইচ্ছেমতো এলাকায় খনন করতে থাকেন এক শ্রেণির কারবারি। নদীর বুকে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে তোলা বালি-পাথরগুলি অজস্র পিরামিডের আকারে জমিয়ে রাখা হয়। এই কারবারের সঙ্গে জড়িত গাড়ি চালক বা ছোট ব্যবসায়ীরাই নয়, অবৈধ কারবারে মদতদাতা রাঘববোয়ালদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জোরালো হতে শুরু করেছে।

স্থায়ী গ্রন্থাগার নেই মিলন সংঘে

দু'দিন মাত্র খোলা থাকে পাঠাগার

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ৭ ডিসেম্বর : গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলন সংঘ গ্রন্থাগার। এরপর কয়েকমাস আগে সেখানে একজন ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয়। ওই গ্রন্থাগারিক সপ্তাহে দু'দিন লাইব্রেরি খোলেন। তবে, স্থায়ী গ্রন্থাগারিক না থাকায় বাকি দিনগুলি বন্ধই থাকে। ফলে অনেকেই বই পড়তে আসতে পারেন না। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে গ্রন্থাগারটি সংস্কারেরও প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ফাটল তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সেখানে স্থায়ী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের পাশাপাশি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এই বিষয়ে ওই গ্রন্থাগারের এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য সজল দাস বলেন, 'এই গ্রন্থাগার অনেকদিন বন্ধ ছিল। এখন সপ্তাহে দু'দিন খুলছে। এখানে স্থায়ী গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন। তাহলে মানুষ আবার গ্রন্থাগারমুখী হবেন। আমরা এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলে জানিয়েছিলাম। আবার বিষয়টি জানানো হবে।'

বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাথুয়া থেকে ধূপগুড়িগামী রাজ্য সড়কের ধারে ১৯৫২ সালে ওই গ্রন্থাগারটি তৈরি হয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র গ্রন্থাগারটি স্থানীয় কিছু শিক্ষা অনুরাগীদের উদ্যোগে তৈরি হয়। আগে সেটি ঠিকঠাকভাবেই চলছিল। এলাকার বহু ছাত্রছাত্রী সেখানে বই পড়তে যেত। তবে প্রায় পাঁচ বছর আগে গ্রন্থাগারের পূর্বতন গ্রন্থাগারিকের মৃত্যুর পর থেকেই বন্ধ হয়ে যায় গ্রন্থাগার। এরপর প্রায় তিন মাস আগে সেখানে অমলেন্দু সরকার নামে একজন ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয়। তিনি গয়েরকাটার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনিই সপ্তাহে দু'দিন সেখানের দায়িত্ব

> বর্তমান প্রজন্ম এখন মোবাইল আসক্ত। পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কমিয়ে গল্পের বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে একটি সুপরিকাঠামোযুক্ত গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। তবে মিলন সংঘ লাইব্রেরিতে ওই পরিষেবা নেই। তাই ছেলেমেয়েদের সেভাবে এখানে পাঠাতে পারি না।
>
> -প্রতাপ রায়
> অভিভাবক

সামলাচ্ছেন। এছাড়া, ঘরগুলোও স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে। বইপত্র রাখার জন্য পর্যাপ্ত আসবাবপত্র নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নাথুয়ার অনেক পাঠক আগে ওই গ্রন্থাগারের সদস্য থাকলেও এখন প্রতিদিন গ্রন্থাগার না খোলায় তাঁরা ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারেন না। স্থানীয় অভিভাবক প্রতাপ রায়ের কথায়, 'বর্তমান প্রজন্ম এখন মোবাইল আসক্ত। পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কমিয়ে গল্পের বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে একটি সুপরিকাঠামোযুক্ত গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। তবে মিলন সংঘ লাইব্রেরিতে ওই পরিষেবা নেই। তাই ছেলেমেয়েদের সেভাবে এখানে পাঠাতে পারি না। দ্বিতল ভবন নির্মাণ হলে বইপত্র রাখার জন্য আরও জায়গা পাওয়া যাবে।'

এ ব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাম দত্ত।

সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন জলপাইগুড়ির জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইমরান শেখ। তাঁর কথায়, 'নাথুয়ার গ্রন্থাগার নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে আমি ওই গ্রন্থাগারের কমিটির সঙ্গে কথা বলব। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।'

মিলন সংঘ লাইব্রেরির উন্নয়নের দাবিতে সরব স্থানীয়রা।

পুলিশলাইনে স্বাস্থ্য শিবির

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি পুলিশলাইনের মাল্টিপারপাস শেডে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে জেলার সমস্ত পুলিশকর্মী এবং পেনশনারদের বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি সহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করানো হয়। এদিন হায়দরাবাদের বিখ্যাত অর্থোপেডিক চিকিৎসক পাদিপুরম পুলিশকর্মীদের চিকিৎসা করেন। পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'এতদিন বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য নানা ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হত। এবার পুলিশকর্মীদের জন্য শিবিরের আয়োজন করা হল।'

মমতার পর আসছেন শুভেন্দু

চালসা, ৭ ডিসেম্বর : আগামী ১১ ডিসেম্বর ডুয়ার্সের বানারহাটে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই পালটা ১৬ ডিসেম্বর চালসায় কর্মীসভা করতে আসছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার মেটেলির বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভা শেষে একথা জানান বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল। এদিন মনোজবাবু জানান, আগামী ১৬ ডিসেম্বর চালসার ডব্লিউবিটিজিইএ ময়দানে আয়োজিত কর্মীসভায় উপস্থিত থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপর তিনি চলে যাবেন কুমারগ্রামে। মূলত তারই প্রস্তুতিতে এদিন মেটেলি ও নাগরাকাটা এলাকার দলীয় কর্মীদের নিয়ে সভা ডাকা হয়েছিল। আলোচনা হয় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয় নিয়েও। এদিনের সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মেটেলি আপার মণ্ডলের সভাপতি অমিত ছেত্রী, সমতল মণ্ডলের সভাপতি মজনুল হক, জেলা সম্পাদিকা অ্যানি ওরাওঁ সহ অনেকে।

কৃষক প্রশিক্ষণ

বেলাকোবা, ৭ ডিসেম্বর : জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনের উদ্যোগে কৃষকদের ভুট্টা চাষে উৎসাহিত করতে রাজগঞ্জ ব্লক কৃষি দপ্তর থেকে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির করা হল বৃহস্পতিবার। শিকারপুর অঞ্চলে রাজমাতা বাড়িতে শিবিরটি হয়।

রাজগঞ্জ ব্লকে ধান, আলুর পরে ভুট্টা চাষের স্থান তৃতীয়তে। কয়েক বছর ধরে আলু চাষ করে কৃষকরা দাম পাচ্ছেন না। বিকল্প হিসেবে আধুনিক পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ করে কৃষকরা যাতে লাভবান হন, তার জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবির বলে জানান রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার। এদিন কৃষকরা প্রশিক্ষণ শিবিরে ৫ কেজি করে উচ্চ ফলনশীল ভুট্টার বীজ কৃষি দপ্তর থেকে পান। শিবিরে ১০০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

গয়েরকাটা-নাথুয়া রাজ্য সড়কের দু'ধারে ঝোপ। ছবি : জিষ্ণু চক্রবর্তী

রাস্তার ধারে ঝোপ, সমস্যায় যানবাহন

গয়েরকাটা, ৭ ডিসেম্বর : মোরাঘাট জঙ্গলের মাঝে রয়েছে গয়েরকাটা থেকে নাথুয়াগামী রাজ্য সড়ক। রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। রাস্তাটি চাপা হওয়ায় এবং দু'পাশ ঝোপঝাড়ে ছেয়ে যাওয়ায় যানচালকরা সমস্যায় পড়ছেন।

ক্রমাগত বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। তাছাড়া এই ঝোপের কারণে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন নিত্যযাতায়াতকারীদের অনেকেই। দ্রুত ঝোপ পরিষ্কারের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

গয়েরকাটা-নাথুয়া রাজ্য সড়ক দিয়ে দুরামারি সহ নাথুয়া এলাকার বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। সন্ধ্যা হলেই ঝোপের কারণে রাস্তা দিয়ে চলাচলে খুব সমস্যা হয় বলে দাবি যাতায়াতকারীদের। এই রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াতকারী পেশায় স্কুল শিক্ষক মনোরঞ্জন টোপ্পো বলেন,

> এই রাস্তা দিয়ে দিনরাত টোটো, বাইক, গাড়ি চলাচল করে। রাস্তার ধারের ঝোপ রাস্তার ওপরে চলে আসায় চলাচলে খুব সমস্যা হয়। বাঁক নেওয়ার সময় থাকে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। প্রশাসনের কাছে দাবি, ঝোপগুলি দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলা হোক।
>
> - মনোরঞ্জন টোপ্পো
> স্কুল শিক্ষক

'এই রাস্তা দিয়ে দিনরাত টোটো, বাইক, গাড়ি চলাচল করে। রাস্তার ধারের ঝোপ রাস্তার ওপরে চলে আসায় চলাচলে খুব সমস্যা হয়। বাঁক নেওয়ার সময় থাকে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। প্রশাসনের কাছে দাবি, ঝোপগুলি দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলা হোক।'

একই দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান নির্মল রায়ও।

এব্যাপারে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবণী দে ঘোষ ও শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ননীগোপাল মল্লিক পূর্ত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানান। গয়েরকাটা পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, রাস্তাটির ঝোপ পরিষ্কারের ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খুনের দায়ে যাবজ্জীবন

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : প্রতিবেশীকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল বানারহাটের চামটিমুখী লক্ষ্মীকান্তপাড়ার বাসিন্দা রামকিশোর ওরাওঁয়ের। বৃহস্পতিবার সকালে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর দুপুরের দিকে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (চতুর্থ কোর্ট) রিন্টু শুর রামকিশোরকে এই সাজা দেন।

প্রসঙ্গত, রামকিশোরের সন্দেহ ছিল তার প্রতিবেশী শিষকুমার রায়ের সঙ্গে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। ২০২১ সালের ৩০ জুন একটি পাটখেত থেকে শিষকুমার রায়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে জানা যায়, কলম কাটার ছুরি দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তদন্তের সূত্র ধরেই পুলিশ রামকিশোরকে গ্রেপ্তার করে। এই মামলার শুনানিতে ১১ জন সাক্ষ্য দেন। বিচারক রামকিশোরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানাও করেন। এই মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন সঞ্জয় দাস। অপরদিকে আসামিপক্ষের হয়ে মামলা লড়েন আইনি কর্তৃপক্ষের তিন আইনজীবী ভানু সিংহ সরকার, রাকেশ গুপ্ত ও রাজকুমার গুপ্ত।

রাস্তার কাজের শিলান্যাস

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি ১-এর অন্তর্গত নারায়ণপুর মোড় থেকে ১ কিলোমিটার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা। জানা গিয়েছে, আনুমানিক ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পেভার্স ব্লক দিয়ে রাস্তাটি তৈরি করা হবে। এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান রিংকু মিত্র সহ অন্যরা।

অন্য সংস্করণের খবর

অকালবৃষ্টিতে গৌড়বঙ্গে ফসলের ক্ষতি

নিউজ ব্যুরো, ৭ ডিসেম্বর : 'যদি বর্ষে অঘ্রানে, রাজা যায় মাগনে।' বহু যুগ আগে খনার এই বচনের সত্যতা বুঝতে পারছে অগ্রহায়ণ মাসের অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। যার অর্থ অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হলে রাজাকেও ভিক্ষা করতে হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছে গৌড়বঙ্গে। মঙ্গলবার থেকে মেঘলা আকাশ সঙ্গে ঝিরঝিরে। মাথায় হাত পড়েছে ধানচাষিদের। বিশেষ করে আমন ধান ও তুলাইপাঞ্জি ধানচাষিদের কপালে চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে। চাষিদের কথায়, দু'দিনের বৃষ্টিতে ক্ষতিরমুখে তিন জেলার ধান চাষিরা। যাঁরা এখনও পাকা ধান ঘরে তুলতে পারেনি, সমস্যায় পড়েছেন

মালদা

তাঁরা। মালদা জেলার গাজোলের ধানচাষি সুবোধ মণ্ডল জানালেন, 'ধান কেটে জমিতে রাখাছিল। ভেবেছিলাম শনি-রবিবার জমি থেকে বাড়িতে ধান নিয়ে যাব। কিন্তু বুধবার থেকে লাগাতার বৃষ্টির ফলে ফসল ঘরে নিয়ে যেতে পারছি না। কেটে রাখা জমিতে জল জমে গেলে সব ধান বরবাদ হয়ে যাবে।'

দাদাগিরি, তৃণমূলের যুব সভাপতি ধৃত

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : দোকানঘর ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে দোকানের মালিক ও তাঁর পরিবারকে শারীরিক নিগ্রহের দায়ে মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাসকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়া হাটখোলা গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।'

উত্তর দিনাজপুর

জানা গিয়েছে, তিন বছর আগে শিরীষচন্দ্র দাসের একটি সাইড রুম ভাড়া নিয়েছিলেন এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস। ওই ঘরের একটি অংশে দশকর্মা ভাণ্ডার, বাকি অংশে কসমেটিক্সের দোকান করেছিলেন তিনি। পুজোর আগেই সঞ্জয়বাবুকে দোকান ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন শিরীষবাবু। দোকান থেকে অর্ধেক সরঞ্জাম বের করেও দিয়েছিলেন সঞ্জয়। এরই মধ্যে ঘরটি সংস্কারের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করেন শিরীষবাবু। তা থেকেই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

জমি দখলের কথা আদালতে স্বীকার কমিশনারের

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : জমি মামলায় বিপাকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, দার্জিলিংয়ের প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত রতনলাল ব্রাহ্মণের ছেলে তেজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণ এবং কৃষ্ণা কর্মকার নামে চম্পাসারির এক মহিলার রায়তি জমি জোর করে দখল করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের দপ্তরের একাংশ এবং প্যারেড গ্রাউন্ড তৈরির অভিযোগ উঠেছিল। জমি যে তাঁদের দখলে রয়েছে, আদালতে রিপোর্ট পেশ করে সেই অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি কমিশনার সি সুধাকর।

জমি সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সরকারি আইনজীবীকে একটি রিপোর্ট পাঠান কমিশনার। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, কৃষ্ণা কর্মকারের জমির খানিকটা অংশ কমিশনারেটের সীমানা প্রাচীরের মধ্যেই রয়েছে। সেই জমির একাংশে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে গাছ লাগানো হয়েছে, যা কমিশনারেটের পক্ষ থেকে দেখভাল করা হয়। বিপাকে পড়ে প্রায় পাঁচ কোটি টাকায় সেই জমি কেনার প্রস্তাবও দিয়েছেন কমিশনার। ফলে জমি কেলেঙ্কারিতে কমিশনারেটের জড়ানোর কথা সরকারিভাবে স্বীকার করা হল। সার্কিট বেঞ্চের সরকারি আইনজীবী হীরক বর্মনের বক্তব্য, 'কমিশনার চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন খানিকটা জমি তাঁদের দখলে আছে। তাঁরা সেই জমি কিনতে চান। সেইমতো পদক্ষেপও হয়েছে। রাজ্যকে চিঠি দিয়ে সংশ্লিষ্ট জমি কিনে নেওয়ার প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন কমিশনার।'

বুধবার মামলার শুনানিতে কমিশনারের রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়। সব দেখেশুনে সেই রিপোর্ট রেকর্ড করতে বলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। শুক্রবার ফের মামলার শুনানি হবে। কৃষ্ণার মামলার সঙ্গেই তেজেন্দ্রলালের মামলার শুনানিও হবে বলে দুই বাদীপক্ষের আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডল জানিয়েছেন। মামলার বিষয়ে আইনজীবীই যা বলার বলবেন বলে জানিয়েছেন কৃষ্ণা। সন্দীপের বক্তব্য, 'কমিশনারের রিপোর্ট পাওয়ার পর মামলার অবজার্ভেশনে বিচারপতি গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। দেখছি, দেখব বলে দীর্ঘদিন সমস্যা জিইয়ে রাখা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। আমরা চাই উপযুক্ত দাম ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করুক রাজ্য। তা না হলে দ্রুত সেই জমি দখলমুক্ত করা হোক।'

অনাগ্রহী নবীন প্রজন্ম, তবুও বিষহরা আঁকড়ে গিদালপাড়া

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৭ ডিসেম্বর : একদিকে প্রচারের অভাব অন্যদিকে নয়া প্রজন্মের অনাগ্রহ। সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া। এই তিনের প্রভাবে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ার পথে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির অন্যতম বিষহরা গান। তবুও এই লোকায়ত গানকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বীরেন রায়, স্বপন রায়ের মতো শিল্পীরা। তাঁরা ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের গিদালপাড়ার বাসিন্দা।

সারাবছর দিনমজুরি করে সংসার চালালেও রাজবংশী সম্প্রদায়ে বিয়ে, অন্নপ্রাশনের মতো অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে বিষহরা গান করার ডাক এলে না করেন না তাঁরা। কাজ ভুলে দলবল নিয়ে চলে যান গান করতে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শেখা এই শিল্পকর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে এখনও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিনয়, স্বপনরা। সরকারি ভাতা এবং একটু প্রচারের আলো পেলে তবেই হয়তো অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে পারে এই লোকগান, মত শিল্পীদের।

রাজাডাঙ্গা গ্রাম এলাকার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায় জানান, দীর্ঘদিন ধরেই গিদালপাড়ার ওই শিল্পীরা বিষহরা গান গেয়ে আসছেন। তাঁর কথায়, 'বিষহরা গানও তো গ্রামবাংলার একটি লোকায়ত গান। তাঁরা যাতে শিল্পী ভাতা পান সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে সদর্থক পদক্ষেপ করার আশ্বাস নিয়েছেন ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়।

সর্পদেবী মনসাকে নিয়ে এই বিষহরা গান। মনসার সঙ্গে চাঁদ সওদাগরের দ্বন্দ্ব, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীকে গানে-কথায় পালাগানের মাধ্যমে তুলে ধরেন বীরেনরা। এর সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, বাঁশি, খোল, করতাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূল গিদালের সঙ্গে অন্য কলাকুশলীরা নানা পোশাকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ও করেন।

প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এই বিষহরা গান গেয়ে আসছেন গিদালপাড়ার বাসিন্দা স্বপন রায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বাবা মহেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে এই গান শেখা। বছর বাহান্নর স্বপনের আক্ষেপ, আগে বিষহরা গানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। এখন আর নতুন প্রজন্ম এই গান শোনে না।

> বিষহরা গান শুধুমাত্র নাগদেবী পদ্মাবতী বা মা মনসাপুজোর জন্যই গাওয়া নয়, এটি উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। এই গানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাঁশের তৈরি একধরনের বাঁশির (মুখা বাঁশি) ব্যবহার হয়।
>
> -রামমোহন বসাক
> গবেষক, লোকসংগীত

জগদীশ রায়, ধনেশ্বর রায়, অসীম রায়রা জানালেন, লোকগানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার নানা উদ্যোগ নিলেও তাঁরা সেগুলো কিছুই পাননি। এমনকি শিল্পী ভাতা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত। বছর আঠাশের অসীম বলেন, 'গানের প্রতি নেশার টানে এখনও ডাক পেলে এই বিষহরা গান করি।'

লোকসংগীতের গবেষক শিক্ষক রামমোহন বসাক বলেন, 'বিষহরা গান শুধুমাত্র নাগদেবী পদ্মাবতী বা মা মনসাপুজোর জন্যই গাওয়া নয়, এটি উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। এই গানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাঁশের তৈরি একধরনের বাঁশির (মুখা বাঁশি) ব্যবহার হয়। বর্তমানে এখন আর এই বাঁশির ব্যবহার দেখা যায় না। নতুন করে সেই বাঁশিবাদকও তৈরি হচ্ছে না।'

সবমিলিয়ে হারিয়ে যাওয়ার পথে এই বিষহরা গান। তবুও এই গান ধরে রাখার প্রচেষ্টা স্বপন, বীরেন, অসীমদের।

পিসি চন্দ্রের লাকি ড্র

নিউজ ব্যুরো

৭ ডিসেম্বর : বুধবার পিসি চন্দ্র গার্ডেনে জাঁকজমকপূর্ণ 'ধনতেরাস ধনবর্ষা লাকি ড্র ২০২৩' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স। লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে বিজেতাদের বেছে নিয়েছেন অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী পাওলি দাম।

ধনতেরাসের সময় পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেছিল। যেখানে ক্রেতাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। লাকি ড্রয়ের মধ্য দিয়ে বিজেতাদের বেছে নেওয়া হল। মেগা পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি গাড়ি ও পঁচিশটি দু'চাকার যান।

পিসি চন্দ্র গ্রুপের অধীন পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স হল পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় ও প্রখ্যাত গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থা। দেশজুড়ে ৬৪টি শোরুম রয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপস্থিতিতে

রাজ্যের তিনটি জেলার
১২,৮৪২ জন প্রান্তিক মানুষকে
পাট্টা প্রদান কর্মসূচি

অনুষ্ঠানসূচি

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, এবং দার্জিলিং জেলায় প্রায় ১২,৮৪২ জন প্রান্তিক মানুষকে চা বাগানের পাট্টা, কৃষি ও উদ্বাস্তু পাট্টা প্রদান করা হবে।

স্থান	তারিখ	সময়
মন্টেভিয়োট গ্রাউন্ড কার্শিয়াং	৮ ডিসেম্বর, ২০২৩	দুপুর ২টো
প্যারেড গ্রাউন্ড, আলিপুরদুয়ার	১০ ডিসেম্বর, ২০২৩	দুপুর ২টো
তরুণ সঙ্ঘের মাঠ, বানারহাট, জলপাইগুড়ি	১১ ডিসেম্বর, ২০২৩	দুপুর ১টা
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম	১২ ডিসেম্বর, ২০২৩	দুপুর ১টা ৩০

ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-D2222(18)/2023

উন্নয়ন বরাদ্দ খরচে পিছিয়ে জলপাইগুড়ি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থ খরচের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার মধ্যে দার্জিলিং ও কালিম্পংকে একটি জেলা ধরে মোট ৭টি জেলার টাকা খরচের রিপোর্ট কার্ড জেলাগুলিতে পাঠিয়েছে সেই দপ্তর। উত্তরবঙ্গের মধ্যে টাকা খরচে এখন সবথেকে এগিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা। উত্তরবঙ্গের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে এই জেলাটি। টাকা খরচে সবচেয়ে খারাপ ফল জলপাইগুড়ি জেলার। খোদ মুখ্যমন্ত্রী যখন উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন তখন এই রিপোর্ট কার্ড ৬ ডিসেম্বর জেলাগুলিকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই রিপোর্ট কার্ড মুখ্যমন্ত্রীর সফর চলছে বলে গোপন রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের হলঘরে এক কর্মশালায় কমিশনের সেই টাকা খরচ করা যাচ্ছে না বলে একাধিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী বেচারাম মান্না এদিন ফোনে জানিয়েছেন, কমিশনের টাকা খরচ করতে সমস্ত জেলাকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া সেই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। আর কয়েকটা দিন দেখে নিয়ে দপ্তর থেকে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পরিকল্পনাকেন্দ্রিক টাকা খরচে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে পাঠানো সেই রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে আলিপুরদুয়ার জেলা ১১০ কোটি টাকা পেয়ে খরচ করেছে ৬২ কোটি। এখনও ৪৮ কোটি টাকা খরচ হয়নি।

দার্জিলিং জেলাকে ৫৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলেও খরচ করেছে ৩৩ কোটি। পড়ে আছে ২৬ কোটি ৫৬ লক্ষ। উত্তর দিনাজপুর জেলা ২৩৪ কোটি টাকা পেয়ে খরচ করেছে ১২৮ কোটি টাকা। খরচ করতে পারেনি ১০৫ কোটি টাকা। কোচবিহার জেলা পেয়েছিল ২৪৩ কোটি টাকা। খরচ করেছে ১২২ কোটি। পড়ে আছে ১২১ কোটি।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে ১৪৫ কোটি টাকা দিলেও খরচ হয়েছে মাত্র ৬৭ কোটি টাকা। টাকা খরচ না হয়ে পড়ে আছে ৭৮ কোটি টাকা। মালদা জেলা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে। মোট ৩৪৮ কোটি টাকা। তবে খরচ হয়েছে ১৫৮ কোটি টাকা। খরচ হয়নি ১৯০ কোটি টাকা। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল জলপাইগুড়ির। সেই জেলা ১৮৬ কোটি টাকা পেয়েও খরচ করতে পেরেছে ৮৪ কোটি টাকা। অথচ তারও বেশি ১০২ কোটি পড়ে রয়েছে।

Presented By JAYA A HEALTHY BITE
Co-Powered By প্রিয় গোপাল বিষয়ী | DEAR GOVERNMENT LOTTERIES | LALBABA RICE | RUNGTA STEEL TMT BAR
Partnered By BIDYUT BAKERY | MONORAMA Ultrascan Pvt. Ltd. ISO 9001:2015 CERTIFIED
Digital Partner abp LIVE

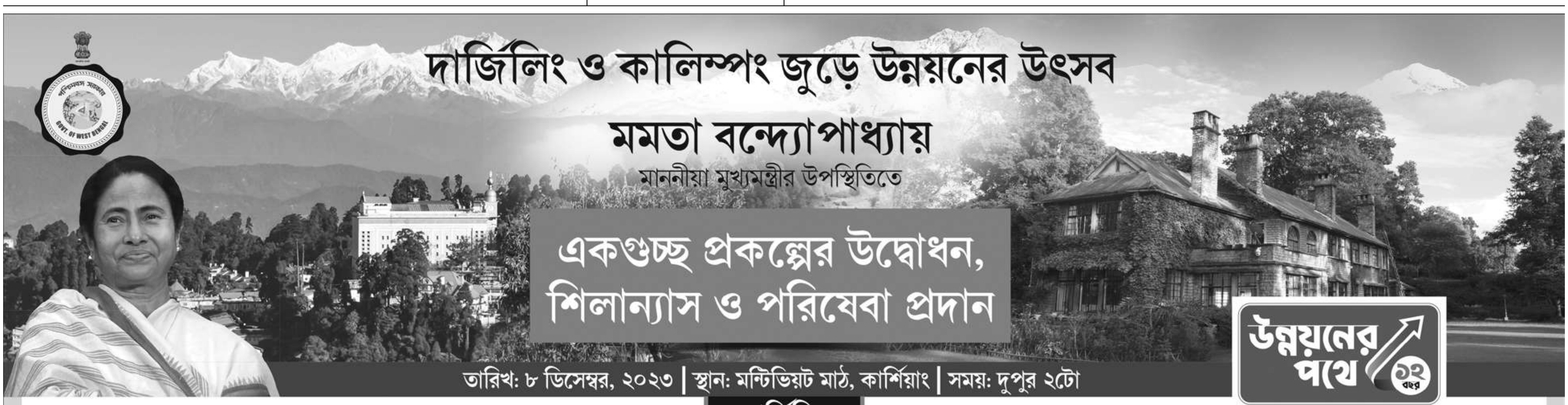

দার্জিলিং

উদ্বোধন

● জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ও মিরিক ব্লক অন্তর্গত সোনাদা থেকে মুন্ডাকোঠী পায়ুন গাঁও পর্যন্ত রাস্তা ধরে বালাসন নদীর উপর স্প্যান স্টিল গার্ডার সেতু ● দার্জিলিং-এর ম্যালে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন ● দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে ১টি নতুন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ইউনিট এবং লিংডিং সাব সেন্টার ও রাজবাড়ি সাব সেন্টারে ২টি নতুন সাব সেন্টার ভবন ● কার্শিয়াং ব্লকে আম্বোটিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে গিং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও রংলি রংলিয়ট ব্লকে লাবদা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩টি নতুন সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ● মিরিক ব্লকে থুরবো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকে টিফিনডারা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, রংভং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অ্যাভনগ্রুভ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মুন্ডা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কার্শিয়াং ব্লকে দুধিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে পান্ডাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, রিম্বিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাঁশবোতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাওয়াইপানি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কোলবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাজুয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীতকরণ ● রংলি রংলিয়ট ব্লকে সাত মাইল তাকদা থেকে গ্লেনবার্ন ফাটক রোডের ও পেশক - মংপু রোডের, মাটিগাড়া ও কার্শিয়াং ব্লক অন্তর্গত মাটিগাড়া – কার্শিয়াং রোডের এবং কার্শিয়াং ব্লকের পাংখাবাড়ি - কার্শিয়াং রোডের সংস্কার ● মিরিক ব্লকে বুংকুলুং সিএফসি ভবনে ''অরেঞ্জ ব্লসম হানি প্রসেসিং সেন্টার''-এর স্থাপনকার্য

শিলান্যাস

● রংলি রংলিয়ট, জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি, কার্শিয়াং, মিরিক এবং দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে মুল গাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্যানক বার্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ফেড্রিক টি জি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অরেঞ্জ ভ্যালি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দারা গাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিভিটার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, চোকলং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিটিং জি. সি. পি. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, শেলপু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কান্দুং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঝোলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কোঠিডারা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঠুলোপাতলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নুরবং টি.ই. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহারানি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, লং ভিউ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, টুং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মরিয়নবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পাইনাকুমারী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিমুলবাড়ি টি.ই. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নেহুরে বালাসন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাংমা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিডার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, তিস্তা ভ্যালি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মংপু জি.সি.পি. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কোলবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মরমা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওকাইটি বিচগাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, লোহাগড় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সৌরেনি বাজার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চেঙ্গা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রতে মোট ৩১টি নতুন সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ● জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকে চন্দ্রমান ধুরা থেকে মিনি হাইডেল প্রকল্প হয়ে বীচ গাঁও (মিলিং) পর্যন্ত, কার্শিয়াং ব্লকের কোদোবাড়ি থেকে রামিতে (লংভিউ) হয়ে দুধে পর্যন্ত, কার্শিয়াং ব্লকে জাতীয় উচ্চসড়ক - ৫৫ (খারে) থেকে বেলটার হয়ে দিলারাম পর্যন্ত এবং রংলি রংলিয়ট ব্লকে ৪০ ধুরা মংপু বিভাগ থেকে রাম্বি বিচকামান পর্যন্ত ও জাতীয় উচ্চসড়ক - ১০ এ তিস্তা উপত্যকা হয়ে ৬ মাইল থেকে ২৭ মাইল পর্যন্ত রাস্তা ● রংলি রংলিয়ট ব্লকে সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ অধিদপ্তরের অধীনে ৭টি পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প ● কার্শিয়াং ব্লকে বাগোড়া থেকে কালিঝোরা রাস্তার সংস্কার ● জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকে ও কার্শিয়াং পুরসভা এলাকায় ২টি জয়হিন্দ কমিউনিটি হল ● দার্জিলিং পুরসভার অন্তর্গত স্টেপ অ্যাসাইডে দেশবন্ধু মিউজিয়ামের সংস্কার ● কার্শিয়াং পুরসভার অন্তর্গত কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নিকাশী ব্যবস্থা, ব্লাড ব্যাঙ্কের সংস্কার এবং ডিজিটাল এক্স-রে প্রতিস্থাপনের জন্য এক্স-রে ইউনিটের সংস্কার ● মিরিক ব্লকে মিরিক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার

কালিম্পং

উদ্বোধন

● কালিম্পং পুরসভার অন্তর্গত কালিম্পং জেলা হাসপাতালে সি এম ও এইচ-এর অফিসের জন্য তিনতল বিশিষ্ট ভবন এবং ডেপুটি সি এম ও এইচ-২ (জনস্বাস্থ্য উইং)-এর অফিস ও স্টোরের জন্য দুইতল বিশিষ্ট ভবন ● গরুবাথান ব্লকে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ইউনিট এবং গরুবাথান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২০ শয্যাবিশিষ্ট ওয়ার্ড ● পেডং ব্লকে তন্দ্রায়বং সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র ● কালিম্পং-১ ব্লকে প্রাণী সম্পদ ভবন এবং ডবলু বি এস ই ডি সি এল-এর নতুন রিজিওনাল ম্যানেজারের কার্যালয়

শিলান্যাস

● কালিম্পং-১ ব্লকে পুড়ুং থেকে ইয়ক দুলাল গাঁও পর্যন্ত রাস্তা ও রেলী নদীর উপর সেতু ● পেডং ব্লকে কাগে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাজেশ হাউস থেকে থুলো বেন্ডা হয়ে সানো বেন্ডা পর্যন্ত এবং সাকিয়ং গ্রাম পঞ্চায়েতের লোয়ার মেনচু থেকে লিঙ্ক রোড প্রতাপ প্রাইমারি স্কুল হয়ে কোটি খার লোয়ার মেনচু পর্যন্ত রাস্তা ● কালিম্পং-১ ব্লকে নিম্বং ফটক থেকে পেমলিং পর্যন্ত রাস্তার, আলাইচি খোপ থেকে ভালুখোপ পর্যন্ত রাস্তার ও শেরপা গাঁও থেকে আপার এছে পর্যন্ত রাস্তার, লাভা ব্লকে ১৪ মাইল থেকে বিদ্যাং প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার, সি পি ম্যানেজারদের বাংলো থেকে কাশয়ং পর্যন্ত রাস্তার ও ১৬ মাইল থেকে লোয়ার পাগাং আপার পাগাং গুম্বা গাঁও পর্যন্ত রাস্তার, গরুবাথান ব্লকে সোমবারে উত্তর থেকে চ্যাম্প দারা পর্যন্ত রাস্তার, আপার ফাগু থেকে সুনতলী পর্যন্ত রাস্তার ও সুনতালে বস্তি থেকে নিম বস্তি পর্যন্ত রাস্তার এবং পেডং ব্লকে পিতামচেন থেকে তাগাথাং পর্যন্ত রাস্তার, কাগে থেকে লিঙ্গসেখা পর্যন্ত রাস্তার, ফরেস্ট ভিলেজ থেকে মায়রং ফরেস্ট পর্যন্ত রাস্তার, সুব্বা গাঁও থেকে প্রতাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে নিম্ন মিনচু পর্যন্ত রাস্তার ও ফুরুন থেকে কামজের পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার ● লাভা ব্লকে আলগারাহ থেকে ৩.২ কিমি দূরত্বে ওপেন গ্রাউন্ড রিজার্ভার-এর উন্নতিসাধন এবং ৮০ এমএল জলের স্প্রিং ওয়াটার স্টোরেজ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নেওরাখোলা জল সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে কালিম্পং-১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকাগুলিকে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও অন্যান্য কার্য ● লাভা ব্লকে আপার দলপচাঁদে গ্রাম রক্ষক সংঘের জন্য আরসিসি কমিউনিটি হল ● গরুবাথান ব্লকে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৬টি নার্স কোয়ার্টার ● কালিম্পং পুরসভার অন্তর্গত কালিম্পং জেলা হাসপাতালে ডি টি ও অফিসে ছাদ ও ফলস সিলিংয়ের কাজ, এইচ ডি ইউ-তে নিকাশী ব্যবস্থা, বিভিন্ন ইউনিটের জন্য আর্থিং ও সার্জ সুরক্ষা ব্যবস্থা, হাসপাতালের জরুরি প্যানেল বোর্ডে ১০টি লোড ব্রেক ফিউজ সুইচের প্রতিস্থাপনসহ উন্নীতকরণ ও ১টি পরিবর্তন সুইচের উন্নীতকরণ এবং ডিজিটাল এক্স-রে ইউনিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করার জন্য তারের জরুরি প্রতিস্থাপন ● কালিম্পং-১ ব্লকে রঙ্গী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ তিস্তা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংস্কার ● পেডং ব্লকে পেডং গ্রামীণ হাসপাতালে ও কালিম্পং-১ ব্লকে রাম্বি গ্রামীণ হাসপাতালে এক্স-রে পরীক্ষার কক্ষ মেরামত ও সংস্কার

পরিষেবা প্রদান

● বাস্তু পাট্টা ● কৃষি পাট্টা ● বন অধিকার আইনে পাট্টা ● হোমস্টে নিবন্ধীকরণ ● কৃষকবন্ধু ● চোখের আলো ● সুফল বাংলা প্রকল্পে গাড়ি ● স্বাস্থ্যসাথী ● কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা ● কৃষি পরিকাঠামো তহবিল ● বাংলা কৃষি সেচ যোজনা ● উৎপাদক গোষ্ঠীর জন্য পরিকাঠামো তহবিল ● সুসংহত কৃষক সজ্জ তহবিল ● স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ● বায়ু চলাচলযুক্ত পলি হাউস ● খাদ্যসাথী ● ঐক্যশ্রী ● ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড ● রূপশ্রী ● কন্যাশ্রী ● স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ক্যাশ ক্রেডিট লোন ও আবর্তনীয় তহবিল ● মুরগী ও হাঁসের ছানা ● কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ● জয় জোহার ● তপশিলি বন্ধু ● মেধাশ্রী ● শিক্ষাশ্রী ● লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ● বিধবা ভাতা ● মানবিক ● সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীকে মেয়াদী ঋণ ও সরাসরি ঋণ ● মৎস্যজীবীদের ক্রেডিট কার্ড ও নিবন্ধীকরণ ● ঔষধি ও ফলের চারা বিতরণ ● মধু ও লংকা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ● ঝাঁটা তৈরীর জন্যে যন্ত্রপাতি ● মাশরুম উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা ● রেশমকীট পালনের ঘর নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য ● উদ্যম পোর্টালে নিবন্ধন ● জাতিগত শংসাপত্র ● বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ● প্রতিবন্ধী শংসাপত্র ● ত্রাণ সামগ্রী

ICA-D2223(10)/2023

কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের জন্ম ১৯০০ সালে আজকের দিনে উদয়পুরে।

২০২১ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত। তিনি ভারতের প্রথম সিডিএস।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শুক্রবার, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৯ সংখ্যা

বিতর্কে গিরিরাজ

মহিলাদের পোশাক, আচার-আচরণ অথবা রীতিনীতি নিয়ে বিতর্ক ভারতীয় রাজনীতিতে কম হয়নি। তবে বর্তমানে তা কুৎসিত আকার নিয়েছে। কলকাতায় জাতীয় চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত বলিউড তারকা সলমন খান এবং অনিল কাপুরের অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্প সময়ের জন্য গান এবং নাচে পা মিলিয়েছিলেন। সেই ঘটনা নিয়ে কুনাট্য রচিত হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের কথায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে প্রথমে সংসদ এবং পরে রাজ্য বিধানসভা উত্তাল হয়েছে।

গিরিরাজ কলকাতায় জাতীয় চলচ্চিত্র অনুষ্ঠান নিয়ে যেমন বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করেছেন বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে রাজ্যের শাসকদল। সংসদে বলা তাঁর কথার মর্মার্থ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছেন। অথচ উৎসবের নামে 'ঠুমকা' লাগানো হচ্ছে, অর্থাৎ কোমর দোলানো হচ্ছে। মন্ত্রীর এই কথায় স্বাভাবিকভাবে সংসদে প্রতিবাদে মুখর হন তৃণমূল সাংসদরা। এই উত্তেজনার আঁচ লেগেছে রাজ্য বিধানসভা ও মহানগরীর রাজপথে।

সংসদে তৃণমূলের প্রবল বিক্ষোভের পর অবশ্য গিরিরাজ নিজের বয়ান বদলে বলেছেন, তিনি 'ঠুমকা' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। বলেছিলেন 'জশন', যার অর্থ উৎসব। তিনি নিজের অবস্থান থেকে সামান্য সরলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একজন মহিলা সম্পর্কে অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাঁর মন্তব্য শালীনতার সীমা পার করেছেন। নারীবিদ্বেষের অভিযোগ তিনি এড়াতে পারবেন না। গিরিরাজের ভঙ্গি যে কোনও সংবেদনশীল মানুষের কাছে শোভনীয়তার পরিপন্থী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে একবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু অঙ্গভঙ্গি করে তাঁকে কটাক্ষ করেছিলেন। তখন সামাজিক মাধ্যমের রমরমা না থাকলেও টেলিভিশনে ওই ঘটনা সম্প্রচারিত হয়েছিল। জনমানসে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এবারের ঘটনার গুরুত্ব বাম আমলের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করেছেন।

গিরিরাজের মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন তৃণমূলের মহিলা নেত্রী ও মন্ত্রীরা। শিবসেনা (উদ্ধবপন্থী) সাংসদ প্রিয়াংকা চতুর্বেদীও কটাক্ষ করে বলেছেন, গিরিরাজের মন্তব্যে বিজেপির নারীবিদ্বেষী চেহারা আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর দাবি, এই মন্তব্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিরিরাজের ক্ষমা চাওয়া উচিত। ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির অন্যতম প্রচারক এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অতীতে বহুবার সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সম্পর্কে কুমন্তব্য করে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছেন।

যদিও তিনি এখনও স্বমহিমায়, স্বপদে অধিষ্ঠিত। তাঁকে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কখনও সতর্ক করেছে বলে শোনা যায়নি। তৃণমূল এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে গিরিরাজের বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে একশো দিনের কাজ প্রকল্পের বকেয়ার তদবির করছে। রাজ্যের শাসকদলের সাংসদরা তাঁর মন্ত্রকে গিয়ে এই দাবি জানিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদদের একবার তাঁর মন্ত্রক থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনার আঁচ বাড়লেও বকেয়া রাজ্যের প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছায়নি।

গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের পাঠানো তালিকায় বহু ভুয়ো শ্রমিকের নাম আছে। কেন্দ্রের বক্তব্যের সারবত্তার সবটুকু মেনে না নিলেও ভুয়ো নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত শ্রমিকদের হাতে প্রাপ্য দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আবেদন করেছে। সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি কেন্দ্র। বকেয়ার দাবির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধ ভিন্ন মাত্রা পেল।

লোকসভা নির্বাচনের আগে উভয়পক্ষের রাজনৈতিক বিরোধিতার উত্তাপ অনেকগুণ বেড়ে গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যে। ভবিষ্যতে গিরিরাজ ভাষা প্রয়োগে সংযত না হলে এই সংঘাত আরও বাড়বে। সেই পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে সুখকর নাও হতে পারে।

অমৃতধারা

মায়া হইতে মুক্ত হইলে সর্বতোভাবে ভগবানের নামে রুচি হয়। রুচি হইলে অন্য কোনও উৎপাত যতই হোক ভ্রূক্ষেপও থাকে না। নামে রুচি বর্ত্তাইয়া যায়। ইহাই মায়ামুক্ত। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ' নিষ্ঠা করিয়া ভাবিতে ভাবিতে পরমপদ আনন্দময় ভগবান মায়ামুক্ত করিয়াই জীবদ্দশা মুক্তি দেন। নামে রুচি হউক আর নাই হউক, অকাতরে দিবানিশি নামের দাস হইয়া থাকিতে হয়। যে শৈশবে ছেলেটি তার মা দুরন্ত হউক আর সুশীলা হউক,যেমন তার মায়ের সঙ্গ ছাড়ে না,সেই রকম নামের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে হয়। অর্থাৎ সর্বদা নামের দাস অভিমান করিয়া নামের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থকিতে হয়। এই নাম মুক্ত হইলে কোনও অভাব থাকে না। ভগবানের নামই সত্য।

–শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭০০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। চুঁইয়ে পড়ছে ৩। ছাগল বা পাঁঠা ৫। বেঁটে খাটো ব্যক্তি ৬। দুধের সর ৮। এক ধরনের বাজনা ১০। বুকের পাঁজরা ১২। মুসলমানদের ধর্মগুরু ১৪। বিদ্রুপ বা উপহাস ১৫। পাখির নাম ১৬। ডিঙিয়ে যাওয়া।
উপর–নীচ : ১। এলেবেলে লোক ২। দেওয়ালে স্যাঁতলা পড়া ৪। শ্রীরাধার শাশুড়ি ৭। অভিপ্রায় ৯। প্রশ্রয় দেওয়া ১০। বিরসবদন ১১। মুসলিমদের রোজার মাস ১৩। বসন্তকাল।

সমাধান ■ ৩৬৯৯

পাশাপাশি : ১। বন্দুক ৩। ভারপ্রাপ্ত ৪। চাদর ৫। মুখচোরা ৭। মাতা ১০। লঘু ১২। অকুলীন ১৪। কোমল ১৫। একহারা ১৬। কর্বুর।
উপর–নীচ : ১। বয়নামা ২। কচাল ৩। ভারমুক্ত ৬। চোয়াল ৮। তামাকু ৯। আনকোরা ১১। ঘুমঘোর ১৩। কীলক।

প্যালেস্তাইন সংকট বদলে দিচ্ছে ব্রিটেনের রাজনৈতিক সমীকরণ

অর্ক ভাদুড়ি

আর্সেনাল ফুটবল ক্লাবের কাছাকাছি একটি ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকদিন আগের এক সন্ধ্যায় জেরেমি করবিন বলছিলেন, সেপ্টেম্বরের শেষে ব্রিটেনের রাজনীতি যেমন ছিল, ডিসেম্বরের শুরুতে আর তা নেই। অনেকখানি বদলে গিয়েছে।

লেবার পার্টির প্রাক্তন নেতা, দু'বারের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী এবং ইসলিংটন নর্থের ৪০ বছরের সাংসদের সঙ্গে সহমত না হয়ে উপায় নেই। গত দু'মাসে সত্যিই ব্রিটেনের রাজনীতিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। দুই প্রধান রাজনৈতিক দল– ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি (যাঁরা টোরি নামে পরিচিত) এবং বিরোধী লেবার পার্টি এই পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটরাও (লিব ডেম নামে পরিচিত) এই ধাক্কার বাইরে নয়।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, গত দু'মাসে ব্রিটেনের সামাজিক পরিসরও বেশ কিছু নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে কয়েকটি শব্দ : প্যালেস্তাইনের মুক্তি আন্দোলন, জায়নবাদ, অ্যান্টি সেমিটিজম, অতি বামপন্থা, অতি দক্ষিণপন্থা। গত মাস দুয়েকের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির আঁচ এড়াতে পারেনি লন্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশও। প্রাক অক্টোবরের তুলনায় তারা এখন অনেক বেশি সতর্ক। সভা, সমাবেশ, মিছিলে নজরদারি বেড়েছে কয়েকগুণ।

এই সবকিছুর নেপথ্যে ব্রিটেনের গত দু'মাসের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন এবং তার প্রতিক্রিয়া। বস্তুত, অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ব্রিটেনে ফিরে গিয়েছে তার দু'দশক আগের আফগানিস্তান ও ইরাকের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্যে। প্রায় প্রতি শনিবার লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামছেন গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে। জমায়েতের আয়তনের বিচারে অনেকখানি কম হলেও ইজরায়েলের পক্ষেও হচ্ছে পালটা মিছিল। প্যালেস্তাইনপন্থী মিছিলের নেতৃত্বে যদি থাকেন জেরেমি করবিন, ইজরায়েলপন্থী মিছিলে হাঁটছেন বরিস জনসন। বিবৃতি, পালটা বিবৃতির ঝড় বইছে। পার্লামেন্টের সামনে যুদ্ধবিরোধী জমায়েত, পার্লামেন্টের ভিতরে ঢুকে পড়ে সমাজকর্মীদের বিক্ষোভ, লেবার পার্টির নেতা কের স্টামারের অফিসের বাইরে প্রতিবাদী জমায়েত– কী না হচ্ছে! জনমতের চাপে হোম সেক্রেটারি সুয়েলা ব্রাভারম্যানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, লেবার পার্টির নেতা কের স্টামারের ইজরায়েলপন্থী অবস্থানের বিরোধিতা করে অর্ধশতাধিক লেবার সাংসদ যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছেন সংসদে, লেবারের শ্যাডো ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রকাশ্যে স্টামারের বিরোধিতা করছেন ইজরায়েল ইস্যুতে– সবমিলিয়ে গত দু'মাসে বিলেতের রাজনীতির কেন্দ্রে প্যালেস্তাইন সংকট।

সাধারণভাবে গোটা ব্রিটিশ 'পলিটিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট' ন্যাটোর বড় শরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই খোলাখুলিভাবে ইজরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক ইজরায়েলে গিয়ে নেতানিয়াহুর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টির বর্তমান নেতা স্যর স্টামার, যাঁকে মনে করা হচ্ছে 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী', তাঁর অবস্থানও একই। কিন্তু সমীকরণ বদলাতে শুরু করে ১৪ অক্টোবর থেকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় লন্ডনে যুদ্ধবিরোধী, প্যালেস্তাইনপন্থী মিছিলের ডাক দেয় স্টপ দ্য ওয়ার কোয়ালিশন, প্যালেস্তাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেন সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। প্রায় কোনও প্রচার ছাড়াই অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মিছিলে অংশ নেন দেড় লক্ষাধিক মানুষ! যদিও করবিন বাদে অন্য কোনও ব্রিটিশ সাংসদ প্রথম মিছিলে আসেননি। এর সাতদিন পরে দ্বিতীয় মিছিলে হাঁটেন তিন লক্ষাধিক মানুষ। তৃতীয় মিছিলে পাঁচ লক্ষাধিক, চতুর্থ মিছিলে আট লক্ষাধিক মানুষ অংশ নেন। জমায়েতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে মিছিলে অংশগ্রহণকারী সাংসদ, সমাজকর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সংখ্যা।

রাজপথের এই বিপুল জমায়েত প্রবল চাপ তৈরি করছে কনজারভেটিভ, লেবার, লিব ডেম সহ সবক'টি রাজনৈতিক দলের উপরেই। বিশেষত প্রবল চাপের মুখে পড়েছে লেবার পার্টি। সাধারণত ব্রিটেনের মুসলিমরা লেবারকেই ভোট দেন। যেসব আসনে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলিকে লেবারের সেফ সিট বলে ধরা হয়। কিন্তু বর্তমান লেবার নেতা স্যর স্টামার সরাসরি ইজরায়েলের পক্ষ নেওয়ায় লেবারের কমিটেড ভোটার হিসাবে পরিচিত মুসলিমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। যুদ্ধবিরোধী লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলে ঋষি সুনকের পাশাপাশি স্যর স্টামারের বিরুদ্ধেও স্লোগান উঠছে। প্যালেস্তাইনপন্থী আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করছেন, স্টামারের হাতেও গাজার কয়েক হাজার মৃত শিশুর রক্ত লেগে রয়েছে। দলের অন্দরেও টানাপোড়েন তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই লেবার পার্টির শতাধিক কাউন্সিলার স্যর স্টামারের অবস্থানের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। নজিরবিহীনভাবে পার্লামেন্টে তাঁর অবস্থানের বিপরীতে গিয়ে সিজফায়ারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৫৬ জন লেবার এমপি। তাঁর শ্যাডো ক্যাবিনেটের জনা দশেক সদস্য স্যর স্টামারের অবস্থানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বস্তুত, দলের অভ্যন্তরে এত বড় বিরোধিতার মুখোমুখি লেবার পার্টির নেতা স্যর কের স্টামার আগে কখনও হননি।

সমস্যায় পড়েছেন টোরিরাও। প্যালেস্তাইনপন্থী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন হোম সেক্রেটারি সুয়েলা ব্রাভারম্যান। টোরি পার্টির অন্দরে তিনি কট্টর দক্ষিণপন্থী হিসাবেই পরিচিত। খবরের কাগজে নিবন্ধ লিখে ব্রাভারম্যান অভিযোগ করেছিলেন, লন্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশ প্যালেস্তাইনপন্থী বিক্ষোভকারীদের প্রতি নরম আচরণ করছে, কিন্তু ডানপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি লন্ডনের প্যালেস্তাইনপন্থী মিছিল নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। কিন্তু মেট্রোপলিটান পুলিশ মিছিলের অনুমতি দেয়। কারণটি সহজবোধ্য। লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যার ঝুঁকি নিতে চায়নি পুলিশ। উলটে প্রধানমন্ত্রী সুনক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেন সুয়েলাকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, যিনি সুয়েলার মতো কট্টর ডানপন্থী নন, বরং টোরি পার্টির অন্দরে মধ্য ডান হিসাবে পরিচিত। সুয়েলার মতো তীব্র না হলেও সুনকও প্যালেস্তাইনপন্থীদের প্রতি 'নরম' হওয়া নিয়ে বিঁধেছেন পুলিশকে। বস্তুত, মেট্রোপলিটান পুলিশের সঙ্গে হোম সেক্রেটারির, হোম সেক্রেটারির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশের এমন মতবিরোধ নজিরবিহীন। সবমিলিয়ে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি রীতিমতো সমস্যায়।

দুই বড় পার্টির মতোই প্যালেস্তাইন সংকটের আঁচ এসে পড়েছে লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের উপরেও। লেবারের পরেই মেইনস্ট্রিম রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ব্রিটিশ মুসলিমদের পছন্দ এই দলটিকে। দলের মধ্যে থাকা মুসলিম এবং বামপন্থীদের চাপে লিব ডেম যুদ্ধবিরতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। রীতিমতো ব্যানার নিয়ে যুদ্ধবিরোধী মিছিলে হাঁটছেন দলীয় সদস্যরা। অন্যদিকে, স্কটল্যান্ডের প্রধান রাজনৈতিক দল স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি প্রথম থেকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের শক্তি বাড়িয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঠিক ভারতের মতো রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রিত নয়। সব রাজনৈতিক মতাদর্শের শ্রমিকরাই ট্রেড ইউনিয়নে থাকেন। নৌ, রেল, সড়কপথ পরিবহণের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন আরএমটি-সহ ইউনাইট, ইউনিসন-সহ অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন প্যালেস্তাইনপন্থী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে।

এইসব বিক্ষোভ, পালটা বিক্ষোভে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার অবস্থা লন্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশের। প্রত্যেক শনিবার মধ্য লন্ডনে হাজার দুয়েক অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন করতে হচ্ছে। কড়া নজরদারি চলছে সর্বত্র। টেমসের ধারে দাঁড়িয়ে টুকটাক গল্প হচ্ছিল ২৭ বছর বয়সি পুলিশকর্মী রবার্ট অ্যাবটের সঙ্গে। সে বেচারি বড় বিমর্ষ। তার ছুটি বাতিল করে দিয়েছেন বড়কর্তারা।

কিন্তু কেন এত লক্ষ লক্ষ মানুষ প্যালেস্তাইনের পক্ষে পথে নামছেন লন্ডনে? এঁরা কি সকলেই হামাসের সমর্থক? জেরেমি করবিনকে প্রশ্ন করলাম। বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, একেবারেই নয়। এই বিপুল জনতা পথে নামছে হামাস বিরোধিতার নামে এথনিক ক্লিনজিং-এর বিরুদ্ধে, হাজার হাজার শিশু সহ সিভিলিয়ানদের হত্যার বিরুদ্ধে। কিন্তু ৭ অক্টোবর হামাসই তো এই যুদ্ধ শুরু করেছে! করবিনের জবাব, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারত বা আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন হিংসার সূচনা ঘটাননি, ঠিক তেমনই হামাস বা পিএলও এই যুদ্ধ শুরু করেনি। ৭ অক্টোবরের হিংসা নিন্দনীয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে ১৯৪৮ সাল থেকে ইজরায়েল একটানা দখলদারি এবং গণহত্যা চালিয়ে আসছে প্যালেস্তাইনে। হামাসের হামলা সেই ধারাবাহিকতার দুর্ভাগ্যজনক প্রত্যুত্তর। প্রয়োজন এই সংঘাতের মূল কারণটিকে উৎখাত করা, সেটি হল প্যালেস্তাইনের ভূখণ্ডে ইজরায়েলের অবৈধ দখলদারি।

তর্ক, পালটা তর্ক চলতেই থাকবে। তবে ব্রিটেনের রাজনীতির কেন্দ্র থেকে প্যালেস্তাইন সংকট সম্ভবত সহজে সরবে না।

(লেখক সাংবাদিক। লন্ডনে কর্মরত)

স্ত্রী নির্যাতনের শেষ তাহলে কবে, কোন পথে

সন্দীপন নন্দী

এ কাহিনী গল্পের মতো শোনালেও সত্যি। স্বামী উঠতে-বসতে নববধূর খুঁত ধরে গায়ে হাত দেওয়া শুরু করলেন। হাঁটার সময় ডান পা কেন আগে যাচ্ছে? দে গালে থাপ্পড়! বাটনা বাটার কালে কোমর কেন দোলে? দে লাঠির বাড়ি।

একদিন বরকে মুড়ি দিলেন বৌ। স্বামীর মুখ নড়ছে। বাটি কেড়ে সেই মেয়ে বলল, মুখ নড়লেই মুখে শিলনোড়ার ঘা দেব। ভয়ে স্বামী বললেন, মুড়ি খেলে মুখ তো নড়বেই। বৌ বলল, বাটনা বাটলেও কোমর দুলবেই। মোরাল অফ দ্য স্টোরি। এক সাহসী কন্যার প্রত্যাঘাতে চিরতরে বৌ পেটানো বন্ধ সেই ঘরে।

তবে সব মেয়ের স্পর্ধা থাকে না। তাই আজও ঘরে ঘরে মেয়েদের মার জোটে অকারণে।

এক গ্রাম ঘুরে জানা গেল, পুরুষের প্রহারকে বৌরা সোহাগের চোখে দেখেন। ভ্যাকসিন নিতে আসা মহিলাটি ব্লাউজের হাতা তুলতেই শিউড়ে উঠলেন নার্সদিদি। হাতজুড়ে কালশিটে। উত্তর এল বরের আদরের কারণ ও ফল। তলিয়ে জেরা করতেই, কথাগুলো ভরদুপুরে ভয়ংকর ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করল। ঘর ছেড়েও দু'মুঠো ভাত বিনেপয়সায় পেলে, একটু লাথিঝাঁটা তো জুটবেই। ছেলেমেয়েকে শাসন করেন না? এ আর এমন কী? মেয়েটি উত্তর দেয়। সত্যিই তো এ আর এমন কী?

বিকেলের হাটে কোয়াক ডাক্তার বসেছেন গাছতলায়। সমবেত মহিলার স্বর ওঠে, একটা পেইন কিলার দ্যান তো! এরকম অসংখ্য মেয়ে ব্যথার বড়ি নিতে আসে সেই হাটে। ওষুধের দোকানদার জানালেন, গ্রামের ছেলেরা গোয়া, কেরল, দিল্লি থেকে ঘরে ফিরলেই পেইন কিলারের বিক্রি বেড়ে যায়। তবে শীতকালে সুপর্ণারা কিছুটা স্বস্তি পায়। চাদর, সোয়েটার গায়ে থাকলে মারটা গায়ে লাগে না। ঢালতরোয়ালহীন মেয়েদের বর্ম হয়ে ওঠে অনাত্মীয় সোয়েটার।

সভ্য শহরে চিত্রটা আরও বিচিত্র। অগ্রহায়ণ মাসে এক বিউটি পার্লারের খণ্ডচিত্র। সাজতে এসেছেন তরুণী শিক্ষক। যত টাকা লাগে দেব। দাগটা মিশিয়ে দাও। সেদিন কোনও প্রসাধনী গলায় চেপে বসা পাঁচ আঙুলের দাগটা তুলতে পারেনি। শেষে কিছু জাঙ্ক জুয়েলারি দিয়ে একরাতের আড়াল তৈরি করেছিলেন পার্লার গার্ল।

এ আবডালের ছবি সবখানে। যন্ত্রণা লুকোনোর মেকআপ বক্স নিয়ে সংসার করছেন ভদ্রঘরের মেয়েরা। মাথা নীচু করে বলছেন, সুখে আছি স্যর। সন্তান কাকে বাবা বলবে বলুন? তিনতলার প্রোটেকশন অফিসারের কাছে এটাই ছিল এক সরকারি মহিলা আধিকারিকের স্বীকারোক্তি।

এটিএমের পিন, সব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস দিলেও মার বন্ধ করেনি পুরুষ। ছিটকিনি তুলে পাশের ঘরে ত্রাসে, নির্বাসনে দিন কাটান রমণীরা। জীবনবল্লভের মারের ভয়। ক'দিন আগেই সৌদি আরবের এক ভিডিও ভাইরাল হল। মিলিয়ন ভিউ পেল। এক আরবিয়ান থেরাপিস্ট শেখাচ্ছেন, কীভাবে বৌ পেটাতে হয়।

পৃথিবীর প্রবীণতম ভাইরাস নারী নির্যাতন। এ অনাচারেও সম্মতির সিলমোহর দিয়েছেন মেয়েরা। শেষবার জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষায় ৫২% মহিলা বলেছিলেন বর মেরেছে বেশ করেছে। আর ৪২% পুরুষ বলেছিলেন, বৌকে এটুকু শাসন করতেই হয়। মহিলাদের ৮০.৯% বলেছিলেন, মার খেয়েছি দুঃখ নেই। ৭৭.৪% পুরুষ বলেছিলেন ওসব হয়েই থাকে। বরের মারপিট মেনে গতবার সর্বংসহা সোনার পদক পেয়েছেন তেলেঙ্গানার মেয়েরা। ৮৩.৮% মহিলারা বলেছেন পুরুষের এহেন আচরণ যথার্থ।

(লেখক বালুরঘাটের প্রবন্ধকার)

বিন্দু বিসর্গ

সামনেই ভোট, তাই নেতারা সব তুলে নিয়ে গেছেন। –অভি

আলোচিত

লিভ ইন সম্পর্ক সমাজের সবচেয়ে ভয়ংকর অসুখ। এর বিরুদ্ধে আইন আনা উচিত। দেশে বিস্তীর্ণ অংশের প্রেমঘটিত বিয়ে এক গোত্রে হয় না। তাই সংঘাত তৈরি হয়। অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। প্রেমের বিয়ে বেশি হওয়ায় ডিভোর্স বেশি হচ্ছে।

–ধরমবীর সিং
(হরিয়ানার বিজেপি সাংসদ)

আজ

১৯৩০ সালে আজকের দিনে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অত্যাচারী কারা বিভাগের আইজি সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন। বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করেন। দীনেশের ফাঁসি হয়। তাঁদের স্মরণে ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম করা হয়েছিল বি-বা-দী বাগ।

ভাইরাল

পথশিশুদের পাঁচতারা হোটেলে খাওয়ার স্বপ্ন অলীক কল্পনা। সেই স্বপ্নপূরণ করালেন এক ব্যক্তি। ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল তাঁর গাড়ি। গাড়ির কাচ মুছে টাকা চাইল জনাচারেক শিশু। টাকার পরিবর্তে পাঁচতারা হোটেলে নিয়ে যান নিজের গাড়িতে। সেখানে তাদের পেটভরে খাওয়ালেন। নিজে পরিবেশনও করলেন। ভিডিও ভাইরাল হতেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটদুনিয়া।

জনমত

প্রকাশিত লেখায় অসম্পূর্ণ তথ্য

৬ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত ভগীরথ মিশ্রর লেখা 'মধুপর্ণী, হিতেন নাগ এবং এক জাদু ভূখণ্ড উত্তরবঙ্গ' দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই লেখায় ভগীরথবাবু তাঁর লেখক জীবনের উত্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বালুরঘাটের কথা উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেই উল্লেখের মধ্যে কেমন যেন দারিদ্র্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি সেই সময়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মালদা থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার কথা বলেছেন, কিন্তু একবারও 'মধুপর্ণী' ছাড়া বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত 'বালুরঘাট বার্তা', বা 'দধীচি' বা অন্য কোনও পত্রিকার নাম উল্লেখ করেননি।

একটি জায়গায় তো বেশ অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে অখ্যাত গল্পকারের উল্লেখে। যেখানে তিনি মধ্যাহ্নভোজের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের নাম করেছেন। কিন্তু বালুরঘাটের সেই অখ্যাত গল্পকার যার জন্য এত সব নক্ষত্রের আগমন, ভগীরথ মিশ্র একবারও কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করলেন না। বিষয়টি আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগল। প্রবন্ধের শেষে বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এবং পীযূষ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ থাকলেও সেসময় তিনি যাঁদের সঙ্গে 'মধুপর্ণী' করতেন তাঁদের কারও কারও নাম উল্লেখ করতেই পারতেন।

সুখময় ব্রহ্মচারী
গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

অভাবের সংসারে ভোটের গল্প মূল্যহীন

শীতের সকালে ফুটপাথের চায়ের দোকানে চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনলাম, দেশের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা। বসে থাকা সাধারণ মানুষজনের দূর দিল্লির খবর নিয়ে অনেকটা ব্যস্ততাও খানিকটা পরখ করলাম। তাঁরা হয়তো আশা করেন, তোমরা কে কোন মসনদে আছ, ভালো থাকো। শুধু সাধারণদের নিয়ে যদি একটু আলাদা করে কিছু ভাবো।

জিএসটি থেকে শুরু করে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে প্রতিদিনের বাজারটা আজও সাধারণের নাগালের বাইরে। উনুন সরিয়ে অনেক আশার রান্নার গ্যাসও আজ বলে, আমি তোদের কাছে বেমানান। ওষুধের দোকানে গেলে মনে হয়, পয়সার অভাবে মরে না যাই! প্রান্তিক সাধারণ মানুষ বাইরে থাকা সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনেক কষ্ট করে কেনেন একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন, সেটাও রিচার্জের অভাবে এখন বেশিরভাগ সময়ই পড়ে থাকে। ভোট আসে ভোট দিই এবং আশা করি, এবার হয়তো উপরওয়ালারা আমাদের মতো সাধারণদের নিয়ে আলাদা কিছু ভাববেন।

আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষ। ভোটের অধিকারে রাজনীতিটা না বুঝলেও স্বার্থের গন্ধটা পাই– এবার যদি আমাদের মনকে বোঝার কোনও প্রকৃত লোক পাই। ২০২৪ সালের লক্ষ্যে কোন ভোট সেমিফাইনাল আর কোন ভোট ফাইনাল– অন্যদের গল্প শুনে আমাদের অভাবের সংসারে লাভই বা কী! আমরা খুঁজি তাকে, যে আমাদের নিয়ে ভাববে।

নির্ঝর দত্ত
জটেশ্বর, ফালাকাটা।

সেবকে দ্রুত দ্বিতীয় ব্রিজ চাই

বিগত ১০ বছর ধরে তরাই-ডুয়ার্সের সর্বস্তরের মানুষ সেবকে দ্বিতীয় ব্রিজ স্থাপনের জোরালো দাবি জানিয়ে এলেও আজ অবধি এই ব্রিজ নির্মাণের কোনও অগ্রগতি চোখে পড়ছে না। এই নতুন ব্রিজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নেতা-মন্ত্রী সহ সকলেই অবগত হওয়া সত্ত্বেও এই নতুন ব্রিজ নির্মাণ শুরু না হওয়ায় সকলেই হতাশ।

বিগত ৮৪ বছর যাবৎ অজস্র ভার বহন করে পুরোনো করোনেশন ব্রিজটি আজ রুগ্ন, বার্ধক্য দশাপ্রাপ্ত। এতে যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। নতুন ব্রিজ স্থাপন হলে তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে উন্নতির জোয়ার আসা সম্ভব।

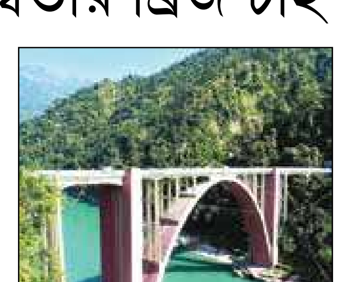

সুতরাং, এই ব্রিজের নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু করার আবেদন রাখছি।

সমীর বিশ্বাস, শিলিগুড়ি।

ধুঁকছে ৫০ বছরের পাঠাগার

১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরস্থিত সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগার এবার ৫০ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। আজ থেকে ৫০ বছর আগে ছোট্ট জনপদ শিবমন্দিরের কিছু সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের উদ্যোগে এই পাঠাগারের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজও সেই পাঠাগার চলছে নিয়মিতভাবে, বিশেষ করে কিছু প্রবীণ সাহিত্যপ্রেমী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। কখনো-সখনো বিশিষ্ট মনীষী, শহিদ ও অন্যদের জীবন, কর্ম, দর্শন নিয়ে আলোচনা সভা হয়। পরিবেশিত হয় গান, নৃত্য, কবিতা পাঠ ইত্যাদি।

একজন প্রবীণ পাঠক হিসেবে পাঠাগারটির পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ অনুরোধ রইল।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

ফাঁকা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িঘড়ি অনুষ্ঠানস্থল বদল

বোস যাওয়ায় ‘সমাবর্তন’ নাটক

কল্যাণী, ৭ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার শেষপর্যন্ত নমো-নমো করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান পালিত হল। রেজিস্ট্রারের বাতিল করা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যান রাজ্যপাল। খাঁখাঁ করা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি পৌঁছালেন তখন নির্ধারিত অডিটোরিয়ামের বাইরে একশ্রেণির কর্মীর বিরোধিতায় অনুষ্ঠানস্থল তড়িঘড়ি পালটানো হল। সেখানেই অস্থায়ী উপাচার্যের পৌরোহিত্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর হওয়া এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছিলেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিক। সকালে রেজিস্ট্রার উপস্থিত থাকলেও রাজ্যপাল আসার আগে তিনি

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেড়ে চলে যান। আচার্য রাজ্যপাল অনুষ্ঠান শুরুর পর স্বাগত ভাষণ দিয়েই বেরিয়ে কলকাতা ফিরে যান। আচার্য রাজ্যপাল এদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু না বললেও বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করেন। তিনি বলেন, ‘কেউ যদি আইন ভাঙার চেষ্টা করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ছাত্রছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন অস্থায়ী উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া অন্যদিকে তৃণমূল প্রভাবিত কর্মীরা জানালেন, অস্থায়ী উপাচার্যের এই অনুষ্ঠান করার অধিকার নেই বলেই তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় রেজিস্ট্রার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানান, বৃহস্পতিবার সমাবর্তন অনুষ্ঠান হচ্ছে না। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া জানিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়েই সমাবর্তন হবে। উপস্থিত থাকবেন আচার্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রথমে এপিজে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে সমাবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকজন কর্মচারীর বিরোধিতায় তা প্রশাসনিক ভবনের অন্দরে বিদ্যাসাগর সভাগৃহে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেখানেও বিক্ষোভ দেখাতে যান কিছু কর্মী, তবে তখন ছাত্রছাত্রীরাই তার প্রতিবাদ করেন।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের বক্তব্য, দীর্ঘ পাঁচবছর কোনও সমাবর্তন হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা, চাকরি, পদোন্নতিতে সমস্যা হচ্ছে। এর আগেও দুজন অস্থায়ী উপাচার্যের আমলে সমাবর্তন হয়েছে। তখন কোনও সমস্যা হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। অসম থেকে আসা এক গবেষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই নোংরা রাজনীতি বন্ধ করা হোক।’

বিক্ষোভরত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থীদের দাবি, অস্থায়ী উপাচার্যের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। আগে সুপ্রিম কোর্টের রায় বার হোক, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করে তারপর উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমতি নিয়ে সমাবর্তন হোক। এদিন ৬২৯ জন গবেষককে পিএইচডি উপাধি দেওয়া হয়। মেডেল পান ১২৬ জন।

সার নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : ২০১১ সালে এই রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কৃষকদের আয় আগের থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার সার নিয়ে বঞ্চনা করছে। তিনি বলেন, ‘দিল্লির কাছ থেকে ৫.৭৩ লক্ষ টন সার চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৭৫ হাজার টন সার পাওয়া গিয়েছে।’

এদিন কৃষিমন্ত্রীর কাছে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কৃষকের সংখ্যা, কৃষকবন্ধু ভাতা ও কৃষি পেনশন প্রাপকের সংখ্যা জানতে চান। জবাবে মন্ত্রী জানান, ওই জেলায় ৭.৭৫ লক্ষ কৃষকের মধ্যে ৭.৩২ লক্ষ কৃষক কৃষকবন্ধু ভাতা পাচ্ছেন। এইসময় বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি এই রাজ্যে সার নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ তোলেন। তাঁর অভিযোগ অস্বীকার করে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের দপ্তর এই ব্যাপারে কড়া নজর রেখেছে।’

অধ্যক্ষের দেওয়া পেয়ারা ফেরত দিলেন শুভেন্দুরা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : সম্পর্ক এমনই তিক্ত হয়েছে যে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া পেয়ারাও খেতে চাইলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা।

বিমানবাবু দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের বিধায়ক। বারুইপুরের পেয়ারার নাম জগৎজোড়া। বৃহস্পতিবার বিমানবাবু ছোট ছোট ব্যাগে পেয়ারা ভর্তি করে নিয়ে এসেছিলেন। শীতের দুপুরে বিধানসভার মধ্যেই নুন দিয়ে ডাসা পেয়ারা খেতে শুরু করেন তৃণমূল বিধায়করা। কিন্তু অধ্যক্ষের সচিবালয়ের কর্মীরা বিজেপি বিধায়কদের ওই পেয়ারা দিতে গেলে তাঁরা নিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। তাই এই ফল তাঁদের গলা দিয়ে নামবে না। অধ্যক্ষ এই নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ঘরোয়া আলোচনায় তিনি বলেছেন, ‘এর মধ্যেও যদি রাজনীতি খোঁজেন, তাহলে কিছু করার থাকে না।’

প্রয়াত শিক্ষকের ফ্ল্যাটে ইডি’র হানা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের এক প্রয়াত শিক্ষকের কলকাতার বরানগরের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাল ইডি। ওই ফ্ল্যাট থেকে বেশকিছু নথি তদন্তকারীরা উদ্ধার করেছেন। এদিন প্রায় ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় তদন্তকারীরা ওই ফ্ল্যাটে ছিলেন। ওই শিক্ষকের স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা রয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি।

ইডি সূত্রে খবর, শুভ্রাংশু মৈত্র নামে ওই শিক্ষক উত্তরবঙ্গের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বছরখানেক আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তার ওপর স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এত টাকা কী করে এল তা নিয়েও সন্দেহে রয়েছেন তদন্তকারীরা। এদিন তাঁর স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা। তদন্তকারী সংস্থার মতে, নিয়োগ দুর্নীতিতে বিপুল আর্থিক লেনদেন হয়েছিল। সেই টাকা ঘুরপথে অনেকের কাছে পৌঁছেছিল। ওই টাকা এই শিক্ষকের স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল কিনা তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

বাবুল সুপ্রিয় ও ইন্দ্রনীল সেন-দুই মন্ত্রীর তিক্ততা মেটালেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার বিধানসভায়।

রাজ্য ভর্ৎসিত, স্বস্তিতে বিজেপি বিধায়করা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগীত অবমাননা মামলার তদন্তে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের রায়ে আপাতত স্বস্তিতে বিজেপি বিধায়করা। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে। এদিনও আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য।

ঘটনার সূত্রপাত ২৯ নভেম্বর। তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচি চলাকালীন বিজেপি বিধায়করাও সেদিন বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। ধর্না চলাকালীন তৃণমূল সদস্যরা জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করেন। তৃণমূলের অভিযোগ, জাতীয় সংগীত চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন। এতে জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হেয়ার স্ট্রিট থানায় ১১ জন বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। লালবাজারে বিজেপি বিধায়কদের হাজিরা দিতে বলা হয়। গত সোমবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

এদিন শুনানিতে গত বুধবারের বিধানসভার ফুটেজ দেখেন বিচারপতি। রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘এই ফুটেজে শুধুমাত্র একপক্ষের জমায়েত দেখা যাচ্ছে। অপর পক্ষকে দেখা না গেলে জাতীয় সংগীতের সময় স্লোগান দেওয়া হয়েছিল তা কীভাবে বোঝা যাবে?’ রাজ্যের আইনজীবী কিশোর দত্ত

জাতীয় সংগীত অবমাননার মামলা

জানান, আরেকটি ফুটেজ অন্য ক্যামেরায় আছে। এরপর বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘অভিযোগের পক্ষে প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ দেখা যাচ্ছে না।’

বিজেপির আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার সওয়াল করেন, প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না চলছিল। এরপর বিজেপি স্লোগান দেওয়া শুরু করে। তারপর বিজেপি বিধায়করা বিধানসভার রাস্তা অবরোধ করেন বলে অভিযোগ। সবশেষে জাতীয় সংগীত শুরু হয়। সেখানে যে জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে তা আগাম জানানো হয়নি। রাজ্যের আইনজীবী অবশ্য জানান, জাতীয় সংগীত শুরুর আগে লাউডস্পিকারে তা জানানো হয়েছিল। বিচারপতি তখন ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন, ‘হঠাৎ করে যদি কোথাও জাতীয় সংগীত শুরু হয় এবং পাশের বাড়িতে যদি কোনও বয়স্ক মানুষ শুয়ে থাকেন, তিনি কি লাফ দিয়ে তখন উঠে দাঁড়াবেন?’

রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, ‘জাতীয় সংগীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়েই গাইতে হয়।’ রাজ্যকে সতর্ক করে বিচারপতি বলেন, জাতীয় সংগীত অসৎ উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়েছিল কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

রাজ্যের ভূমিকায় বিচারপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘হলফনামা জমা দেওয়ার পর মামলাটি শোনা হতে পারত। কিন্তু রাজ্যের তা জমা দেওয়ার সময় নেই। এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সব ছেড়ে এটা আগে শুনানি করতে হবে? খুন, ধর্ষণের মতো মামলা ছেড়ে দিনভর শুধু তাহলে এই মামলা চলুক।’ শেষে বিচারপতি মামলার তদন্তে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ান।

টেট-এর জন্য অতিরিক্ত বাস

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যে প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা। ওইদিনই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতে পৌঁছোতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত বাস নামাতে পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দিল নবান্ন।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে এই নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কথা হয়েছে। সেখানেই অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, গীতাপাঠের অনুষ্ঠানস্থলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে লোক আসবেন। তাঁদের যাতায়াতের জন্য রুট থেকে বেসরকারি বাস তুলে নেওয়া হতে পারে। সেই ঘাটতি মেটাতেই অতিরিক্ত সরকারি বাস চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওইদিন রেল কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত লোকাল ট্রেন ও মেট্রো চালাতেও অনুরোধ জানিয়েছে রাজ্য।

বৃহস্পতিবার এই নিয়ে নবান্নে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও স্কুলশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এবার ৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী টেট পরীক্ষা দেবেন। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘টেট পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য আমরা অতিরিক্ত বাস চালাব। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ও ডব্লিউবিটিসি অতিরিক্ত বাস চালাবে। সেইমতো আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি।’

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬২৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৪১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৪২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

গিরিরাজের মন্তব্যে উত্তাল বিধানসভা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের ‘ঠুমকা’ মন্তব্যের বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ দিল্লির সংসদ চত্বর থেকে রাজ্য বিধানসভায় আছড়ে পড়ল। এদিন কলকাতার হাজরা মোড়ে এই ইস্যুতে প্রতিবাদ জানায় মহিলা তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে সংসদ চত্বরে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এদিন বেলা বাড়তেই তৃণমূলের এই প্রতিবাদের আঁচ এসে পড়ে রাজ্য বিধানসভায়। এই ইস্যুতে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়।

বিধানসভার শাসকদল তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ‘ঠুমকা’ বলে যে মন্তব্য করেছেন তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে চরম অসম্মানজনক। নারীদের প্রতি বারবার বিজেপির এই অপমান কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এই মন্তব্য করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে

‘ঠুমকা’-র বিরুদ্ধে রাস্তায় তৃণমূল।

বলে দাবি তোলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর এই দাবির পরই পালটা প্রতিবাদ করে হইচই শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। সরকার ও বিরোধীপক্ষের এই তর্জায় সরগরম হয়ে ওঠে সভাকক্ষ।

জিরো আওয়ারে এই প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা দাবি করেন, বারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এভাবে অপমান-অসম্মান করেন। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। নারীদের প্রতি এই অসম্মান ও অপমানের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে ক্ষমা চাইতে হবে। মন্ত্রীকে সমর্থন করে শাসকপক্ষের অন্যান্য বিধায়করাও এই দাবি নিয়ে চ্যাঁচাতে থাকেন। পালটা দাঁড়িয়ে পড়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন।

তবে গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের মধ্যে কোনও অনৈতিক কিছু দেখছেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি। রাজ্যে যখন দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে তখন এই ধরনের ইস্যু তৈরি করে মানুষের অভাব-অভিযোগগুলি আড়াল করার চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এটাই বলতে চেয়েছেন।’

বিধানসভায় তৃণমূলের প্রতিবাদের ঢেউ কলকাতার রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে বেলা গড়াতেই। হাজরা মোড়ে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজার নেতৃত্বে এই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখান। মাথায় কালো ফেট্টি, বুকে বিজেপি বিরোধী প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ জানান। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজা মহিলা কর্মীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নেচে, গান গেয়ে প্রতিবাদ করেন। চন্দ্রিমাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সরাসরি এই মন্তব্য করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে ক্ষমা চাইতে হবে।

কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস পুনরায় চালু

১৩১৪৯/১৩১৫০ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার জং-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস যেটি চাতরা এবং মুরারই স্টেশনের মধ্যে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বাতিল ছিল সেটি এখন নিম্নলিখিতমতো পরিবর্তিত পথে চলবেঃ ১৩১৪৯/১৩১৫০ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার জং-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩) পথ পরিবর্তন করে নৈহাটি-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গীপুর রোডে থামবে। অন্যান্য ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter
G20

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER
S.E., NBDD, invites online e-Tender eNIT-83/2023-24(Sl- 01 & 02) for Improvement of different roads under Darjeeling district seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/- Superintending Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T24805(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD 2nd CORRIGENDUM NOTICE
SE, NBHC P.W. (Roads) Dte.
It is for general information to the intending tenderer of e-NIT No. 53 of 2023-24 that the closing date for dropping of tender has been extended upto 15.12.2023 & Technical bid opening will be on 18.12.2023. Tender Id:- 2023_SH_594240_1. Details of same may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF WB ICA-T24841(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WB QUOTATION NOTICE
NIQ is invited by the EE/APD/SS/PWDte. for the work of Hiring of 01 (one) no. Inspection Vehicle [Bolero Neo/ Scorpio/ Maxi Cab] with Diesel Engine for official use of the Executive Engineer, Alipurduar Division, Social Sector, P.W. Directorate on monthly hire basis vide NIQ No: 06 of 2023-24 of EE/APD/SS/PWDte. Last date for application with all documents of Quotation on 18.12.2023 upto 2.00 pm and drop the same in a sealed envelope on 22.12.2023 by 2.00 pm. Corrigendum if any will be published in website only. Intending bidders are requested to visit the website : http://etender.wb.nic.in, http://wbtender.gov.in and this office notice board. Sd/- EE/APD/SS/PWD.
ICA-T24847(1)/2023

বিক্রয়

শিবমন্দির চাউমিন মোড়ে দোকান বিক্রয় হবে। M : 7029061038. (C/108399)

•

ঠাকুরনগর, অনুকূল ঠাকুর আশ্রমের কাছে পাকা রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রয়। মূল্য আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 97490-58328, 95474-54619. (C/108502)

সভা-সমিতি

আগামী ১০/১২/২০২৩ বেলা ১২টায় তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সকল প্রাক্তনীদের আহ্বান করা হচ্ছে। আহ্বায়ক : প্ল্যাটিনাম জুবিলি কমিটি। (C/112819)

জ্যোতিষ

উঃবঃ যে কোনও জ্যোতিষীর সঙ্গে চ্যালেঞ্জে বিচার, প্রতিকার-প্রঃ বিশ্বভৃগু (চক্রবর্তী)। ধনী হবেন? শত্রুকে জব্দ? সঠিক বশীকরণ, নেশা মুক্তি, জমি বিক্রি? রায়গঞ্জ 10,11, মালদা 12, 13. (M) 9875498291. (C/108502)

চিকিৎসা

Dr. Arijit Bishnu, DM
ONCO-Haematologist will be available at OPD in Anandaloke Multispeciality Hospital, Siliguri on 10/12/2023, Sunday from 9:30 am to 12 pm & 2:30 pm to 6 pm. (M) :- 9800600400

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ডে নাম ভুল আছে। গত ৮/১২/২০২২ তারিখে E.M. কোর্টে জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম প্রদীপ সরকার করা হল। রবি সরকার ও প্রদীপ সরকার এক ব্যক্তি। (C/107964)

•

আমি শ্রী অমর মোচারী, পিতা-সুরেন মোচারী, গ্রাম ও পো: সিধাবাড়ি, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আজ ০৭/১২/২০২৩ থেকে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট করে আমি খ্রিস্টান ধর্মমত পরিবর্তন করে হিন্দু ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলাম। এখন থেকে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করব। (C/108117)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB/63-20100873637) বাবার নাম জিতেন্দ্র মহন্ত থাকায় ৫.১২.২৩ দিনহাটা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে জিতেশ মহন্ত হইল। সুধীর মহন্ত, সাং- খারিজা বালাডাঙ্গা। (S/M)

কর্মখালি

Swift Desizre গাড়ি চালানোর জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই শিলিগুড়ির হাকিমপাড়াতে। M : 9641618231. (C/108501)

•

Required Sales Person (M/F) 12th Passed & Service Person (M) for showroom Walk in Interview. M -8617552970/9474570256. Add : N.N. Road, Ward-6, Near Uttam Hotel, Cob. (C/107368)

•

শিলিগুড়ি এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কমপক্ষে ১০০ জন সিকিউরিটি গার্ড/সুপারভাইজার অতিসত্বর প্রয়োজন। বেতন - 10,000/13,000 (P.F+E.S.I.C)। শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক/এক্স-সার্ভিসম্যান। যোগাযোগ - 9233403065/9821660911/9064051617. (C/108408)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ ও কাল (UPTO 1 PM) শিলিগুড়ি হোটেল মেয়র, সেবক রোড
9 10 11 DEC. জলপাইগুড়ি হোটেল ভেলা প্রিতম
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.- 528/P.S, dated-07/12/2023 of Block Dev. officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **19/12/2023.** The details of eNIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of west Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/
Executive Officer

CORRIGENDUM NOTICE
NIT No. 51 of 2023-24 for SL 8, 9, 10, 11 & 12
Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-51 of 2023-24 for SL 8, 9, 10, 11 & 12 closing date extended upto 13/12/2023 at 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NOTICE INVITING e-TENDER of N.I.e.T. No. WB/APD/KMG/BDO-ET/14/2023-24 (2nd Call), Dt-06/12/2023, Last date and time for bid submission 27/12/2023 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
&
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

e-TENDER NOTICE
Office of the Kanturka Gram Panchayat Under Habibpur Dev. Block, Malda
Notice inviting e-Tender Bonafied Contractor / Supplier are requested to visit GP office www.wbtenders.gov.in for details. **1. NIT No : e-NIT/06/KGP/2023 Dtd-05/12/2023, Memo no - 268/e-KGP/23-24, Dated - 5/12/23**
Sd/-
Prodhan
Kanturka Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি/ইলে/০৬/২৩-২৪ আরটি-১, তারিখ: ০৫-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং: এপি/ইলে/০৬/২৩-২৪ আরটি-১; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - ০৩ বছরের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পকরণ এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৬৬,২৬,৮০৭.৩০ টাকা; বায়না মূল্য: ১,৩২,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৯-১২-২০২৩ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানতে এবং অনলাইন দরপত্র জমা দিতে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (ইলেক্ট্রি.) (জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

NOTICE INVITING E-TENDER & CORRIGENDUM
Tender for e-N.I.T. No. 26 to 28/EO/23-24 dated: 04/12/23, 05/12/23 & 06/12/23 of EO (15TH FC/UNTIED & TIED & UNTIED) is invited by the undersigned. Last date of bid submission is 19/12/2023 & 14/12/23 & 22/12/23 up to 11:00 A.M & 6:55 PM respectively The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar-II PS
Pundibari, Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
2nd Call
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
On behalf of the Hon'ble Governor, Govt. of West Bengal, the following e-tenders are invited from the eligible Transport Agencies/Vendors as follows:- NIT No. 25/WBFS/Hiring of Bus for N.B. Educational Tour/2023-24 (2nd Call), NIT No. 26/Hiring of Vehicle for NB & Hills Zone/2023-24 (2nd Call) & NIT No. 27/WBFS/Procurement of Uniform Articles/Kits/2023-24 (2nd Call) a) Total no. of works: 03 (three) nos. b) Approx. value of work: Rate to be quoted by intending Bidders item wise against each separate bid c) Bid submission starts: 08/12/2023 from 2:00 p.m. onwards d) Last date of Bid submission: 15/12/2023 upto 5:00 p.m. e) Name of website: https://wbtenders.gov.in Details of work and other terms and conditions can be seen in said website and office notice board of West Bengal Forest School, Dow-Hill, Kurseong, PIN 734204
Sd/- Director, West Bengal Forest School, Dow-Hill ICA-T24884(3)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D. e-QUOTATION NOTICE
NIQ No.: 09/Q/JED of 2023-24. The last date for submission of tender 06-12-2023 at 04:00 P.M. All details can be seen from the website - https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/-S.THAKUR. EE/JED/JALPAIGURI.
ICA-T24857(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER
E.E., NBDD, invites online e-Tender eNIT-64(SI-03)/2023-24(2nd Call) for Improvement of Road no. 2 & 3 and connection road of 1, 2 & 3 at Shaktigarh, Ward no. 31 under SMC in the district of Jalpaiguri seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T24806(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
On behalf of the Governor of West Bengal, E-Tender/Tenders are invited by the CMOH, Dakshin Dinajpur for following e-tender: 1. E-Tender No. DHFWS/Ambulance_Driver/2321 dated 05.12.2023 to provide outsourced Drivers for Ambulance. from resourceful, eligible agency having experience in similar nature of works. Bid Submission Closing Date: 13.12.2023 at 15.00 hrs. For Detail (e-tender), Please visit the website www.wbtenders.gov.in. For other tenders: www.wbhealth.gov.in and Office of the Undersigned. Sd/- CMOH, D/Dinajpur ICA-T24875(2)/2023

২০২৪-এর জানুয়ারি মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
২০২৪-এর জানুয়ারি মাসের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশন অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য ০৫/০১/২০২৪, ১৮/০১/২০২৪ এবং ৩১/০১/২০২৪ তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।
আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
সিনি. ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Notice
eNIT NO:- 03/WBSRDA/DD/MNTC/2023-24(1st Call), Dated: 07.12.2023
OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, DAKSHIN DINAJPUR DIVISION
Vide Memo No. 570\WBSRDA\DD Dated: 07.12.2023
(E-Procurement)
Details of eNIT NO : 03\WBSRDA\DD\2023-24 (1st Call), Dated: 07.12.2023 may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain – ‘PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT||WBSRDA||DAKSHIN DINAJPUR DIVISION’)
Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করা
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (বাণিজ্য), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ধূপগুড়ি স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে (জিএমইউ) ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা" করার হেতু আহার এবং ক্যাটারিং সেবা যোগানদাতাগণ থেকে প্রতিযোগিতামূলক, সিঙ্গল স্টেজ টু-প্যাকেট সিস্টেমের আধারে ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রম সংখ্যা.	টেণ্ডার নোটিস নং.	সংরক্ষিত রাশি	বায়না রাশি
১	৬৮-সি-সিভি-টিএস-৪-ডিকিউজি-পিএফ-১-এ	২,৬১,৪০১/- টাকা	২৭,২০০/- টাকা

টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং সেই একই ২৮-১২-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টার পরে খোলা হবে। টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CINEMA সিনেমা
SILIGURI (A.C)

10.45AM & 1.15PM 4.00PM & 7.30PM
Now Showing at BISWADEEP
ANIMAL
(2 SHOWS DAILY)
Xing : Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna
Time : 1.00, 4.30 P.M

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাসপাতালে জয়া-জননী

জয়া বচ্চন তথা জয়া ভাদুড়ির মা ইন্দিরা ভাদুড়িকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। ৯৩ বছর বয়স্ক ইন্দিরা দেবীকে ভর্তি করা হয়েছে অনিয়মিত হৃৎস্পন্দনের জন্য। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্দিরা দেবীর পেসমেকার বসানো হবে।

ওরি-লিভার

২৪ বছর বয়সেই বিখ্যাত। তাঁর আয়ের পরিমাণ শুনলে চোখ কপালে উঠবে। তার উৎস শুনলে আরও। স্বয়ং সলমন খানও বিস্মিত। বলিউডের তারকারা তাঁর বন্ধু। ফিল্মি পার্টিতে তাঁর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। তাঁদের সঙ্গে ছবি তুলেই লাখ-লাখ টাকা রোজগার তাঁর। এই অস্ত্রেই তিনি বিগ বস-এর অতিথি। কে তিনি? শবরী চক্রবর্তী

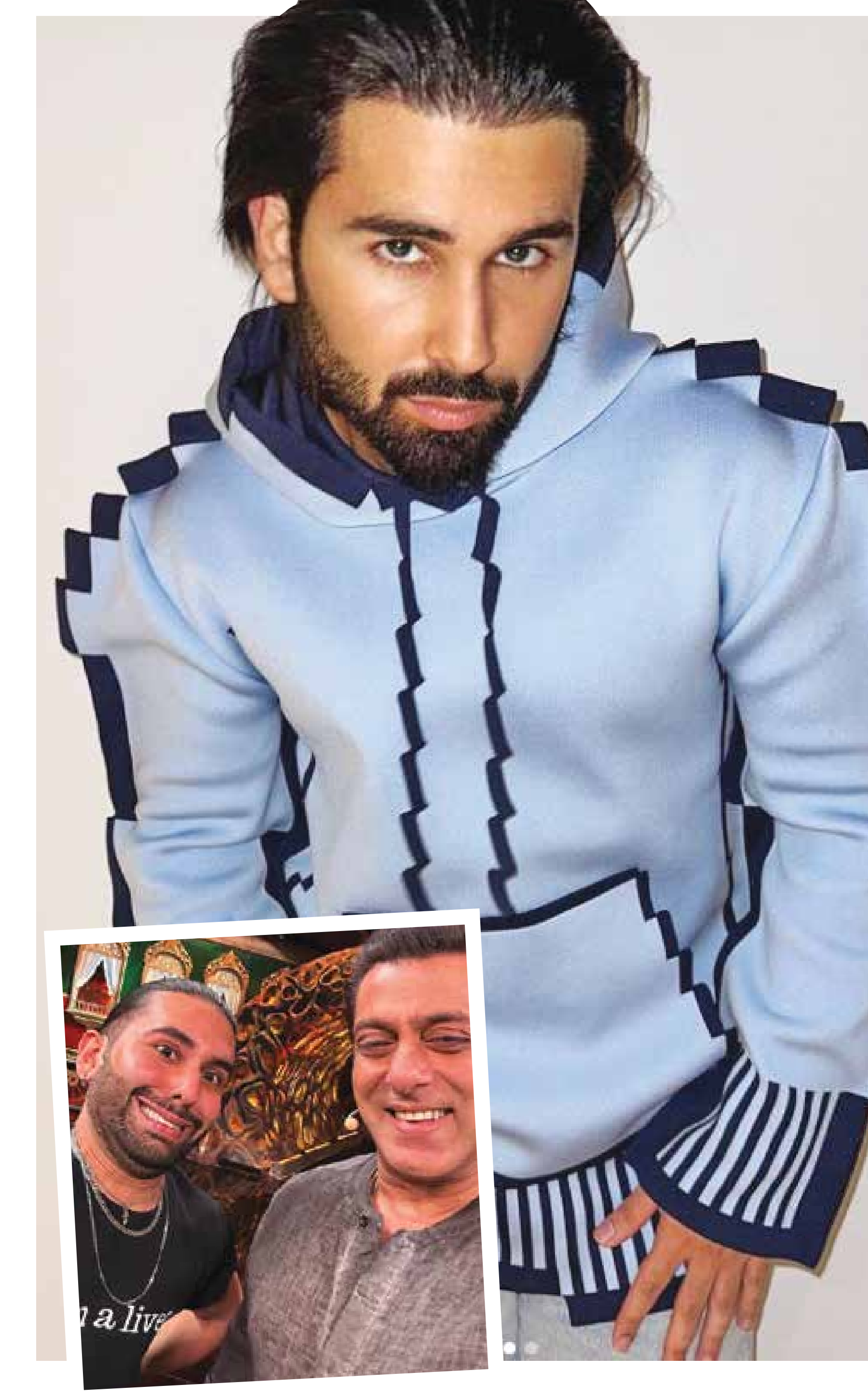

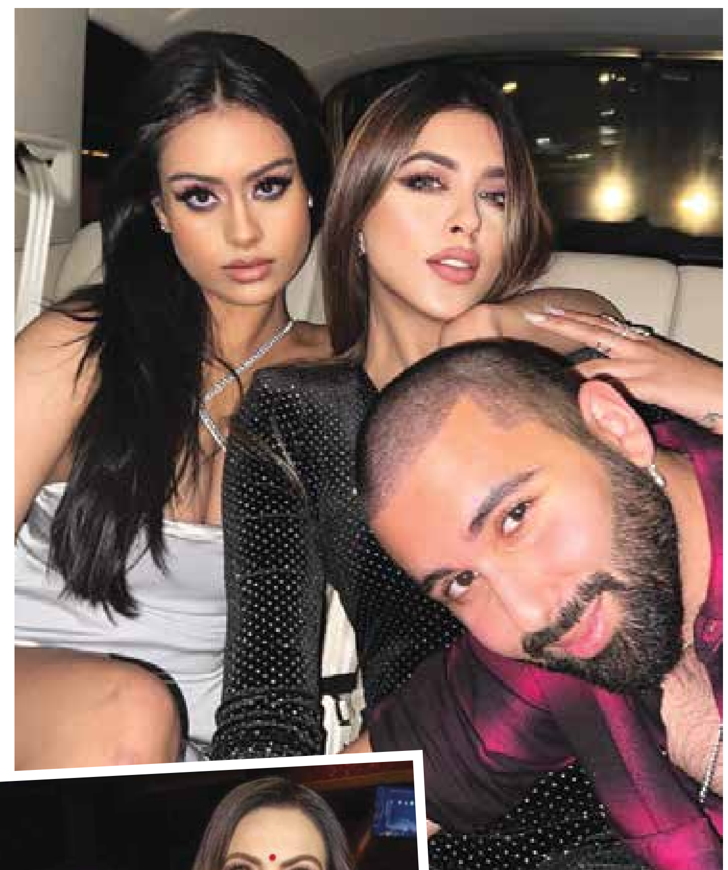

ওরহান আওত্রামণিই কি খ্যাতির নতুন নাম? তাঁর মতো করেই কি আগামী প্রজন্ম খ্যাতিমান হবার কথা ভাববে?

এই ওরহান নামটা পড়ে কিছু বোঝা যাবে না। কিন্তু 'ওরি' বললে সকলে চিনবে। নেটমহলের পরিচিত, বলিউডের পরিচিত, বিগ বস-এর পরিচিত এবং এখন আরও পরিচিত তাঁর রোজগার করার পন্থায়। মানুষ বিস্মিত—এভাবেও সম্ভব? তিনি তো করেনই এবং তিনি চান পরের প্রজন্ম এভাবেই করুক। কী সেই পন্থা? তিনি বলিউডের পার্টি বা এরকমই নানা ইভেন্টে হাজির থাকেন, তাঁকে রীতিমতো নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সেলেবদের সঙ্গে 'সেলফি' তোলেন এবং তা পোস্ট করেন। একেকটি ছবির জন্য তিনি নাকি ২০-৩০ লাখ টাকা রোজগার করেন।

এমন কথা শুনে বিস্মিত সলমন খান নিজেকেই নিজে বলেছেন, সলমন কিছু শেখ। দুনিয়া কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে!

সলমনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে বিগ বস-এর চলতি সিজনে। ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছিলেন ওরি। সেখানে দিন তিনেক ছিলেন। সেখানেও রাজা-রাজড়াদের মতো হাবভাব দেখিয়েছেন--'আমার ব্যাগ কে বইবে', 'আমার জুতো কে খুলবে', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ওরি চান আগামী প্রজন্ম তাঁর মতো করে রোজগার করুক। তিনি বলেছেন, 'আমার এই সেলফি পোস্ট করি সারা দুনিয়ার বাচ্চাদের জন্য। একদিন ওদের মধ্যে থেকে ১০০০ ওরি জন্ম নেবে। আমি ওদের জন্য মঞ্চ তৈরি করছি।' সলমন অবশ্য ওরির এই কথায় তাঁর চেনা ভঙ্গীতে বলেন, 'আমি হিন্দুস্তানের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি'। সে কথা থাক, ওরি তাঁর নিজস্ব নিয়মে জীবনযাপনের পথ তৈরি করেছেন। সেই কারণেই তিনি বিগ বস-এ। তিনি বলিউডি স্টারকিডদের 'বন্ধু', মিডিয়া, পাপারাৎজি, সিনে-তারকাদের সৌজন্যে এখন সেনসেশন।

কে এই ওরি? পুরো নাম ওরহান আওয়াত্রামণি। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের স্পেশাল প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। ফাইন আর্টের ডিগ্রিধারী এই ওরি কমিউনিকেশন ডিজাইনের ওপরও ডিগ্রি নিয়েছেন নিউ ইয়র্কের পারসনস স্কুল অফ ডিজাইন থেকে। ওরি আসলে কী করেন? এই কোটি টাকার প্রশ্নের চেনা উত্তর তিনি দেন না। বলেন, 'সবাই এটাই জানতে চায়। আমি এর উত্তরে সেটাই বলি, যা প্রথম ইন্টারভিউয়ের দিন আমার আজকের বসকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, ম্যাডাম, কৈশোরে এইরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চেয়েছিলাম। আজ আমি অনেক কিছু-- গায়ক, গীতিকার, ফ্যাশন ডিজাইনার, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, স্টাইলিস্ট, এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, শপার এবং শখের ফুটবল প্লেয়ার। আমার মনে হয়, জীবন মানে নিজের স্বপ্নকে উড়তে দেওয়া।'

ইভেন্ট বা পার্টিতে রোজগারের জন্য কী করেন? ওরির উত্তর, 'নাচি, গান গাই-- আমি তেমন একজন যে জীবনে বেঁচে থাকে। আমি রোজগার করার জন্য অনেক কিছু করেছি— ওয়েটারগিরি, অভিনয়, গ্রাফিক ডিজাইন-- তখন আমার কম বয়স ছিল। এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছি।' যদি পার্টিতে যাবার পরও তিনি টাকা না পান, তাহলে? ওরির পেশার আনাচকানাচ দেখেন তাঁর ৫ ম্যানেজার। এর মধ্যে ২ জন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, ১ জন পি আর ম্যানেজার, ১ জন এই সবকিছু দেখাশোনা করেন। একজন ফুড ম্যানেজার ওরির খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা দেখেন।

পার্টিতে পোজ দেওয়ার সূত্রে ওরি বলিউডের পার্টির চেনা মুখ। স্টারকিডস যেমন সারা আলি খান, নাইসা দেবগন, জাহ্নবী কাপুরদের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব। আবার করিনা কপুর খান, দীপিকা পাড়ুকোনদের সঙ্গে তিনি গলা জড়িয়ে ছবি তোলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উত্তর, 'বলিউডের কেউ আমার বন্ধু নয়। যারা আমার বন্ধু, তারা আমার সহকর্মী।'

ওরির রোজগার-এর 'অদ্ভুত' সব পন্থা শুনে সলমন বলেন, 'তুমি কতবার তোমার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছ?' ওরির উত্তর, 'আমি দিনে-রাতে কখনও কার্ড ব্যবহার করি না। স্টারেরা কখনও জিনিসের দাম দেয় না। আমি স্টার। বিলের বদলে ওরা আমার সঙ্গে ছবি তোলে, আমি চলে আসি। ওদের কাছ থেকে আমার সঙ্গে সেলফি তোলার চার্জ নিই না।' বিস্মিত সলমন প্রশ্ন করেন 'কতগুলো ফোন ব্যবহার করো?' ওরির স্মার্ট উত্তর, 'তিনটে। একটা সকালে, একটা দুপুরে, একটা রাতে। তাই কোনও ফোনেরই ব্যাটারি শেষ হয় না।' 'কী করো এত ফোন নিয়ে?' ওরির উত্তর, 'ছবি তুলি। তারপর ভালোভাবে এডিট করে ছবি পোস্ট করে দিই, ব্যস।'

ওরি এখনও সিঙ্গল।

যৌনতা নিয়ে বলিউড তিন ভাগ

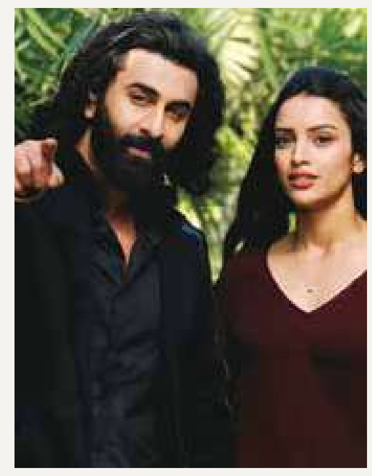

রণবীর কাপুরকে একেবারেই পছন্দ করেন না সলমন খান। এ ঘটনা আজকের নয়, বহুদিন আগে থেকেই দুজনের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। যবে থেকে ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে প্রেম করেছেন রণবীর, সেদিন থেকেই সলমন খানের কুনজরে পড়েছেন তিনি। অবশ্য একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন না ঠিকই, শুধু পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। তাই 'অ্যানিম্যাল' যে সলমন দেখবেন না, সে কথা পরিষ্কার। তাছাড়া অনস্ক্রিনে যে বিষয়গুলো একেবারেই পছন্দ করেন না সলমন, এই ছবিতে সেই ডার্ক সিন, নগ্নতা আর যৌনতার ছড়াছড়ি। তাই পাঁচশো কোটি আয় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই ছবি নিয়ে সলমনের মুখে কুলুপ।

কিন্তু আমির খান চুপ করে থাকেননি। রণবীরের ছবিকে বেশ এক হাত নিয়েছেন তিনি। পরিচালকের ঝুলিতে কাহিনী কম পড়লেই যে যৌনতা আর হিংস্রতার দরজায় কড়া নাড়েন তাঁরা, সে কথা স্পষ্ট জানিয়েছেন। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত এই ছবির তীব্র সমালোচনা করেছেন আমির। যদিও চিত্রনাট্যের খাতিরে 'পি কে' ছবির দৃশ্যে তাঁর নগ্নতা নিয়েও কম আলোচনা হয়নি।

আর শাহরুখ খান? একমাত্র ব্যতিক্রমী খান তিনি। একজন অনুরাগী তাঁকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'ডাঙ্কি' ছবিতে 'স্যাক্স সুক্স' আছে কিনা। তিনি তাঁর বাবাকে নিয়ে এই ছবিটা দেখতে পারেন কিনা!

'অ্যানিম্যাল' নিয়ে একবারও মুখ খোলেননি শাহরুখ। বরং নিজের মেয়ে সুহানার ডেবিউ ছবি 'আর্চিস' আর নিজের আসন্ন ছবি 'ডাঙ্কি'র প্রচারে বেজায় ব্যস্ত শাহরুখ। এর মধ্যেই ডিজিটাল দুনিয়ায় কোনও ভক্তের এমন একটা প্রশ্ন পেয়ে সহজাত রসিকতার লোভটা ছাড়তে পারলেন না শাহরুখ। সেই প্রশ্নের উত্তরে লিখলেন—'স্যাক্স সুক্স বলতে কী বোঝাচ্ছ জানি না। তবে এই ছবির টিকিটে ট্যাক্স টুক্স থাকবে কিন্তু। তোমার বাবার থেকে সেই পয়সাটা নিতে ভুলো না কিন্তু।'

মিঠুনে মুগ্ধ মহেশ, শর্মিলা

'কাবুলিওয়ালা'র ট্রেলার দেখেই এই ঘটনা ঘটেছে। সুমন ঘোষ পরিচালিত ছবি কাবুলিওয়ালার ট্রেলার বেরিয়েছে সোমবার। মুক্তি পাবে ২১ ডিসেম্বর, বড়দিনের মরশুমে। নামভূমিকায় মিঠুন চক্রবর্তী। মিনির চরিত্রে অনুমেঘা কাহালি। ট্রেলার দেখে ইতিমধ্যে দর্শক রোমাঞ্চিত।

আবারও একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকালীন গল্প কাবুলিওয়ালা পর্দায় আসছে। দর্শকদের সঙ্গে মিঠুন ও অনুমেঘার অভিনয়ে মুগ্ধ শর্মিলা ঠাকুর, মহেশ ভাট। ১৯৫৭ সালে তপন সিনহা পরিচালিত প্রথম কাবুলিওয়ালা-তে নামভূমিকায় ছিলেন ছবি বিশ্বাস। মিনির চরিত্রে দেখা গিয়েছিল শর্মিলার বোন টিংকু ঠাকুরকে। সেই প্রসঙ্গ টেনে শর্মিলা বলেছেন, 'ভীষণ ভালো লাগল। মিঠুন তো বরাবরের মতোই দারুণ। সিনেমার ফ্রেম, ল্যান্ডস্কেপ, মিউজিক সবই দুর্দান্ত। পুরোনো কাবুলিওয়ালা-তে ছবি বিশ্বাস অভিনয় করেছিলেন, আর মিনির চরিত্রে ছিল আমার বোন টিংকু। ও তো বাংলা ছবির হার্টথ্রব ছিল। আমার মনে হয়, সুমন আজকের দিনের দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই ছবিটা তৈরি করেছে। টেকনিক্যালি অনেকটাই উন্নত হবে।'

রোমান্সে ফিরছেন শাহরুখ

যতই অ্যাকশনে নাম লেখান না কেন, তিনি আছেন আর রোমান্স নেই—তা কখনও ভাবতেই পারেন না শাহরুখ খান। আর সেটা হতেও দেবেন না তিনি। 'ডাঙ্কি' সিনেমা মুক্তির আগে স্পষ্ট করে দিলেন শাহরুখ নিজে। আজকাল তিনি মাঝে মধ্যেই টুইটারে আস্ক এসআরকে সেশনের আয়োজন করেন। বিশেষ করে তাঁর কোনও ছবি মুক্তির আগে। সেখানেই শাহরুখ তাঁর ভক্তদের মনে থাকা নানা প্রশ্নের জবাব দেন। এদিনও তার অন্যথা হল না। ডাঙ্কি ছবিটি নিয়ে অনেকেরই অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে, এবার সেই সব বিষয়ে ইঙ্গিত দিলেন কিং।

এদিন আস্ক এসআরকে সেশনে কিং খানের এক ভক্ত জিজ্ঞেস করেন, ছবিতে কোনও রোমান্টিক গান আছে কিনা! তাতে রোমান্সের বাদশা যা উত্তর দেন তাতে সকলেরই মন ভরে যায়।

এই প্রশ্নের উত্তরে কিং খান জানান, ছবিতে অবশ্যই রোমান্টিক গান আছে। তাঁর কথায়, 'অবশ্যই আসবে। আমি আছি অথচ রোমান্স থাকবে না তাই কখনও হয়? বিষয়টা তো তাহলে যে হৃদয় আছে, কিন্তু সেটা আর চলছে না।' শাহরুখের এই জবাবে তাঁর ভক্তরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

আর্চিজ প্রিমিয়ারে চাঁদের হাট

স্টারকিডসের ছবি 'দ্য আর্চিজ'-এর প্রিমিয়ার হল মুম্বাইয়ে। নক্ষত্র সমাবেশ লক্ষ করা গেল এই উপলক্ষ্যে। নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারে হল এই প্রিমিয়ার। জোয়া আখতার পরিচালিত এই ছবিতে শাহরুখ- কন্যা সুহানা খান, অমিতাভ বচ্চনের নাতি, শ্বেতা নন্দার ছেলে অগস্ত্য নন্দা, শ্রীদেবীর ছোটমেয়ে খুশি কাপুররা ডেবিউ করলেন। সঙ্গে আছেন বেশ কয়েকজন নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রী। ছবির স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ, গৌরী খান, আরিয়ান, আব্রাম, অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, শ্বেতা, ঐশ্বর্য, অভিষেক, আরাধ্যা, নব্যা নাভেলি নন্দা, কাজল, করণ জোহার এবং আরও অনেকে। ছবি দেখে প্রশংসাও করেছেন অনেকে।

বুম্বা, ঋতুর ৫০

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত দুজনে তাঁদের ৫০তম ছবিটি করছেন। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি 'অযোগ্য'তে ওঁরা আবার জুটি বাঁধছেন। বুধবার এল ছবির লোগো ও ফার্স্ট লুক পোস্টার। দুই অভিনেতার হাত দিয়েই ফার্স্ট লুক প্রকাশিত হল। পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন ঋতু-বুম্বা। তাঁদের সামনে উত্তাল সমুদ্র, ক্যামেরার দিকে তাঁদের পিঠ। ছবির অধিকাংশটাই শুটিং হয়েছে পুরীতে।

ছবির পরিচালক বা অভিনেতারা কেউই ছবির গল্প নিয়ে মুখ খোলেননি। নির্মাতারা খুবই খুশি এই জুটির ৫০তম ছবি তাঁরা করতে পেরেছেন বলে। অযোগ্য ছবিতে প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা ছাড়া আছেন লিলি চক্রবর্তী, অম্বরীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সুরে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। গানে অনুপম রায়, শিলাজিৎ প্রমুখ। ছবির মুক্তি ঠিক কবে, সে বিষয়ে জানা যায়নি।

ববির মৃত্যু, কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা প্রকাশ কৌর

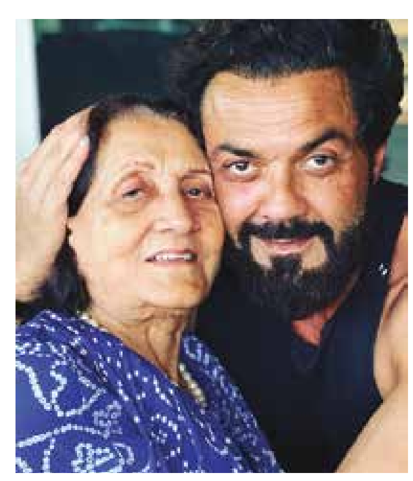

রণবীর কাপুর অভিনীত 'অ্যানিম্যাল' বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে, এটা কোনও নতুন কথা নয়। ইতিমধ্যে ৫০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে ছবিটি। ছবিতে মাত্র ১৫ মিনিটের চরিত্রে এসেছেন ববি দেওল। দর্শক তাঁর অভিনয়ে মোহিত। কিন্তু ছবির শেষে ববি মারা গিয়েছেন।

এই দৃশ্য ববির মা এবং ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী প্রকাশ কৌর সহ্য করতে পারেননি। বাড়িতে অশান্তি করেছেন। কান্নাকাটিও করেছেন। ধর্মেন্দ্রও কষ্ট পেয়েছেন তবে তিনি নিজে অভিনেতা, তাই ছেলের অভিনয়কে অভিনয় হিসেবেই নিয়েছেন। ছেলের অভিনয় তাঁর ভালোও লেগেছে। কিন্তু প্রকাশ কৌর সে দলে পড়েন না। পর্দাতে ছেলে মুখে রক্ত তুলে মরে যাচ্ছে, এটা মানতে পারেননি প্রকাশ। অবষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। ববিকে ডেকে পাঠিয়ে রীতিমতো সকলের সামনে তাঁকে বকাবকি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ববি, আর যেন এমন না হয়। তুমি মরে যাচ্ছ, সেই দৃশ্য মা হয়ে আমাকে আর যেন কোনও দিনও দেখতে না হয়।' ববি মাকে বুঝিয়েছেন, 'মা, এরকম কেন করছ। ওটা তো ছবি আর ওটা তো অভিনয়। বাস্তব নয়। বাস্তবে এই দেখো, তোমার সামনেই বসে আছি।' কিন্তু মায়ের মন কি মানে!

টুকরো খবর

মালবাজারে ওপেন মাইক

মালবাজার, ৭ ডিসেম্বর : মালবাজার শহরে প্রথমবার আয়োজিত হল ওপেন মাইক। বর্তমান সংস্কৃতি জগতে ওপেন মাইক একটি জনপ্রিয় বিষয়। এতে একটি ছোট মঞ্চে শিল্পীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ট্যান্ড আপ কমেডি, আবৃত্তি, গান ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালবাজার উদ্যান লাগোয়া একটি বেসরকারি ভবনে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। এদিন ১৫ জন শিল্পী তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা নামল

মালবাজার, ৭ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃহস্পতিবার কয়েক পশলা বৃষ্টি নামল মালবাজার শহরে। এর ফলে তরতর করে তাপমাত্রা নেমে গিয়ে শহরে জাঁকিয়ে বসল শীতের আমেজ। এমনিতেই বৃহস্পতিবার শহরের একটা বড় অংশের দোকানপাট বন্ধ থাকে। যেগুলি খোলা ছিল, বৃষ্টির জেরে তার বেশিরভাগই সন্ধের মুখে বন্ধ হয়ে যায়। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিন পশ্চিম ডুয়ার্স এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

সংহতি দিবস পালন

চালসা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতার বার্তা নিয়ে বুধবার রাতে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের কাছে গিয়ে তাঁদের সম্মান জানিয়ে সংহতি দিবস পালন করল চালসার তৃণমূল ছাত্র-যুবরা। এবিষয়ে যুব নেতা অভিষেক কুণ্ডু জানান, ৬ ডিসেম্বর তারিখে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। এর ফলে দেশজুড়ে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। তাই ওই দিনটিকে সংহতি দিবস হিসেবে উদযাপন করেন তাঁরা। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সকলকে সহিষ্ণু হয়ে ওঠার আহ্বান জানানো হয় তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক

মালবাজার, ৭ ডিসেম্বর : ছোট গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালবাজার শহরে। জানা গিয়েছে, আহত ব্যক্তির নাম সাধন দাস। তিনি ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এদিন একটি মোটরবাইকে বাড়ি ফেরার সময় পেছন থেকে একটি ছোট গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারলে তিনি ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

মশারি বিতরণ

ময়নাগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর ঃ ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গরুমারা জঙ্গল ঘেঁষা রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি বনবস্তির প্রায় ৩০০ বাসিন্দাকে মশারি বিতরণ করা হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ ওরাওঁ সহ অনেকে। বিডিও জানান, ময়নাগুড়ি ব্লকের সবক'টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

কম্বল বিতরণ

ধূপগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি ব্লকের সোনাখালি বনবস্তি এলাকার প্রায় ১০০ বাসিন্দাকে কম্বল বিতরণ করা হয় আশার আলো ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির সম্পাদক শুভ দে, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম, ধূপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং সহ অনেকে।

বয়স ও ওজনের ভারে নত। বৃহস্পতিবার গজলডোবায়। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে জট কাটল, এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন ম্যানেজার

আজ ফের খুলছে সোনালি বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ ডিসেম্বর : পরিচালকরা হঠাৎ বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায় দিনকয়েক ধরে শ্রমিকরা কাজে আসা বন্ধ করে দেন। ফলে বাগান প্রায় বন্ধই ছিল। এতে সমস্যায় পড়েছিলেন সোনালি চা বাগানের প্রায় তিনশো শ্রমিক। অবশেষে সমস্যা মিটল ওই বাগানের। বৃহস্পতিবার মালবাজারে সহকারী শ্রম কমিশনারের মধ্যস্থতায় শ্রমিক-মালিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে জট কাটল। শুক্রবার থেকে ফের বাগানের কাজ শুরু হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিন বাগান খোলা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, শনিবার ওই বাগানে বকেয়া ৬টি পাক্ষিক সপ্তাহের মধ্যে ১ পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি মিটিয়ে দেওয়া হবে। বাকি ৫ পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরির বিষয়টি নিয়ে জানুয়ারির প্রস্তাবিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া পুজোর বোনাসের ৮ শতাংশ মিলবে। এখন থেকে নিয়মিত কাজের মজুরি প্রদান করা হবে।

এই বিষয়ে সহকারী শ্রম কমিশনার প্রণবকুমার দাস বলেন, 'দু'পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে বাগানের জট খোলে। আগামী জানুয়ারির মাঝামাঝি ফের একটি পর্যালোচনামূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।'

সোনালি চা বাগান নিয়ে বৈঠক। মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে।

গত মঙ্গলবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সহকারী শ্রম কমিশনারকে একটি চিঠি দিয়ে জানানো হয়, মালবাজারের বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনালি চা বাগান ছেড়ে পরিচালকরা চলে গিয়েছেন। পরিচালকদের কাউকে দেখতে না পেয়ে শ্রমিকরাও কাজে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দিনকয়েক ধরে সেখানে কাজকর্ম পুরোপুরি বন্ধই ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়েছিলেন শ্রমিকরা। এরপরই সহকারী শ্রম কমিশনার শ্রমিক-মালিক দু'পক্ষকে ডেকে বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন মালিকপক্ষের শীর্ষকর্তা সঞ্জয় দত্ত, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি পূরণ লোহার প্রমুখ। বাগান যে পরিত্যক্ত হয়নি সেব্যাপারে মালিকদের পাশাপাশি শ্রমিক প্রতিনিধিরাও এদিনের বৈঠকে সহমত পোষণ করেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সোনালিতে নতুন ম্যানেজার নিয়োগ করা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাগানের উন্নতিতে নিয়ম মেনে চা গাছ ও ছায়াগাছ আপরুটিং-এর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পরিবর্তে নতুন গাছ রোপণের মাধ্যমে মালিকপক্ষ সেই কাজ শুরু করতে পারে বলে জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন মালিকপক্ষকে সহযোগিতা করবে। বাগানে যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে সেটা নিশ্চিত করার ওপরও এদিনের বৈঠকে জোর দেওয়া হয়।

নয়া চুক্তি

- বৃহস্পতিবার সহকারী শ্রম কমিশনারের মধ্যস্থতায় শ্রমিক-মালিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে জট কাটল
- শুক্রবার থেকে ফের বাগানের কাজ শুরু হবে
- বাগান খোলা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের মালবাজার ব্লক কমিটির আহ্বায়ক অর্জুন ছেত্রীর কথায়, 'একটা দিনও কোনও বাগান বন্ধ থাকুক এটা কেউই চায় না। সোনালি বাগানকে স্বাভাবিক করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। শ্রমিকরাও বাগানের উন্নয়নে জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।' মালিকপক্ষের সংগঠন ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (আইটিপিএ) উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'ওই বাগানে কিছু সমস্যা ছিল। আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে সবকিছু ঠিকঠাক চলবে বলে আশা করছি।' এদিকে বাগান খোলার খবরে খুশি শ্রমিকরাও।

তবে সোনালির জট খুললেও মাল মহকুমার লাটাগুড়ি ও পারুল এই দুই বাগানের সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। ওই দুটি ক্ষুদ্র ও প্রোজেক্ট বাগান। শ্রমকর্তারা জানিয়েছেন, দ্রুত যাতে ওই দুই বাগানের সমস্যার সমাধান হয় সেজন্য চেষ্টা চলেছে।

আদালতে তলব দুই পুলিশকর্তাকে

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ধূপগুড়ির শামিম রব্বানি। এবার অভিযোগ, সেই মামলা তুলে নিতে তাঁকে চাপ দিচ্ছে পুলিশ। জলপাইগুড়ি চিফ জুডিশিয়াল আদালতে সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার তলব করা হয় ধূপগুড়ি থানার পুলিশকর্তা এবং মামলার তদন্তকারী আধিকারিককে। চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রতনকুমার গুপ্তর আদেশ অনুসারে আদালতে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য শোনেন বিচারক।

ধূপগুড়ির বাসিন্দা নুরিনা পারভিন প্রসবের জন্য গত ২৬ নভেম্বর ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রসবযন্ত্রণা হওয়ার পর তাঁকে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জলপাইগুড়ি হাসপাতাল থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নুরিনা পারভিনকে স্থানান্তরিত করা হয়। পুত্রসন্তান প্রসবের পর নুরিনার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। মায়ের মল সন্তানের মুখে ঢুকে যায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁর সন্তান পরবর্তীতে মারা যায়। এরপর নুরিনার স্বামী শামিম নির্দিষ্টভাবে ধূপগুড়ি ব্লক মেডিকেল অফিসার, প্রসূতি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা করবার অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেন। এখন অভিযোগকারীর বক্তব্য, ধূপগুড়ির পুলিশ তাঁদের মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছে। দুই পুলিশ অফিসারই এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী বাবলু মিত্র আদালতে সওয়াল করেন।

সরকারি আইনজীবী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের একটি পুরোনো মামলার উল্লেখ করে বলেন, 'চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলার তদন্ত পুলিশ করতে পারে না। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নেতৃত্বে চিকিৎসকের দল অভিযোগের সারবত্তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজন অনুসারে তদন্তের আদেশ দিতে পারে।'

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উভয়পক্ষের সওয়াল শুনেছেন এদিন। অভিযোগের বিষয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশকর্তা সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তবে আদালতে তাঁর দাবি, অভিযোগকারী তদন্তের কাজে সহায়তা করেননি। বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। বাড়ির পাশে তদন্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও অভিযোগকারীরা থানায় এসে তদন্তের কাজে সহায়তা করেননি।

খাবারের দোকানে বিডিও'র অভিযান

বেলাকোবা, ৭ ডিসেম্বর : বুধবার বালিমাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানের পর বৃহস্পতিবারও অভিযান অব্যাহত রইল রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। তবে এদিন তিনি অভিযান চালান বেলাকোবা এলাকার বিভিন্ন হোটেল, মিষ্টির দোকান ও ফাস্ট ফুডের দোকানে। একই সঙ্গে বেলাকোবার কেবলপাড়া হাইস্কুলও পরিদর্শন করেন তিনি।

এদিন অভিযানে নেমে বেশ কয়েকটি দোকানের রেখে দেওয়া খাদ্যসামগ্রীর গুণগত মান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে সেগুলি ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিডিও। ব্যবসার কাজে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার না করার পরামর্শও দেন তিনি। বিডিও বলেন, 'পরবর্তীতে কোনও দোকানদারের বিরুদ্ধে পচা বা নষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্যসামগ্রী বিক্রির অভিযোগ এলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।' দুপুরের দিকে কেবলপাড়া হাইস্কুল পরিদর্শনে গিয়ে মিড-ডে মিল খাওয়ার জায়গা পরিদর্শন করেন এবং স্কুলের সমস্যার কথাও শোনেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি, সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার থেকেই মাঠে সিসিটিভি ক্যামেরা চালু করা হচ্ছে। সমস্ত গেটের পাশাপাশি বিশেষ করে যে সমস্ত গেট দিয়ে সভায় লোক ঢুকবেন, সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। সভাস্থল তৈরির জন্য যাঁরা মাঠে আসছেন, তাঁদের শুধু আইকার্ড দেওয়াই নয়, এই কয়েকদিন ঢোকা-বেরোনোর সময় তাঁদের তল্লাশি করা হবে। মাঠে এই কয়েকদিন বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বৃহস্পতিবার মাঠে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়। সেখানে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (সদর) জয় টুডু, ডিসিপি (ট্রাফিক) অভিষেক গুপ্ত, পুর কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পূর্ত দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তারা ছিলেন। সভাস্থলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, আদিবাসী নৃত্যের মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হবে। মঞ্চের মুখ থাকবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মেলা গ্রাউন্ডের দিকে। ভুটিয়া মার্কেটে সংলগ্ন চারটি গেট দিয়ে সভায় আসা লোকদের ঢোকানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আলাদা একটি গেট থাকবে। ভিআইপিদের জন্য থাকবে আরও একটি গেট। বৈঠকে ভিআইপি ও বাইরে থেকে সভায় আসা মানুষের গাড়ি কোথায় পার্কিং করা হবে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে এখন মেলা চলছে। তাই গাড়ি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে পুরনিগমের তরফে ট্রাফিক প্রশাসনকে দুটো জায়গার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একটি সূর্য সেন পার্কের পিছনের চর এলাকা। আর একটি ভুটিয়া মার্কেটের অংশে গ্যালারির বাইরে থাকা স্টেডিয়ামের খালি জায়গা। বৈঠকে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, বাইরে থেকে সভায় আসা মানুষদের গাড়ি সূর্য সেন পার্কের পিছনের জায়গাতে রাখা হবে। ভিআইপিদের গাড়ি রাখা হবে স্টেডিয়ামের ওই খালি জায়গায়। সভায় আসা মানুষজন যাতে পরিষ্কারভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সভা দেখতে পারেন, তারজন্য দুটি এলইডি স্ক্রিন বসানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও ভিআইপিদের জন্য কত আসন থাকবে, সেটা চূড়ান্ত হয়নি। সভায় একাধিক কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। গতমাসে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দিয়েছিল শান্তি আলোচনার বিরোধী কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও)।

গজলডোবার রাস্তা নিয়ে অভিযোগ শিল্প সম্মেলনে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড ধরে গজলডোবা যাওয়ার রাস্তায় করতোয়া সেতু ও সংলগ্ন রাস্তার কিছু অংশ ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই নিয়ে বহুবার সংবাদ পরিবেশিত হলেও প্রশাসনের ঘুম ভাঙানো যায়নি। ফলে গজলডোবা যাওয়ার নতুন সেতুর মুখে ব্যারিয়ার লাগিয়ে বড় যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এতদিনেও কেন প্রশাসনের হুঁশ ফিরল না? বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে এনিয়ে প্রশ্ন উঠতেই রাজ্যের মুখ্যসচিব সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন।

গজলডোবা যাওয়ার পথে করতোয়া সেতু এক বছর ধরে বেহাল।- সূত্রধর

ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড দিয়ে কম সময়ে গজলডোবায় পৌঁছানোর জন্য সরকারি তরফে একটি রেল ওভারব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হয়। আগে গজলডোবা যেতে হলে আমবাড়ি হয়ে যেতে হত। সেতুটি হওয়ার পরেও বড় গাড়িগুলিকে ঘুরপথেই যেতে হচ্ছে গজলডোবায়। এদিন উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে বিষয়টি তোলেন সিআইআইয়ের ভাইস চেয়ারম্যান রামগোপাল জাজোদিয়া। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ আমাদের শিল্পোদ্যোগীদের জন্য অত্যন্ত ভালো জায়গা। কিন্তু গজলডোবা যাওয়ার রাস্তাটি প্রায় দুই বছর ধরে ভাঙা পড়ে থাকলেও এখনও তা মেরামত করা হচ্ছে না।'

এদিনের শিল্প সম্মেলনে শিলিগুড়িতে ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাসের দাবি ওঠে। কারণ শিলিগুড়িতে আসা দূরপাল্লার গাড়িগুলি জংশনের সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়ানোর কারণে সেখানে ভিনরাজ্যের যাত্রীরা রাস্তার উপর মালপত্র নিয়ে নামতে বাধ্য হন। অনেককে দেখা যায় শিশুদের নিয়েই দীর্ঘসময় বাসের অপেক্ষায় বসে রয়েছেন রাস্তার উপর। এখানে ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাস হলে এই সমস্যা আর থাকবে না বলে প্রস্তাব দেন ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য, শিলিগুড়িতে সিকিমগামী গাড়ির জন্য এসএনটি থাকলেও বিহার, অসমের মতো রাজ্যগুলির কোনও টার্মিনাস না থাকায় প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ যাত্রীদের।

খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন নরেশ আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'বুড়াগঞ্জে আমাদের কারখানা থাকলেও অধিকাংশ সময়েই লোডশেডিংয়ের কবলে পড়তে হয়। বিষয়টি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগী হন মুখ্যসচিব। বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে আরও কয়েকজন অভিযোগ তোলেন প্রশাসনিক কর্তাদের সামনে। শিল্পপতি সঞ্জিত সাহা এদিন ইএসআই প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। মালদার এক শিল্পোদ্যোগী জমি মাফিয়ার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, 'জমি মাফিয়ারা ভুয়ো দলিল তৈরি করে আমাদের জমিগুলি তাদের নামে লিখিয়ে নিচ্ছে। এগুলি প্রশাসনিক কর্তাদের দেখতে হবে।'

শিল্পোদ্যোগীদের মুখে এইসব অভিযোগ শুনে মুখ্যসচিব বলেন, 'অনেকে অভিযোগ জানিয়েছেন। সবাইকে বলেছি লিখিতভাবে জানাতে। আমরা নিজেরাও সবার বক্তব্য শুনে লিখে নিয়েছি।'

স্কুলে জল পরিশোধন যন্ত্র

নাগরাকাটা, ৭ ডিসেম্বর : ধূপগুড়ি ও বানারহাটের ১০০টি প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়কে ওয়াটার পিউরিফায়ার দিচ্ছে ব্লক প্রশাসন। শুক্রবার ধূপগুড়ি ব্লক প্রশাসনের তরফে বিডিও অফিসের জলঢাকা সভাকক্ষে সেগুলি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আপাতত বানারহাটের ৩৪টি ও ধূপগুড়ির ৬৬ স্কুলকে ওই যন্ত্র দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ধূপগুড়ির বিডিও জয়ন্ত রায় বলেন, 'বানারহাট ব্লক ধূপগুড়ির আওতাধীন থাকাকালীনই স্কুলের শিশুদের পরিশ্রুত পানীয় জলের পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেটাই বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। যে সমস্ত স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানেই ওয়াটার পিউরিফায়ার দেওয়া হচ্ছে।'

এতে খুশি বানারহাটের ডায়না টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুবল পালও। তাঁর কথায়, 'স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও জল পরিশ্রুত করার কোনও যন্ত্র ছিল না। ওয়াটার পিউরিফায়ার পেলে চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। মিড-ডে মিলের রান্নাতেও সুবিধা হবে।

২৮টি গোরু উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৭ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে দুটি চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ২৮টি গোরু উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। এদিন গাড়ি দুটিতে গোরুগুলিকে পাচারের জন্য অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পৃথক অভিযানে পুলিশ গাড়ি দুটিতে তল্লাশি চালিয়ে একটি গাড়ি থেকে ১২টি এবং আরেকটি থেকে ১৬টি গোরু উদ্ধার করে।

ক্রান্তিতে ব্যাংকের শাখা দাবি

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৭ ডিসেম্বর : ব্যাংকিং পরিষেবার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের একটিমাত্র শাখার উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন ক্রান্তি, রাজাডাঙ্গা, চ্যাংমারি, চাঁপাডাঙ্গা সহ একাধিক গ্রামের লক্ষাধিক বাসিন্দা। এলাকায় আর কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা না থাকায় মাঝে মাঝেই ক্রান্তি সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের যেতে হয় লাটাগুড়ি কিংবা বৌলবাড়িতে। তাই এবার ক্রান্তি এলাকায় কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা দ্রুত চালুর দাবি জোরালো হতে শুরু করেছে দলমতনির্বিশেষে।

ক্রান্তি এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, পৃথক প্রশাসনিক ব্লক গঠনের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলেও এখনও তাঁরা যেন নেই রাজ্যের বাসিন্দা হয়েই রয়ে গিয়েছেন। নতুন ব্লক গঠনের কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও তেমনভাবে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি। এলাকায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের একটিমাত্র শাখা ছাড়া অন্য কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক না থাকায় ব্যাংকিং পরিষেবার ক্ষেত্রে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয় বাসিন্দাদের।

ক্রান্তি এলাকার বাসিন্দা সুজিত বণিক এ বিষয়ে বলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক না থাকায় জরুরি ভিত্তিতে টাকা তোলার প্রয়োজন হলে ক্রান্তি থেকে লাটাগুড়ি যেতে হয়। ক্রান্তিতে নতুন করে একটি ব্যাংক চালু হলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে।' ক্রান্তি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক যোগেন সরকার বলেন, 'ক্রান্তিতে একাধিক পেট্রোল পাম্প, গাড়ির শোরুম সহ ছোট-বড় বেশ কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এলাকায় আরেকটি ব্যাংকের শাখা চালু হলে ব্যাংকিং পরিষেবার মান অনেকটা উন্নত হবে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের সুবিধে হবে। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও প্রশাসনের কাছে এই দাবি জানানো হয়েছে।'

এ বিষয়ে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'ক্রান্তিতে আরও একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের খুবই প্রয়োজন। বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী দীপা বণিকের বক্তব্য, 'উন্নতমানের ব্যাংকিং পরিষেবা ছাড়া এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে ক্রান্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তাই এখানে আরও ব্যাংকের শাখা প্রয়োজন।' জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেন, 'ক্রান্তি এলাকার বাসিন্দারা এ বিষয়ে আমাকে জানালে আমি সাধ্যমতো তাঁদের পাশে থাকার চেষ্টা করব।'

হেঁটে রাম মন্দির যাওয়ার পথে ধূপগুড়িতে দুই বন্ধু

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : কেদারনাথে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল দুই রাজ্যের দুই যুবকের। সেই থেকে বন্ধুত্বের শুরু। প্রায় একমাস আগে তাঁরা ঠিক করেন, হেঁটে অযোধ্যার রাম মন্দির যাবেন। শুধু রাম মন্দির যাত্রা নয়, নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রচার চালাবেন। কথা হচ্ছে, অসমের লখিমপুরের নীতিন দাস ও উত্তরপ্রদেশের অজয় মিশ্রের। বৃহস্পতিবার তাঁরা পৌঁছালেন ধূপগুড়িতে।

২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন স্থির করা হয়েছে। দুই যুবকের বিশ্বাস, তার আগেই তাঁরা সেখানে পৌঁছে যাবেন। নীতিন বলেন, '৫০ মাইক্রোনের নীচে প্লাস্টিক ব্যবহার উচিত নয়। সেটা প্রচার করতে আমরা ১৫০০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে রাম মন্দিরে পৌঁছাব।' দুজনের দেখা কীভাবে হল? অজয় জানান, দুজনই বিভিন্ন সময় দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ঘুরে বেড়ান। সেভাবেই প্রায় এগারো মাস আগে কেদারনাথে গিয়ে নীতিনের সঙ্গে দেখা হয়। তারপরেই দুই যুবক সিদ্ধান্ত নেন, পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে তাঁরা হেঁটে অযোধ্যার রাম মন্দিরে যাবেন। সেইমতো ৯ নভেম্বর অসমের লখিমপুর থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। এই ২৯ দিনে তাঁরা প্রায় ৩৭৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি পৌঁছান। পথে বিশ্রাম নিয়েছেন রাস্তার পাশে মন্দির, পেট্রোল পাম্প কিংবা কোনও বিশ্রামাগারে। অজয় বলেন, '৫০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যবহার করা উচিত নয়। এমনকি, জলপান করে বোতলগুলিও যেখানে সেখানে ফেলা ঠিক নয়। সেগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করলে পরিবেশ পরিষ্কার থাকে।' পরিবেশ সচেতনতার এই বার্তা দিয়েই তাঁরা অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে সেখানে পৌঁছে যাবেন বলে তাঁদের বিশ্বাস।

নীতিন দাস ও অজয় মিশ্র। ধূপগুড়িতে। বৃহস্পতিবার।

উলেনের বাড়িতে বাপি

বেলাকোবা, ৭ ডিসেম্বর : ২০২০ সালের ৭ ডিসেম্বর উত্তরকন্যা অভিযানে গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল রাজগঞ্জের শিকারপুর অঞ্চলের বিজেপি কর্মী উলেন রায়ের।

গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার তিন বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও উলেনের পরিবার সেই তিমিরেই রয়েছে। কোনও সুব্যবস্থা হয়নি পরিবারটির। বৃহস্পতিবার উলেনের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বাড়িতে হাজির হন বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী। তাঁকে উলেনের স্ত্রী মালতি রায় জানান, তিনি চান, তাঁর বড় ছেলের চাকরির ব্যবস্থা হোক।

পরিবারটির দুরবস্থার জন্য বাপি রাজ্য সরকারকে দায়ী করে বলেন, 'রাজ্য সরকারের কাছে পরিবারটি ছেলের চাকরির জন্য আবেদন করেছিল। চাকরি দেওয়া দূরের কথা, পরিবারটির প্রতি দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত তারা করেনি। আমরা ছেলেটির কর্মসংস্থানের ব্যাপারে চেষ্টা করছি।' এর আগেও উলেনের বাড়িতে দলের কর্মীরা গিয়েছিলেন।

‘মোদিজি নয়, শুধু মোদি বলুন’

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : পরপর সাফল্যেও নিজেকে কেউকেটা বলে ভাবতে রাজি নন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বদলে নিজেকে মাটির কাছাকাছি রাখতেই অধিক ব্যস্ত তিনি। বৃহস্পতিবার বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক বসেছিল। সেখানে তিনি দলের সাংসদদের উদ্দেশে জানিয়েছেন, তাঁকে আর মোদিজি বা সম্মাননীয় মোদিজি বলার প্রয়োজন নেই। তার বদলে এবার থেকে তাঁকে যেন শুধু মোদি নামেই সম্বোধন করা হয়। কারণ, মানুষের কাছের লোক। মোদি বলেন, ‘আমি দলের একজন ছোট কর্মী। মানুষ আমাকে তাঁদের পরিবারেরই একজন বলে ভাবেন। তাই আমার নামের আগে শ্রী বা সম্মাননীয় বিশেষণ যুক্ত করার দরকার নেই। তাই আমাকে শুধু মোদি বললেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, তাঁর নামের আগে বা পরে কোনও বিশেষণ যুক্ত হলে দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হবে।’

শুধু নামের ক্ষেত্রেই নয়, তিন রাজ্যে জয়ের জন্য নিজেকে আলাদাভাবে কৃতিত্ব দিতেও নারাজ প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনি প্রচারে এবং জয়ের পর দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বারবার মোদির গ্যারান্টির কথা তুলেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই পথ ছেড়ে বিজেপির টিমওয়ার্কের কথা তুলে ধরেন তিনি। মোদি বলেন, ‘রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে টিম স্পিরিটের জয় হয়েছে। এই টিম স্পিরিটকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’ প্রধানমন্ত্রী এদিন বৈঠকে যোগ দিতে আসলে তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে স্বাগত জানান বিজেপি সাংসদরা। তাঁকে সংবর্ধনা দেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। মোদি বলেন, বিজেপি সবথেকে পছন্দের দলে

> আমি দলের একজন ছোট কর্মী। মানুষ আমাকে তাঁদের পরিবারেরই একজন বলে ভাবেন। তাই আমার নামের আগে শ্রী বা সম্মাননীয় বিশেষণ যুক্ত করার দরকার নেই। আমাকে শুধু মোদি বললেই হবে।
>
> –নরেন্দ্র মোদি

পরিণত হয়েছে তার সুশাসনের মডেলের কারণে। সেই কারণেই বিজেপি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে হারিয়ে দিতে পেরেছে। মোদি বলেন, শুধু তিনটি রাজ্যেই নয়, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামেও বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। বিজেপি সাংসদদের বিকশিত ভারত যাত্রায় যোগ দেওয়ার আর্জিও জানান মোদি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির কথা মানুষের সামনে তুলে ধরার কথাও বলেন তিনি।

প্রচারের কেন্দ্রে তিনি... দলীয় সাংসদদের বৈঠকে তিন রাজ্যের জয়ে মোদিকে শুভেচ্ছা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

প্রথম কংগ্রেস সরকারের শপথে গান্ধিরা

রেবন্তের অভিষেক, উপমুখ্যমন্ত্রী পদে দলিত

হায়দরাবাদ, ৭ ডিসেম্বর : তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরির পর প্রথম কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন আনুমালা রেবন্ত রেড্ডি। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে প্রায় ১ লক্ষ দর্শকের সামনে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর অভিষেক পর্ব অনুষ্ঠিত হল। রেবন্তকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দরাজন।

রেবন্তের সঙ্গে এদিন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আরও ১১ কংগ্রেস নেতা। তেলেঙ্গানার ইতিহাসে প্রথমবার একজন দলিত, মাল্লু ভাট্টি বিক্রমার্কা উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন। মহিলা মুখ হিসেবে রেবন্ত মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়েছেন কোন্ডা সুরেখা এবং দানসারি অনসূয়া সিথাক্কা। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। হাজির ছিলেন হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হাজির ছিলেন তৃণমূল রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য রেবন্ত রেড্ডিকে অভিনন্দন। রাজ্যের প্রগতি এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য আমি সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছি।’ মোদি পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের দিনই তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। দলের নেতা অশ্বিনী চৌবে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল কংগ্রেস ভারতের বিভাজনের চেষ্টা করছে।

২০১৪ সালে অন্ধ্র ভেঙে তেলেঙ্গানা নতুন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে রাজ্যের মসনদে ছিলেন কেসিআর। এবারের বিধানসভা ভোটে রেবন্তের নেতৃত্বে কংগ্রেস কেসিআরের বিআরএসকে ক্ষমতাচ্যুত করে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই তেলেঙ্গানায় প্রজালা সরকার বা জনগণের সরকার গড়ার তোড়জোড় শুরু করে দেন রেবন্ত। তাঁর সরকারি বাসভবন প্রগতি ভবনের বাইরে থেকে লোহার ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি এব্যাপারে নির্বাচনি প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপাতত রাজ্যের জন্য যে ৬টি গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস দিয়েছিল সেগুলি রূপায়ণ করাই রেবন্ত সরকারের প্রথম চ্যালেঞ্জ।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে হুড খোলা জিপে গোটা স্টেডিয়ামে ভিকট্রি ল্যাপ দেন রেবন্ত। পরনে ছিল সাদা শার্ট এবং কালো ট্রাউজার। কংগ্রেস কর্মী–সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। রেবন্ত যখন শপথবাক্য পাঠ করতে শুরু করেন তখন স্টেডিয়ামজুড়ে ছিল তাঁর নামে জয়ধ্বনি। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছেড়ে দিতে আপত্তি ছিল উপমুখ্যমন্ত্রী মাল্লু ভাট্টি বিক্রমার্কা এবং উত্তম কুমার রেড্ডির। তাঁদের হাতে রাজস্ব এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিলেও কংগ্রেস হাইকমান্ড যে তাঁর সঙ্গে রয়েছে সেটা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন রেবন্ত। সোনিয়া ইউপিএ চেয়ারপার্সন থাকাকালীন তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্য হয়। তাঁকে সেই কারণে সোনিয়া আম্মা বলে ডাকেন তেলেঙ্গানার মানুষ। রেবন্তের স্বপ্নের দৌড় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে এসে আপাতত থামল।

তেলেঙ্গানায় মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিয়ে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে রেবন্ত। (ডানদিকে) সোনিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন কোন্ডা সুরেখা।

তেলেঙ্গানা ডিএনএ বিতর্কে নয়া মুখ্যমন্ত্রী

হায়দরাবাদ, ৭ ডিসেম্বর : ডিএমকে সাংসদ সেন্থিলকুমারের গোমূত্র রাজ্য নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে। এরই মধ্যে তেলেঙ্গানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির ডিএনএ মন্তব্য হিন্দি বলয় বনাম দক্ষিণ ভারত বিতর্কে নতুন করে ইন্ধন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের পর এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ডিএনএ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রেবন্ত। তিনি বলেন, ‘আমার ডিএনএ হল তেলেঙ্গানা। কেসিআরের পরিবার বিহার থেকে বিজয়নগরে এবং পরে সেখান থেকে তেলেঙ্গানায় এসেছিল। তেলেঙ্গানা ডিএনএ বিহারের ডিএনএ’র থেকে ভালো।’ এর জবাবে বিজেপি নেতারা কড়া ভাষায় রেবন্তের সমালোচনা করেন।

অশ্বিনী চৌবে বলেন, ‘কংগ্রেসের লোকজন একটি নোংরা পরিবেশ তৈরি করছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য। একজন মুখ্যমন্ত্রীর থেকে এমন মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং চিন্তার। গোটা দেশ এটা জানে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এখনও মৌন। মানুষ ওঁদের জবাব দেবে।’ রবিশংকর প্রসাদও তোপ দাগেন রেবন্তের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ‘বিহারের ডিএনএ কি তেলেঙ্গানার থেকে দুর্বল। সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং নীতীশ কুমার কেন চুপ করে রয়েছেন। কংগ্রেস দেশের বিভাজনের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি লোকসভায় হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলি গোমূত্র রাজ্য বলে বিতর্কে জড়ান ডিএমকে সাংসদ সেন্থিলকুমার। তাঁর ওই মন্তব্যের জন্য কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি। পরে অবশ্য মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন সেন্থিলকুমার।

মহুয়া পর্বের ইতি হতে পারে আজ

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : শুক্রবারই সাংসদ পদ খোয়াতে পারেন মহুয়া মৈত্র। সংসদীয় সূত্রের দাবি, সরকারের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে অপ্রত্যাশিত কোনও রদবদল না হলে, শুক্রবার, শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের শেষেই বহিষ্কৃত হতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ।

সূত্রের দাবি, শুক্রবার দুপুরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে ‘অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন’ শীর্ষক অভিযোগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করবে বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনকারের নেতৃত্বাধীন এথিকস কমিটি। কমিটির সেই রিপোর্ট লোকসভায় পেশ হলে সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিতে মহুয়াকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। এই ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে কেন্দ্রীয় শাসক দল। সমস্ত বিজেপি সাংসদকে শুক্রবার বাধ্যতামূলক হাজিরা দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছে তিন লাইনের হুইপ। এই বিষয়ে থেমে নেই তৃণমূলও। শুক্রবার মহুয়ার ইস্যুতে ‘কাউন্টার স্ট্র্যাটেজি’ গড়ে তুলতে ইন্ডিয়া জোটের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে ঘাসফুল শিবির।

বৃহস্পতিবার মহুয়া–বিতর্কে যবনিকা পতনের আভাস দেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সংসদে অধিবেশন চলাকালীন সুদীপকে নিজের কক্ষে তলব করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলে। সুদীপবাবুকে বিড়লা জানান, শুক্রবারই ‘মহুয়া এপিসোড’ সমাপ্ত হতে চলেছে। ওইদিনই আনা হবে এথিকস কমিটির রিপোর্ট। সরকারের তরফে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে মহুয়া মৈত্রর বহিষ্কার প্রায় অনিবার্য।

বিড়লার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সুদীপ জানান, ‘আগামীকাল লোকসভায় মহুয়া মৈত্রকে অন্তত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ যেন দেওয়া হয়।’ তৃণমূলের তরফে ওই রিপোর্ট নিয়ে নিম্নকক্ষে আলোচনার দাবিও জানিয়ে রাখা হয় স্পিকারের কাছে। ওম বিড়লা সেক্ষেত্রে আশ্বস্ত করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সংসদের খবর, স্পিকার জানিয়েছেন শুক্রবার এথিকস কমিটির রিপোর্ট পেশ হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই গোটা বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। অর্থাৎ, মহুয়ার সাংসদ পদ থাকছে না খারিজ হচ্ছে, তা শুক্রবারই চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

নভেম্বর মাসে প্রথম কৃষ্ণনগর সাংসদ মহুয়া মৈত্র’র বিরুদ্ধে ‘টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন’ তোলার অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং মহুয়ার প্রাক্তন বন্ধু জয় অনন্ত দেহাদ্রি। এই বিষয়ে সরাসরি স্পিকার ওম বিড়লাকে অভিযোগ করেন তাঁরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিনোদ কুমার সোনকারের নেতৃত্বাধীন এথিকস কমিটির কাছে পাঠান স্পিকার। এর পরেই দীর্ঘ চাপানউতোর শেষে মহুয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে এথিকস কমিটি ও রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয় স্পিকারের কাছে। সোমবার নয়াদিল্লিতে শীতকালীন অধিবেশনের সূচনাপর্বে মহুয়া সংক্রান্ত রিপোর্টটি পেশ হয়নি। শুক্রনার তা যে পেশ হবে তা নিয়ে আর কোনও অনিশ্চয়তা নেই।

দলবেঁধে... বৃহস্পতিবার নওগাঁও বরকালা গ্রামে।

আত্মঘাতী মেডিকেল ছাত্রী

তিরুবনন্তপুরম, ৭ ডিসেম্বর : বোন সেলফোনে দাদাকে মেসেজ পাঠিয়ে লিখেছিলেন, ‘ও ভাল মানুষ।’ তাঁকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তরুণী চিকিৎসক সাহানা। তাঁর প্রেমিক রুওয়াইস নিজেও একজন চিকিৎসক। কিন্তু প্রেমিকের পরিবারের অস্বাভাবিক পণের দাবি মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। এখানেই শেষ নয়। যখন শুনলেন পণ দিতে না পারলে বিয়েই হয়তো করবেন না রুওয়াইস, তখন আত্মহননের পথ বেছে নিলেন সাহানা।

কেরলের তিরুবনন্তপুরমে এই ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার। সাহানার মৃত্যুতে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আত্মহত্যার প্ররোচনা ও যৌতুক নিষেধাজ্ঞার ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত চিকিৎসক রুওয়াইস বর্তমানে পুলিশি হেপাজতে। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা গর্জ ঘটনার তদন্তের নির্দেশ

দিয়েছেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিরুবনন্তপুরম মেডিকেল কলেজ রুওয়াইসকে সাসপেন্ড করেছে।

সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়ে সাহানা তিরুবনন্তপুরমের সরকারি মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগে স্নাতকোত্তরের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কলেজেরই স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র রুওয়াইসের। বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। ছাত্রনেতা হিসেবে রুওয়াইসের নাম ডাক ছিল। দুজনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু এরপরই আসতে থাকে প্রচুর পণের দাবি। পরিবারের আইনজীবী এস সুধীর জানিয়েছেন, পাত্রপক্ষ দেড়শো ভরি সোনা, ১৫ একর জমি এবং একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি দাবি করেছিল। এটা মানতে পারেননি সাহানা। সোমবার গভীররাতে হস্টেলে ঘুমের ইঞ্জেকশন নিজের দেহে ইনজেক্ট করেন তিনি। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কাতারে বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড রদের আর্জি

দোহা, ৭ ডিসেম্বর : কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয় নৌবাহিনীর আট প্রাক্তন আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। রবিবার ওই সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের ওই খবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, ‘আমাদের রাষ্ট্রদূত ৩ ডিসেম্বর কাতারে কারাবন্দি আটজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিশেষ কনস্যুলার অ্যাক্সেস পান।’

ইতিমধ্যে কাতারের কাছে জেলবন্দি ৮ ভারতীয়ের মৃত্যুদণ্ড রদের আর্জি জানিয়েছে ভারত। সেই প্রসঙ্গে বাগচি বলেন, ‘ভারতের আবেদনের ভিত্তিতে গত ২৩ ও ৩০ নভেম্বর দুটি শুনানি হয়েছে। আমরা গোটা বিষয়ের ওপর সতর্ক নজর রাখছি। বন্দি ভারতীয়দের যাবতীয় আইনি সুবিধা দিতে ভারত সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে।’

প্রায় এক বছর ধরে নৌসেনার ওই আধিকারিকদের বন্দি করে রেখেছে কাতার। তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই এ নিয়ে বিবৃতি দেয় ভারতের বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, কাতারে বন্দি আট ভারতীয় নাগরিকের পরিবারের সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যে দেখা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই বিষয়টি দেখছে।

দিল্লিতেও নিউমোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : গত দু’মাস ধরে চিনে হুহু করে বাড়ছে ওয়াকিং নিউমোনিয়া। প্রতিদিন হাজারো শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হচ্ছে। এবার ওই রোগে আক্রান্ত ৭ জন রোগীর সন্ধান মিলল ভারতেও। দিল্লির এইমসে সাতজন রোগীর দেহে এই ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান মিলেছে। ভারতে এই রোগ নতুন নয়। তবে প্রথম মাইকোপ্লাজমা নিউমোনে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ ধরা পড়ল। এই রোগকে অবশ্য ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই জানিয়েছে এইমস। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ জাতের ব্যাকটিরিয়া। জ্বর এবং সর্দিকাশির সংক্রমণ হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ে ধন্দ বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : একটিমাত্র রাজ্য জিতে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ করে ফেলল কংগ্রেস। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান –তিন–তিনটি রাজ্য জিতেও মুখ্যমন্ত্রী বাছতে হিমসিম খাচ্ছে বিজেপি, খোঁচা দিলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তবে নাম চূড়ান্ত করতে শুক্রবার তিন রাজ্যের জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবে বিজেপি। তিনটি রাজ্যেই সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় একাধিক নাম জমা পড়েছে। আর সেখানেই বেধেছে গোল। তিন রাজ্যে জয়ী হওয়া ১০ বিজেপি সাংসদ বুধবার ইস্তফা দিয়েছেন। বিজেপি সূত্রে খবর, পর্যবেক্ষকদের তিন রাজ্যের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে পছন্দের নেতার নাম শুনবেন পর্যবেক্ষকরা। বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেছেন, রবিবার তিন রাজ্যের রহস্যের যবনিকা পতন হবে।

লিভ ইন মারাত্মক রোগ, মন্তব্য বিজেপি সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : লিভ ইন সম্পর্ক ‘মারাত্মক রোগ’। এই রোগ সমাজ থেকে নির্মূল করা দরকার। আইন করে লিভ ইন সম্পর্ক ধ্বংস করতে না পারলে ভারতীয় সংস্কৃতি পচে যাবে। বৃহস্পতিবার লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ ধর্মবীর সিং। এছাড়া বিয়ে এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েও তাঁর মুখে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য শোনা গিয়েছে।

লিভ ইন সম্পর্ক নিয়ে বিজেপি নেতাদের বিষোদ্গার নতুন কিছু নয়। এর আগে এ নিয়ে সরব হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৌশল কিশোর। দিল্লিতে শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে তিনি বলেছিলেন, ‘শিক্ষিত মেয়েদের লিভ ইন সম্পর্কে যাওয়া উচিত নয়।’

> লিভ ইন সম্পর্ক নামের নতুন একটি রোগ জনসমাজে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পশ্চিমী দুনিয়ায় এই সম্পর্ক খুব জনপ্রিয় হলেও আমাদের সমাজে এটি সংক্রামক ব্যাধির মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

বৃহস্পতিবার অধিবেশনের জিরো আওয়ার চলাকালীন লিভ ইন সম্পর্ক নিয়ে সওয়াল করেন হরিয়ানার বিজেপি সাংসদ ধর্মবীর। তিনি বলেন, ‘লিভ ইন সম্পর্ক নামের নতুন একটি রোগ জনসমাজে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পশ্চিমি দুনিয়ায় এই সম্পর্ক খুব জনপ্রিয় হলেও আমাদের সমাজে এটি সংক্রামক ব্যাধির মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।’

শুধু লিভ ইন সম্পর্ক নয়, প্রেম করে বিয়ের বিরুদ্ধেও এদিন সুর চড়ান বিজেপি সাংসদ। তাঁর মতে, প্রেম করে বিয়ে হলেই নাকি বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতা বাড়ে। সম্বন্ধ করে বিয়ে করলে বিবাহবিচ্ছেদের হার যে অনেক কমে যায়, তা প্রমাণিত। তাই বাবা–মায়ের সম্মতিতেই তরুণ–তরুণীদের ছাদনাতলায় যাওয়া উচিত। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী সাংসদের আরও দাবি, প্রেমের বিয়েতে বর ও কনের বাবা–মায়ের সম্মতি আইনিভাবে বাধ্যতামূলক করা উচিত।

সাম্প্রতিককালে কয়েকটি লিভ ইন সম্পর্কের মর্মান্তিক পরিণতি সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। দিল্লিতে লিভ ইন সঙ্গী শ্রদ্ধা ওয়াকারকে খুন করে তাঁর দেহের টুকরো প্রথমে ফ্রিজে রেখে পরে তা জঙ্গলে ফেলে এসেছিলেন আফতাব আমিন পুনাওয়ালা। সেই ঘটনা জানার পর দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি সাংসদ বলেন, ‘কয়েকদিন আগেই শ্রদ্ধা–আফতাবের ঘটনা আমরা দেখেছি। তাঁরা দু’জন লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন। তাঁদের কী পরিণতি হয়েছে সকলের কাছে পরিষ্কার।’

লিভ ইন সম্পর্কের নেতিবাচক দিক ব্যাখ্যা করে সাংসদের বক্তব্য, ‘লিভ ইন শুধু ভারতের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে তা–ই নয়, সমাজে হিংসাও ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে ভারতীয় সংস্কৃতিও পচে যাবে এবং শেষে ধ্বংস হয়ে যাবে।’ লিভ ইন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করতে নির্দিষ্ট আইন আনার আর্জি জানিয়েছেন নিজের দলের মন্ত্রীদের উদ্দেশে।

পান্নুন হত্যার ছক ভারতে আসছেন এফবিআই কর্তা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : মার্কিন নাগরিক ও শিখ নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার চক্রান্তে ভারতের জড়িত থাকার গুরুতর অভিযোগ আনার পর দিল্লি আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই–এর প্রধান ক্রিস্টোফার এ রে। তিনি ১১ ও ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে বৈঠক হবে এনআইএ–র প্রধান দীনকর গুপ্তর। ভারতের বিদেশমন্ত্রক ও মার্কিন দূতাবাস এফবিআই প্রধানের ভারত সফরের খবর দিয়েছে।

পান্নুন হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ এই তদন্তের কাজে ভারত কীভাবে ও কতটা সহায়তা করবে তা জানা ক্রিস্টোফারের মূল উদ্দেশ্য বলে ইঙ্গিত মিলেছে। সূত্রের খবর, এনআইএ প্রধানের সঙ্গে ক্রিস্টোফারের বৈঠকে খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধচক্রের মধ্যে আঁতাত ও জম্মু–কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট নাশকতা ইত্যাদি ইস্যু প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে।

২০১৭ সালে এফবিআইয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই ক্রিস্টোফার প্রথম ভারত সফর হবে। গত ১২ বছরে এই প্রথম কোনও এফবিআই প্রধানের পা পড়ছে ভারতের মাটিতে।

খালিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ছক কষার চক্রান্তের অভিযোগ রয়েছে ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তর বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন ভারত সরকারের এক আধিকারিক। বাইডেন সরকারের সতর্ক করার পর ভারত এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

নিজ্জর কাণ্ড একই গুরুত্ব পাবে না, বললেন জয়শংকর

কানাডার শিখ নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড ভারতের সঙ্গে কানাডা ও আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্কে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। নিজ্জর হত্যার সঙ্গে ভারত যুক্ত বলে দাবি করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। নিজ্জর ও পান্নুন দুজনেই নিষিদ্ধ শিখ সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের নেতা। পান্নুন হত্যার চক্রান্ত ফাঁস হতেই কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো বলেন, ‘আমরা তো সে কথাই বলেছি। নিজ্জর হত্যা নিয়েও একইভাবে তদন্তে সাহায্য করা উচিত ভারতের।’

তাহলে কি নিজ্জর হত্যার তদন্তেও ভারত একইরকম সক্রিয়তা দেখাবে? এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, খালিস্তানি জঙ্গি হত্যা নিয়ে কানাডা এবং আমেরিকার অভিযোগ একই মাপের নয়। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা অভিযোগ, তাই তার গুরুত্বও আলাদা। ওয়াশিংটন অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু অটাওয়া দেয়নি। দুই দেশের অভিযোগকে এক বন্ধনীতে রেখে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে সিপিআই সাংসদ জন ব্রিটাসের প্রশ্নের জবাবে জয়শংকর এ কথা বলেন।

ব্রাউনি ডে

চকোলেট, ময়দা, দুধ, ডিম দিয়ে বেক করা ব্রাউনি সকলেরই খুব প্রিয়। আইসক্রিম দিয়ে গরম ব্রাউনি জনপ্রিয়। ৮ ডিসেম্বর ব্রাউনি ডে পালিত হয়।

সৈকতের অনুষ্ঠানে নেই সন্দীপ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ওয়ার্ডে পানীয় জলপ্রকল্পের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান অথচ কাউন্সিলারই গরহাজির। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন গুঞ্জন। লোকে বলছেন, প্রকল্পের সূচনায় পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বলেই অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সন্দীপ ঘোষ। অথচ ১৩ নম্বর ওয়ার্ডেও একই রকম অনুষ্ঠান ছিল। সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লিপিকা সরকার উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর সৈকতের উপস্থিতি নিয়ে দুই কাউন্সিলারের দুই রকম ভূমিকায় তৃণমূলের অন্দরের দ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে এসেছে।

দুই নেতার দূরত্ব আরও স্পষ্ট

পান্ডাপাড়ায় দম্পতির জোড়া আত্মহত্যা মামলায় সৈকতের সঙ্গে নাম ছিল কাউন্সিলার সন্দীপ ঘোষেরও। সন্দীপ গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে সৈকতের সঙ্গে তাঁর ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে। একে একে দুজনের জামিন হলেও নিজের ওয়ার্ডের জলপ্রকল্প চালু অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হয়ে যেন সন্দীপ বুঝিয়ে দিলেন, সেই দূরত্ব এখনও ঘোচেনি।

সন্দীপের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। এদিকে, জামিনের পর থেকে সতর্ক সৈকত চট্টোপাধ্যায়। শহরে এবং দলের অন্দরে যাতে কোনওভাবেই অন্য বার্তা না যায় সেই জন্য তাঁর যুক্তি, 'কাউন্সিলার সন্দীপ ঘোষ বাইরে আছেন। এই পরিষেবা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার আগেই কথা হয়েছে।'

দীর্ঘদিন ধরে ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের হয় জল কিনে খেতে হত না হলে রাস্তার পাশের ট্যাপকল থেকে জল সংগ্রহ করতে হত। পুরসভা আপাতত এই পরিকাঠামোয় বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন দিয়ে জল পৌঁছে দিল। চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের দাবি, 'স্বাধীনতার পর এই দুই ওয়ার্ডে এবারেই প্রথম পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যেতে পারে।' জল পরিষেবা পাওয়ায় সাধারণ মানুষ খুশি। তবে নেতাদের আড়ালে তাঁদের কটাক্ষ, বাড়ি বাড়ি জল পরিষেবা পৌঁছে দিতে স্বাধীনতার সময় থেকে এত বছর লেগে গেল কেন?

ভাইস চেয়ারম্যানের কথায়, পুরসভার বালাপাড়াতে আম্রুত প্রকল্পের পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শেষের পথে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাইপ বসানো হয়েছে। পুরসভা থেকে এখন ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হল। এই পাম্প প্রতি ঘণ্টায় ১ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করবে।

এদিকে দুটি ওয়ার্ডেই কিছু কিছু বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিলেও অধিকাংশ বাড়িতেই জলের লাইন যায়নি বলে অভিযোগ। যদিও ধাপে ধাপে করা হবে বলে সৈকত আশ্বস্ত করেছেন।

১৩ নম্বরের বাসিন্দা অপূর্বকৃষ্ণ সেন বলেন, আগে পিএইচইর জল নিতে হত। এখন বাড়িতে জল আসায় হয়রানি থেকে মুক্তি পেলাম। ১৪ নম্বরের বাসিন্দা রঞ্জনা সেনও খুশি।

সৈকতের ঘনিষ্ঠরা জোড়া আত্মহত্যা মামলার অভিযোগে নাম জড়িয়ে পড়ার সময় থেকেই সন্দীপের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলছেন। সৈকতের তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি পদ চলে যাওয়ার পর সন্দীপও অনেক বিষয় সৈকতের সঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন। তা স্পষ্ট হল এদিনের অনুষ্ঠানেও।

স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে জল সংগ্রহের অপেক্ষা। ধূপগুড়িতে।

পাইপ ফেটেছে, জলকষ্ট ধূপগুড়ির ২টি ওয়ার্ডে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : পানীয় জল পরিষেবা নেই। ট্যাপকলের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। কিন্তু জল যে আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। ধূপগুড়ি পুরসভাকে জানিয়েও এই সমস্যার সুরাহা হয়নি এতদিনে। অগত্যা জল কিনে খাওয়া ছাড়া গতি নেই। এই পরিস্থিতিতে ভুগছেন ২টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। দুঃস্থদের পক্ষে পানীয় জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। শহরের ১ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ বাসিন্দা এই সমস্যা নিরসনের দাবি তুলেছেন।

বৃহস্পতিবার পাড়ার ট্যাপকলের সামনে বালতি নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ঝুম্পা দত্ত। তাঁর কথায়, প্রায় এক বছর থেকে গোটা পাড়ায় জল আসছে না। শুরু থেকে জল কিনছি। আমরা একাধিকবার পুর কর্তৃপক্ষকে জানালেও সুরাহা হয়নি। প্রতিদিন তো জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। জলকষ্টের সমাধান হোক। একই দাবি অপর বাসিন্দা নীপেন্দ্রনাথ দত্তের। তাঁর কথায়, 'অনেকদিন থেকে পাড়ায় জল আসছে না। স্ট্যান্ডপোস্ট থাকলেও জলের সমস্যা হচ্ছে। পাইপলাইন ফেটে গিয়েছে। আমরা বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু সমস্যা মেটাতে পারেনি। একবার পাইপ মেরামত করে দিলেও ফের তা ফেটে গিয়েছে। এখন সেই সমস্যাতেই ভুগছি আমরা।'

ধূপগুড়িতে জলসমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না কর্তৃপক্ষের। এর আগেও পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডে পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। কর্মী পাঠিয়ে মেরামত করে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হয়েছিল। এখন ফের কয়েকটি ওয়ার্ডে একই ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরে পাইপলাইন মেরামত না করায় নাগরিকরা আঙুল তুলছেন পুর কর্তৃপক্ষের দিকে। বিরোধী শিবির পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে পুরসভা কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করতেও পিছপা হয়নি। পুরসভার বিদায়ি বিরোধী দলনেতা কৃষ্ণদেব রায় বলেন, পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পুরসভা ব্যর্থ। ১ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ হলেও ৮ নম্বর ওয়ার্ডজুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জল আসছে না। পুরসভা নিজেরা যেমন জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ, তেমনি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের রিজার্ভারের জলও পরিষেবার কাজে লাগাতে পারেনি। উলটে পুর প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যরা পুরসভায় একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছেন। দ্রুত এলাকার পানীয় জলের সমস্যা মেটানো উচিত।

এই ব্যাপারে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, অভিযোগ সম্পর্কে জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীকে জানানো হয়েছে। দ্রুত মেরামতির বন্দোবস্ত করা হবে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে শীতের আমেজ

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : কথায় বলে, মর্নিং শোজ দ্য ডে। জলপাইগুড়ি শহরের ক্ষেত্রেও সেই কথা একেবারে প্রযোজ্য। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল ভার। পারদ পতনের শঙ্কা ছিল আগেই। দুপুর গড়িয়ে সময় যত এগোল, ঠান্ডা বাড়ল ততই। প্রবীণরা বছরের প্রথম ঠান্ডার দিন উপভোগ করলেন গায়ে মোটা শাল, সোয়েটার জড়িয়ে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার আগে চায়ের দোকানে ভিড় জমল অন্যদিনের থেকে দ্বিগুণ। বিকেলের আগে ঝিরঝির বৃষ্টি তিস্তাপারের শহরে জানান দিল, শীত এসে গিয়েছে।

অসময়ের বৃষ্টি দেখে বড় কৌতূহল তরুণমনেও। করলার দ্বিতীয় সেতুতে দাঁড়িয়ে দুই স্কুল পড়ুয়া ছাতা হাতে আলোচনায় খুব ব্যস্ত। কাছে যেতেই শোনা গেল, এটা বৃষ্টি না রে, এটা মিস্ট। ঝিরঝির বৃষ্টিতে দুই কিশোর যখন ভূগোল নিয়ে ব্যস্ত, অন্যপাড়ে দাঁড়িয়ে প্রেমিকযুগল ফিল করছে বৃষ্টি ভেজা প্রথম শীতের সন্ধ্যা।

সাধারণত, নভেম্বরের শেষদিক থেকে গায়ে মোটা কাপড় ওঠে জলপাইগুড়িবাসীর। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হলেও সেভাবে ঠান্ডা না পড়ায় নানা চর্চা চলছিল শহরে। শেষমেশ জলপাইগুড়ি শহরের আবহাওয়া বলছে, ঠান্ডা পড়েছে। শহরের ভেতরের জমজমাট রাস্তায় ঠান্ডা একটু কম অনুভূত হলেও রাত যত বেড়েছে ততই শীতের কামড় বাড়ছে। ঘরের ভেতর জামা গায়ে অনায়াসে থাকলেও বাইরে জ্যাকেট ছাড়া বেরোনোর সাহস দেখাতে পারেননি অনেকেই। বৃহস্পতিবার শহরে পারদ নেমেছে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। পান্ডাপাড়া, পাহাড়পুর, ডেঙ্গুয়াঝাড়ের মতো ফাঁকা জায়গায় স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা ছিল আরও বেশি।

একটু উষ্ণতার জন্য। বৃহস্পতিবার কালীবাড়ি রোডে। ছবি : মানসী দেব সরকার।

পারদ পতনের জেরে অনেক জায়গায় দেখা মিলেছে আগুন জ্বালিয়ে ওম নিতে। যারা একবার বাড়িমুখো হয়েছেন, তাঁরা কেউই প্রায় আর বেরোননি। বাবুপাড়ার এক দোকানে চায়ের কাপ হাতে চলছিল শীতের আমেজ নিয়ে নানা আলোচনা। শোভনতনু রায় বলেন, 'আজ আর কাজ করা যাবে না। ভালো জ্যাকেটও আনিনি। এখনই এইরকম ওয়েদার, রাত বাড়লে কী হবে কে জানে। সোজা বাড়িতে ঢুকে মাকে বলব গরম গরম খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজা বানাতে। ওটাই আজ ডিনার।' কদমতলা মোড়ে গণেশের চায়ের দোকানে প্রায় লাইন দিয়ে চা নিতে হয়েছে বিকেলের পর থেকে। কাঁপা কাঁপা হাতে মহিলা–পুরুষ নির্বিশেষে সবাই চা নিতে ব্যস্ত। বাইরে বের হলেই ভিজতে হবে। তাই দোকানের ভেতরেই যেন মেলার আমেজ। কিন্তু আলোচনার টপিক একটাই। এল এল করে শীত এসেই গেল। মনে হচ্ছে ভালো শীত পড়বে। সোয়েটার আর লেপ বের করতেই হবে এবার। পাশেই মুচকি হেসে গণেশ বলে উঠল, 'আরে দাদা এই ওয়েদার যেন প্রতিদিন হয়। আমার তো ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। আরও পড়ুক ঠান্ডা।'

গণেশ, কমলদের মতো মানুষের কাছে শীত উপার্জনের মাধ্যম, উঠতি বয়সিদের কাছে তা এনজয় করার। কিন্তু রাস্তাঘাট, স্টেশনে পড়ে থাকা ভবঘুরেদের যেন শীতে কষ্ট পেতে না হয়, সেইজন্য কি এগিয়ে আসবেন স্বেচ্ছাসেবীরা! কদমতলা রোড ধরে ছেঁড়া জামা গায়ে এগিয়ে চলা ভবঘুরের গায়ে উঠবে তো 'শীতবস্ত্র'। আমেজ ও আনন্দের মাঝে এটাও অন্যতম প্রশ্ন।

প্রভাব শহরে

- সকাল থেকে মেঘলা আকাশ ছিল
- সেভাবে রোদের দেখা মেলেনি
- বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি শুরু
- গায়ে ওঠে সোয়েটার, মাফলার ও জ্যাকেট
- পাড়ার চায়ের দোকানে দেদার বিক্রি
- সব মিলিয়ে ঠান্ডার আমেজ শহরে

দখল হটাতে উদাসীন পুরসভা

ফুটপাথের ওপর বেআইনিভাবে ব্যবসা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রারের হস্তক্ষেপে বুধবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির অস্থায়ী বাংলোর সামনে থেকে দখলদারদের হটিয়েছে পুরসভা। কিন্তু এটুকুতেই কি দায় সেরে নেওয়া যায়? কারণ জলপাইগুড়ি শহরের অন্যত্র রাস্তা দখল করে অবৈধভাবে ব্যবসা চললেও সেগুলি নিয়ে নির্বিকার পুরকর্তারা।

চলতি মাসের বোর্ড মিটিং শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে পুরপ্রধান পাপিয়া পাল দাবি করেছিলেন, শহরজুড়ে থাকা দখলদারদের সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে অভিযানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করতে ব্যর্থ পুরসভা। শহর ঘুরলেই সে দৃশ্য চোখে পড়বে সকলের। দিনবাজার করলা সেতুর দুই ধার এখন রীতিমতো দখলদারদের কবলে। কোনওকিছুতেই তাদের তোয়াক্কা নেই। ফুটপাথ দখল করেই দিব্বি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ।

সেতুর দুই ধারে ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসায় প্রতিদিন যানজট বাধছে। দিনবাজারের প্রবেশপথের দুই ধারেও হকারদের রমরমা ব্যবসা। দুইদিকে কাপড়ের দোকান, ফলের দোকানের ছড়াছড়ি। ফলে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার পরিস্থিতি নেই।

ফুটপাথ আর অবশিষ্ট নেই জলপাইগুড়ির মার্চেন্ট রোডে। বৃহস্পতিবার।

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে রয়েছে রীতিমতো অঘোষিত টোটোস্ট্যান্ড। হাসপাতালের সামনে রাস্তা দখল করে হোটেল তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে অবৈধভাবে দোকান তৈরি করে কাপড় এবং বাসন বিক্রি চলছে।

একই ছবি জলপাইগুড়ি স্টেশনবাজার চত্বরেও। সেখানে বেআইনি দখলদারদের রমরমা ব্যবসা। তৈরি হয়েছে অনেক গুমটি। অভিযোগ, সন্ধ্যার পর স্টেশনবাজার চত্বরে মদের অবৈধ কারবার চলে। স্টেশনবাজারের সামনের রাস্তায় বেআইনিভাবে অনেক দোকান গজিয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও কোনওকিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নেই পুরসভার। আর ভোগান্তি হচ্ছে আমআদমির।

কদমতলা, শান্তিপাড়া, বয়েলখানা, মাসকালাইবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় হকাররা রাস্তা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। বয়েলখানা বাজার সংলগ্ন এলাকায় জলপাইগুড়ি–শিলিগুড়ি রাস্তার ধারে সবজি বাজার বসে। যে কোনও সময়ে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি পুরসভার উপপুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ফুটপাথ দখলমুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত জলপাইগুড়ি শহরকে দখলমুক্ত করা হবে।' ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এমন কোনও কিছু বরদাস্ত করা হবে না।

যেখানে দখলদারি

- কদমতলা, শান্তিপাড়া, বয়েলখানা, মাসকালাইবাড়িতে রাস্তা দখল করে ব্যবসা
- স্টেশনবাজার চত্বরে দখলদারদের রমরমা
- ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার পরিস্থিতি নেই জলপাইগুড়ি শহরে

মাল স্টেশন চত্বরে আড্ডা পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার।

স্কুল চলাকালীন বাইরে ঘোরাঘুরি

সন্তু চৌধুরী

মালবাজার, ৭ ডিসেম্বর : বিভিন্ন সময়ে স্কুল ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। এর জেরে একদিকে যেমন খারাপ সঙ্গে পড়ার ভয় রয়েছে, তেমনি দুর্ঘটনারও প্রবল সম্ভাবনা থাকছে। সম্প্রতি স্কুল পালিয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়ে মালবাজারের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। এরপরই বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসেছে। হোয়াটসঅ্যাপ সহ বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই অবস্থা আবার আগের মতো। বেসরকারি স্কুলগুলি এ বিষয়ে যত্নশীল হলেও সরকারি স্কুলগুলির ভূমিকা তথৈবচ।

মাল স্টেশনে প্রায়শই ছাত্রছাত্রীদের দেখা যায়। স্কুলে না গিয়ে এখানে বসেই গল্প–আড্ডায় সময় কাটায় তারা। কিছু ছাত্র আবার ঝোপঝাড়ের আড়ালে নেশা করে বলেও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন রেলকর্মী সুবোধ দে বলেন, 'আমরা বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্লান্ত। কিন্তু প্রতিদিন সকাল ১১টার পর স্টেশন চত্বরে যেন ছাত্রছাত্রীদের মেলা বসে যায়।'

এদিনও মাল স্টেশন চত্বরে গিয়ে একই ছবি দেখা গেল। বেশিরভাগ ছাত্র–ছাত্রী পাশের বিএল হাইস্কুলের হলেও আদর্শ বিদ্যাভবন, আনন্দ বিদ্যাপীঠ সহ শহরের প্রায় সমস্ত সরকারি স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরাও রয়েছে সেখানে।

স্কুল চলাকালীন তারা স্টেশন চত্বরে কেন? এই প্রশ্ন করতেই কেউ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কেউবা শরীর খারাপ কিংবা স্কুল ছুটির অজুহাত দেখায়। আবার কিছু পড়ুয়া ব্যাগের মধ্যে স্কুলের পোশাক লুকিয়ে জানায় তারা আজ ঘুরতেই এসেছে। তবে শুধু ওল্ড মাল স্টেশনেই নয়, বাস স্ট্যান্ড মালবাজার পার্ক সহ সংলগ্ন এলাকাগুলোতেও স্কুল চলাকালীন ইউনিফর্মে ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতিনিয়ত দেখা মিলছে। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক মহলও উদ্বিগ্ন। শহরের একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ার অভিভাবক সৌরভ দত্ত বলেন, 'সব সময় ছেলে–মেয়ের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে কে কোথায় চলে যায় কীভাবে বুঝব?' এ বিষয়ে বিএল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

তবে পরিচালন কমিটির সদস্যরা বিষয়টি স্বীকার করে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, আধুনিক ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সমস্ত স্কুলে চালু করা অত্যন্ত জরুরি। অভিভাবকদেরও আরও সচেতন হতে হবে।

আবাসে বকেয়া ৫ বছরের কিস্তি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরে হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ২০২১–'২২ সালের উপভোক্তাদের বরাদ্দ এসেছে। কিন্তু ২০১৫–'১৬ থেকে ২০২০–'২১ আর্থিক বছরের বরাদ্দ এখনও বকেয়া। ওই পাঁচ বছরে ৩০০–র বেশি উপভোক্তা এখনও কিস্তির টাকা পাননি। কেউ বাড়ি অর্ধনির্মিত অবস্থায় ফেলে রেখেছেন, কেউ কাজই শুরু করতে পারেননি। গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ পুরোনো উপভোক্তারা। ২০২১–'২২ এর কিস্তির টাকা সাড়ে চার মাস আগে এলেও পুরসভা সেই টাকা উপভোক্তাদের বণ্টন করতে পারেনি।

পুরসভার বিরোধী কাউন্সিলার ও কংগ্রেস নেতা অম্লান মুন্সি বলেন, পুরসভাতে হাউজিং ফর অল কর্মসূচির জন্য সাড়ে চার কোটি টাকা এসেছে। চার মাসেও পুরসভা সেই টাকা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দিতে পারেনি। এটা বোর্ডের ব্যর্থতা।

জলপাইগুড়ি পুরাতন পুলিশ লাইনের বাসিন্দা প্রবীর রায়, মল্লিকা ভদ্র, তরুণদল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা গণেশ ঘোষ, বিবেকানন্দপাড়ার পঙ্কজ ঠাকুররা তৃতীয় কিস্তির টাকা না পেয়ে বাড়ির কাজ শেষ করতে পারছেন না। কিস্তির টাকার ব্যাপারে জানতে বারবার পুরসভায় গেলেও তাঁদের নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পুরসভা ২০২১–'২২ সালের বরাদ্দ সাড়ে চার কোটি টাকার ৫০ শতাংশ পুরোনো উপভোক্তাদের দেবে। এই ব্যাপারে পুরসভার মাসিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুরপ্রধান পাপিয়া পাল বলেন, '২০২১–২০২২ আর্থিক বছরে ৬৮৩ জন উপভোক্তার জন্য হাউজিং ফর অল কর্মসূচিতে সাড়ে চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই অর্থের মঞ্জুরি পুর কর্তৃপক্ষ পেয়েছে। আমরা দ্রুত অর্থ উপভোক্তাদের মধ্যে বণ্টন করব।'

এসডিও–র বার্তা

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ভোটাধিকার প্রয়োগ নিয়ে সচেতন করা হল দিনবাজারের যৌনকর্মীদের। বৃহস্পতিবার আবাসিকদের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন জানালেন মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। জলপাইগুড়ি সদরের বিডিও মিহির কর্মকারকে সঙ্গে নিয়ে যৌনকর্মীদের আবাসের জায়গা পরিদর্শন করেন। তাঁদের এলাকার নানা পরিকাঠামোর অভাব, সমস্যা সম্পর্কে শোনেন। নতুন ভোটারদের নাম তালিকায় তোলার জন্য আহ্বান জানান তিনি। তিনি জানান, প্রশাসন এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। ইভিএমের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যৌনকর্মীদের অবহিত করেন তিনি।

নাক ঢেকে মুখে ভাত তুলতে হয় বাস টার্মিনাসের হোটেলে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : সকাল থেকে খাটুনির পর বৃহস্পতিবার দুপুরে হোটেলে খেতে বসেছিলেন কয়েকজন। মুখে ভাত তুললেও মাঝে মাঝে নাক ঢাকতে হচ্ছিল তাঁদের। কারণ হোটেলের সামনের নিকাশিনালা ভরেছে আবর্জনায়। ঠিকমতো জলনিকাশি না হওয়ায় সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশে। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ। তাঁদের মন্তব্য, ঠিকমতো সাফাই করা হলে এই পরিস্থিতি হত না। যিনি ভাত পরিবেশন করছিলেন তিনি তো বলেই ফেললেন, 'বহুবছর ধরে এই নালা সাফাই হয়নি। আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে হোটেল ব্যবসাতেও প্রভাব পড়ছে।' ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার বাস টার্মিনাসের ভেতরের নিকাশিনালার দশা এখন এমনই।

শহরে ১৮ বছর আগে জরদা নদীর ধারে চালু হয় বাস টার্মিনাস। কিন্তু নিকাশিনালা পরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়নি। ফলে জলনিকাশি নিয়ে সমস্যা এখানে দীর্ঘদিনের।

এদিন দুপুরে টার্মিনাসের ভেতরের হোটেলে খেতে এসেছিলেন ধূপগুড়ি ডাউকিমারি পরিবহণ শ্রমিক চন্দন রায়। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'কাজের সূত্রে টার্মিনাসে আসি। উপায় নেই বলে এখানেই খেতে আসি। কিন্তু দুর্গন্ধে টেকা দায়।' ডাউকিমারির আরেক বাসিন্দা বিকাল রায়ের কথায়, 'টার্মিনাসের ভেতরে এমন দশা, অথচ কেউ দেখার নেই।' ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় গাড়িচালক শ্যামল সরকার বলেন, 'গাড়ি নিয়ে দুপুরে আসি, টার্মিনাসে ঢুকি। খুব তাড়াহুড়ো থাকে। এখানেই খেতে হয় দুপুরের খাবার। কিন্তু দুর্গন্ধের জেরে খাবারটাও খেতে পারি না।'

গাড়িচালকের কথা

> গাড়ি নিয়ে দুপুরে আসি, টার্মিনাসে ঢুকি। খুব তাড়াহুড়ো থাকে। এখানেই খেতে হয় দুপুরের খাবার। কিন্তু দুর্গন্ধের জেরে খাবারটাও ঠিকমতো খেতে পারি না। — শ্যামল সরকার

নিকাশিনালার এই দশা নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৩ বছর ধরে এখানে হোটেল চালিয়ে আসছেন পাপিয়া মণ্ডল। তাঁর কথায়, '১৩ বছরের মধ্যে এই নিকাশিনালা সাফাই হতে দেখিনি। বর্ষার সময় নালার জল উপচে দোকানে ঢুকে পড়ে।' হোটেল কর্মী মনোমতি সরকার বলেন, 'নালার এই দশা দীর্ঘদিনের। মাঝে মাঝে ব্যবসায়ীরা নিজেরা টাকা দিয়ে নালা সাফাই করান। কারণ প্রশাসনের লোককে সাফাই করতে দেখিনি।' নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, 'খুবই সমস্যার বিষয়। ওই এলাকায় যাওয়াই যায় না। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।' ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রদ্যোত বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে পুরসভায় আলোচনা করব।'

বিয়ের আসরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে কনে দীক্ষা ছেত্রী কাটোয়াল। বৃহস্পতিবার কার্সিয়াংয়ে।

সিদ্ধান্ত বদল, চলবে কাঞ্চনকন্যা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : পর্যটন মহলের কাছে কার্যত 'নতি' স্বীকার করল রেল। ডিসেম্বরে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের চলাচল বন্ধ থাকছে না। কিছুটা রুট পরিবর্তন করে, ডুয়ার্সে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস নিয়মিত চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবারই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, 'যে কয়েকদিনের জন্য ট্রেনটিকে বাতিল করা হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুধু ট্রেনটির রুটের যে অংশে লাইন মেরামতির কাজ চলছে সেই অংশে ট্রেনটিকে ঘুরিয়ে ফের স্বাভাবিক পথেই ট্রেনটিকে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত যাত্রা ও মুরারই স্টেশনের মাঝে রেলের কাজের জন্য আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের চলাচল বাতিল করেছিল রেল কর্তৃপক্ষ।

আর তার জেরেই হইচই পড়ে যায় পর্যটন মহলে। একদিকে যেমন বিপাকে পড়েন পর্যটকরা, তেমনই আবার শীতকালীন পর্যটনের মরশুমে ট্রেন বাতিল হওয়ায় মাথায় হাত পড়ে গিয়েছিল পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও। প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন তাঁরা। এখন রেলের এই সিদ্ধান্তের বদলে স্বভাবতই হাঁফ ছেড়েছেন তাঁরা।

এই কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আসলে ডুয়ার্সে ঘুরতে আসা বহু পর্যটকের ভরসার ট্রেন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে অনেকেই উত্তরবঙ্গে ঘুরতে এলে এই ট্রেনেই টিকিট কাটেন। সেকারণেই রেলের এই সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েন পর্যটকরা। ক্ষতির মুখে পড়েন ডুয়ার্সের কয়েক হাজার পর্যটন ব্যবসায়ী।

রেলের এই সিদ্ধান্তের পরই বহু পর্যটক যাঁরা এই ট্রেনের উপরে ভিত্তি করে, দিনকয়েকের মধ্যে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসবেন ভেবেছিলেন, তাঁরা তাঁদের বুকিং বাতিল করতে শুরু করেছিলেন। লাটাগুড়ি রিসর্টস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের তরফ থেকে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলার কাছে কাঞ্চনকন্যার পরিবর্তে বিকল্প ট্রেন চালাবার দাবি জানানো হয়েছিল। তবে তার আগেই তো সিদ্ধান্ত বদলে গেল। রেল জানিয়েছে, কাঞ্চনকন্যার যাত্রাপথে যে অংশে কারিগরি মেরামতির কাজ চলছে, সেখানে রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। তবে মালদার পর থেকে স্বাভাবিক রুটেই চলবে কাঞ্চনকন্যা।

ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, 'দাবি মেনে রেল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সত্যি প্রশংসনীয়।' একই বক্তব্য লাটাগুড়ি রিসর্টস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মিঠু মুখোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, 'এই ট্রেনটি বাতিল হলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হত। অবশেষে রেল ট্রেনটি চালু রাখায় সমস্যার সমাধান হল।' তবে কাঞ্চনকন্যা বন্ধ থাকার খবর পেয়ে যাঁরা এর মধ্যে বুকিং বাতিল করেছেন, তাঁদের কি হবে?

> যে কয়েকদিনের জন্য ট্রেনটিকে বাতিল করা হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুধু ট্রেনটির রুটের যে অংশে লাইন মেরামতির কাজ চলছে সেই অংশে ট্রেনটিকে ঘুরিয়ে ফের স্বাভাবিক পথেই ট্রেনটিকে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
> –সব্যসাচী দে
> মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

'রক্তের বন্ধন'

প্রথম পাতার পর

এখন যে কোনও বাগানে গিয়ে পাতা তুলতে পারব। আজ একটা বড় শিক্ষা হল।' মমতা রিসর্টে ফিরে আসার পরেই আবেশ এবং দীক্ষা আশীর্বাদ নিতে সেখানে যান। শুক্রবারই নববধূকে নিয়ে বাড়ির লোকজন কলকাতায় রওনা হবেন। অভিষেকেরও ওইদিন কলকাতায় ফেরার কথা রয়েছে। তবে, কার্সিয়াংয়ে বিয়ের পর্ব শেষ হলেও প্রশাসনিক কর্মসূচির জন্য মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে থাকবেন ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

শুক্রবার কার্সিয়াংয়ের মন্টেভিট ময়দানে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার বাসিন্দাদের সরকারি সহায়তা প্রদান করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠান নিয়ে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে চর্চা রয়েছে। এর আগে যতবার পাহাড়ে এসেছেন, এখানকার উন্নয়নে একগুচ্ছ ঘোষণা করেছেন। এবার তিনি পাহাড়ের জন্য নতুন কী ঘোষণা করবেন তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই।

গত ৪ অক্টোবর তিস্তার ত্রাসে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কালিম্পং জেলায়। একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি বহু মানুষের বাড়িঘর নদীতে ভেসে গিয়েছে। তিস্তার প্লাবনে সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। অনেক এলাকাতেই এখনও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। এই ক্ষতি সামাল দিতে রাজ্যের কাছে ২৫০ কোটি টাকা চেয়ে চিঠি দিয়েছিল জিটিএ। রাজ্যের তরফে সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য জিটিএকে কোনও আর্থিক প্যাকেজ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনই জল্পনা পাহাড়ে। তবে, মূল চর্চা রয়েছে চা বাগান নিয়ে। চা শ্রমিকদের পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা নিয়ে পাহাড়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। তারপরই রাজ্য সরকার শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমি জরিপ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই পাট্টা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী কোনও নীতি ঘোষণা করতে পারেন। জিটিএ সূত্রের খবর, কয়েক মাস ধরে জিটিএতে কোনও টাকা আসেনি। ফলে জিটিএ'র ভাঁড়ার কার্যত শূন্য। মুখ্যমন্ত্রীও সেটা জানেন। তাই পাহাড়ের উন্নয়নেও বিভিন্ন খাত ধরে রাজ্যের তরফে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হতে পারে। তবে, যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলছেন, ততক্ষণ সবটাই জল্পনা।

ফসল বাঁচানোর জালে সাপ, পাখির মরণফাঁদ

প্রথম পাতার পর

ডুয়ার্সের বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার বলেন, 'অনেকেই সবজি রক্ষার তাগিদে এই জাল ব্যবহার করেন। এর আগে একাধিকবার জালে আটকে পাখি ও ছোটখাটো প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। এসব নিয়ে চাষিদেরও আরেকটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।'

ইতিমধ্যে ময়নাগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় এধরনের ঘটনা সামনে এসেছে। তিস্তার চর সহ জলঢাকা সংলগ্ন আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে ইতিমধ্যে একাধিক পাখির মৃত্যু হয়েছে। এলাকার কৃষক জানান, শীতের মরশুমে সর্ষে, মটরশুঁটি, বেগুনখেতে পাখির হানা লেগেই থাকে। আবাদি জমিতে পাখির ঝাঁক এসে বসলে নিমেষে সব কিছু সাবাড় করে দেয়। তাই পাখির হাত থেকে সবজি ও ফসল রক্ষার জন্য এই জালের প্রয়োগ করা হয়। চাষিদের মধ্যে এব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত প্রচারাভিযান চালানোর দাবি তুলেছেন নন্দু রায়ের মতো পরিবেশপ্রেমীরা। নন্দুর দাবি, তিনি নিজেই শতাধিক পাখি ও ছোট প্রাণীকে এধরনের জাল কেটে উদ্ধার করেছেন।

আবহাওয়া
শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৬.০	১৮.০
শিলিগুড়ি	২৭.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	২৭.০	১৫.০
কোচবিহার	২৭.০	১৬.০
আলিপুরদুয়ার	২৭.০	১৬.০
মালদা	২৫.০	১৬.০
রায়গঞ্জ	২৬.০	১৬.০
গ্যাংটক	১৮.০	৮.০

নদীর পাড়ে রক্তাক্ত চিতাবাঘ

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৭ ডিসেম্বর : সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। মুখ দিয়ে তখনও ঝরছে তাজা রক্ত। সামান্য দূরে পড়ে রয়েছে একটা লাঠি। তাতেও রক্তের দাগ।

বৃহস্পতিবার সকালে জটেশ্বরে মুজনাই নদীর শ্মশানঘাটের মাঠে পড়ে থাকা পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘটি যে গণপিটুনির শিকার, তা আর বুঝতে বাকি ছিল না বনকর্মীদের। কারণ এদিন সকালেই এলাকায় চিতাবাঘের আক্রমণে জখম হয়েছেন দুজন। ফলে দুটি ঘটনাকে দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফেলেছেন বনকর্মীরা। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আগে মৃত্যুর কারণ নিয়ে সরকারিভাবে বিবৃতি দিতে নারাজ বন দপ্তর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল নয়টা নাগাদ ধূলাগাঁও লালস্কুল এলাকার বাসিন্দা নিরোদ রায় গোরু বেঁধে বাড়িতে ফিরছিলেন। আচমকা পেছন থেকে নিরোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘটি। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যান তিনি। তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঁচড় ও কামড় বসিয়ে পালিয়েও যায় বুনোটি। আহত হওয়ার পর আর্তনাদ করতে করতে বাড়িমুখো হন নিরোদ। তারপরই ঘটনার অনুসন্ধানে বের হন এলাকার বাসিন্দারা। উৎসুক জনতার ঢল গুটিগুটি পায়ে নদীর পাড়ের বাগানে ঢুকলে সেখানে ফের আক্রমণ চালায় চিতাবাঘটি। দ্বিতীয়বারে আহত হন শ্যামল বর্মন নামে এক টোটোচালক। পরে নিরোদ ও শ্যামল দুজনকেই বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়েও দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

দুই বাসিন্দা আহত হওয়ার পরই ঘাতক চিতাবাঘটির উপর লাঠিসোঁটা নিয়ে উত্তেজিত জনতা হামলা চালায় বলে দাবি করছেন স্থানীয়দেরই একটি অংশ। মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা জানিয়েছেন, চিতাবাঘটির গায়ে বেশ কিছু ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোম তুলে নেওয়া হয়েছে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। গণপিটুনি বা জোরে কোনও বস্তু দিয়ে চিতাবাঘকে আঘাত না করলে মুখ থেকে রক্ত বের হওয়ার কথা নয়। আহত নিরোদকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব, 'চিতাবাঘটি আমার উপর হামলা চালিয়েছিল। তারপর আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর কী ঘটেছে, আমার জানা নেই।'

বন দপ্তরের জলদাপাড়ার এডিএফও নভজিৎ দে বলছেন, 'আমরা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

বন দপ্তরেরই একাংশের দাবি, যে জায়গা থেকে চিতাবাঘের মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে তিনশো মিটারের মধ্যে গণপিটুনির শিকার হয়েছে বুনোটি। মারা যাওয়ার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য সম্ভবত সেটিকে

পড়ে রয়েছে চিতাবাঘের নিথর দেহ। মুজনাই নদীর পাড়ে।

শ্মশানঘাট এলাকায় ফেলে রেখে গিয়েছে উত্তেজিত জনতা।

এদিন বিকেলের দিকে স্নিফার ডগ এনে এলাকায় তল্লাশি চালান মাদারিহাট ও জলদাপাড়ার বনকর্মীরা। ঘটনাস্থলে চিতাবাঘটির পায়ের ছাপও মিলিয়ে দেখেন জলদাপাড়ার বন বিভাগের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক রিয়া গঙ্গোপাধ্যায় সহ বাকি বনকর্মীরা। বনকর্মীদের অনুমান, ধূলাগাঁও লালস্কুল এলাকায় একাধিক চিতাবাঘ রয়েছে।

এদিকে, গভীর রাতেও চিতাবাঘটির ময়নাতদন্ত হয়নি। বন দপ্তর সূত্রের খবর, কোর্টের অনুমতি নিয়ে দিনের আলোয় চিতাবাঘটির ময়নাতদন্ত করা হবে। বন দপ্তরের অনারারি ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরী বলছেন, 'এই ধরনের ঘটনা কখনোই হওয়া উচিত নয়। আইন হাতে তুলে নিয়ে চিতাবাঘ পিটিয়ে মারা দণ্ডনীয় অপরাধ। বন দপ্তর নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে।'

ভোল বদল রবির

প্রথম পাতার পর

শ্বেতপত্র প্রকাশ করে রাসমেলায় আয়-ব্যয়ের হিসাব না দেওয়া হলে জেলাজুড়ে আন্দোলন হবে। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করব।' সেবাদলের জেলা চেয়ারম্যান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কথা, 'পুর চেয়ারম্যান নিজে কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত। তা না হলে ফাঁকা ফর্মে ওয়ার্ক অর্ডার দিতেন না। যাঁদের কাছ থেকে বাড়তি মাশুল আদায় করা হয়েছে প্রত্যেককে সেই অর্থ ফেরত দিতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী, পুরমন্ত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের প্রথমসারির নেতা, মন্ত্রীরা বর্তমানে কার্সিয়াংয়ে রয়েছেন। সূত্রের খবর, এদিন আলো কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রকাশিত খবর অভিষেক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আনেন এক রাজ্য তৃণমূল নেতা। তারপর হইচই শুরু হয়। রাজ্যের এক মন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে মমতা ও অভিষেককে জানান। তারপরই রবীন্দ্রনাথকে ফোন করে দ্রুত আইন মোতাবেক পদক্ষেপ করতে বলা হয়। যার ফলে তড়িঘড়ি বৈঠক বসে পুরসভায়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'অভিযোগ করা সহজ। এত বড় মেলা পরিচালনা করা কঠিন। পুরসভার বিদ্যুৎ বিভাগ বিষয়টি দেখভাল করছিল। অভিযোগ ওঠায় আজ আমরা বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে ডেকে বৈঠক করে যা যা বলার বলে দিয়েছি। পুরসভার তরফে চিঠি দিয়ে আইন মেনে কাজের কথাও বলা হয়েছে।'

পুরসভা সূত্রের খবর, বিনা পয়সায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল, বিসর্জন, ছটপুজো, রাসমেলা চত্বর ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে পুরসভাকে আলোর বন্দোবস্ত করা নিয়ে কেন সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছেন, তা নিয়ে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার মালিককে চেপে ধরেন পুরকর্তারা। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখন সেই সংস্থার কর্তারা কিছুই বলতে চাইছেন না। সংস্থার ম্যানেজার অমিতকুমার দাসের কথা, 'পুরসভার সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে আর কিছুই বলব না। কোনও কথা বলা যাবে না। যা বলার আগেই বলে দিয়েছি। এখন আর এসব নিয়ে সমস্যা বাড়াতে চাই না।'

পুরসভা যদি এখন কোটেশন অনুসারে বিদ্যুৎ মাশুল আদায় করতে বলে তাহলে ইতিমধ্যেই যাঁদের কাছে বাড়তি টাকা আদায় করা হয়েছে সেটা কি তাহলে ফেরত দেওয়া হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি চেয়ারম্যান বা বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্তাদের কাছ থেকে। তবে বাড়তি অর্থ ফেরতের দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সম্পাদক তপন ঘোষ বলেন, 'পুরবোর্ড রাসমেলার ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম করছে। সরকারি মেলায় যেভাবে ব্যবসায়ীদের গান পয়েন্টে রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়তি অর্থ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যাঁদের কাছ থেকে বাড়তি বিদ্যুৎ মাশুল নেওয়া হয়েছে দ্রুত সেই অর্থে ফেরত দিক পুরসভা।'

কংগ্রেস আন্দোলনে নামলেও আলো কেলেঙ্কারি নিয়ে কেন বিজেপি, বামফ্রন্ট নিশ্চুপ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে কোচবিহারের বিভিন্ন মহল।

রিয়াবাড়ি নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আজ

নাগরাকাটা, ৭ ডিসেম্বর : বানারহাটের বন্ধ রিয়াবাড়ি চা বাগান নিয়ে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল শ্রম দপ্তর। শুক্রবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দপ্তরে ওই বৈঠকটি হবে। আট ঘণ্টা কাজকে কেন্দ্র করে গত ১ ডিসেম্বর রিয়াবাড়িতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক জারি হয়। এরপর ৪ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্যর কার্যালয়ে সব পক্ষকে নিয়ে একটি বৈঠক হলেও জট খোলেনি। ১১ ডিসেম্বর বানারহাটে একটি সভায় যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। তার আগে রিয়াবাড়ির জট খোলে কি না এখন সেটাই দেখার। শ্রমিক সংগঠনগুলি অবশ্য এব্যাপারে আশাবাদী।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, আশা করছি শুক্রবারের বৈঠকেই সমস্যা মিটে যাবে। আট ঘণ্টা কাজকে কেন্দ্র করে কোনও সমস্যা নেই। সিপিএম প্রভাবিত চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলমের বক্তব্য, 'রিয়াবাড়ির মতো একটি ভালো বাগান বন্ধ হোক তা শ্রমিক, মালিকপক্ষ কখনও চায়নি। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী লোক সেখানে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করেছে। শুক্রবারই যাতে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এটাই আমাদের দাবি।'

শীতের আমেজ

প্রথম পাতার পর

তবে, বেশি পরিমাণ তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে সিকিমে। পাশাপাশি ওই রাজ্যে আগামী কয়েকদিন টানা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে কোচবিহারের রাসমেলায়। সেখানে ভিড় হয়েছে কম। বিক্রিবাটাও তেমন হয়নি বলে হতাশ ব্যবসায়ীরা।

সিকিম কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক গোপীনাথ রাহা বলেছেন, 'ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের পরোক্ষ প্রভাব এই অঞ্চলে পড়েছে। মিচাং স্থলভাগে প্রবেশ করার পর শক্তি হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ধরে রাখা মেঘপুঞ্জ ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। তার দোসর হয়েছে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। যার জেরেই উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের আবহাওয়ায় এই বদল এসেছে। এর জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় রাতের তাপমাত্রা তিন-চার ডিগ্রি কমবে।'

তবে শীতের আমেজ অনুভূত হলেও জাঁকিয়ে শীত পড়তে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে।

সরকারি অফিসে নাবালিকার শ্লীলতাহানি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ ডিসেম্বর : খারাপ খবরের যেন বিরামই নেই। এবারে সরকারি অফিস চত্বরে এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) কোচবিহার সাব-ডিভিশন মেকানিক্যাল বিভাগের অফিসে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে সেখানকারই এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে খবর ছড়াতেই বাসিন্দাদের ক্ষোভ তীব্র হয়েছে।

বুধবারের এই ঘটনায় ওই নাবালিকার পরিবার রাতে কোচবিহার সদর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করে। অভিযুক্ত সমীর দাসকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কঠোর শাস্তির দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট অফিসে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত এক ব্যক্তি নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির সাহস পেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই নাবালিকা কোচবিহার শহরের বাসিন্দা। তার বাবা টোটো চালিয়ে সংসার চালান। পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত সত্তরোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধের বহুদিন ধরেই ওই নাবালিকার ওপর কুনজর ছিল। ওই ব্যক্তি বহুদিন ধরেই ওই নাবালিকাকে মাঝেমধ্যে টাকা ও চকোলেট দিতেন। মেয়েটি বুধবার স্কুলে যাচ্ছিল। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি তাকে এমনই কিছু উপহারের লোভ দেখিয়ে পিএইচই'র কোচবিহার সাব-ডিভিশন মেকানিক্যাল বিভাগের অফিসের গ্যারাজে নিয়ে যান। সেখানে তিনি ওই নাবালিকার শ্লীলতাহানি করেন। সেই সময় অবশ্য কোনও কর্মী ওই অফিসে ছিলেন না। একজন নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও তিনি সেই সময় স্নান করছিলেন বলে তাঁর দাবি। শ্লীলতাহানির ঘটনাটি জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির বাসিন্দা অনাথ সরকার ও তাঁর স্ত্রী দেখে ফেলেন। তাঁরাই এলাকার বাসিন্দাদের ঘটনাটি জানান। নাবালিকা বাড়িতে ফিরলে তার পরিবারকেও ঘটনাটি জানানো হয়। পরিবার রাতেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাবালিকার মা বলেন, 'ওই ব্যক্তি আগেও আমার মেয়েকে টাকা দিত, চকোলেট দিত। লোভ দেখিয়ে সে আমার মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করত। এ বিষয়ে কাউকে যেন কিছু না বলা হয় সেজন্য ওই ব্যক্তি মেয়েকে মাঝেমধ্যে হুমকিও দিত। এ নিয়ে ওই ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের কথাকাটাকাটিও হয়েছে। এবারে ও মেয়ের সঙ্গে যা করেছে তা কোনওমতেই মেনে নিতে পারছি না। ধৃতের কড়া শাস্তি চাই।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনাথ সরকার বললেন, 'আমি ও আমার স্ত্রী ঘরেই ছিলাম। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎ দেখি ওই ব্যক্তি ওই নাবালিকাকে নিয়ে অফিসের গ্যারাজে ঢুকেছেন। সেখানে তিনি মেয়েটির শ্লীলতাহানি করছেন। আমরা সবাইকে খবর দিই। ধৃতের কড়া শাস্তি চাই।' প্রতিবেশীরা দুঃস্থ পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছেন। ধৃতের কড়া শাস্তির দাবিতে এদিন তাঁরা আন্দোলনে নামেন।

গত ১৮ জুলাই কালজানিতে দশম শ্রেণির এক নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ২৬ জুলাই ওই নাবালিকা মারা যায়। পরবর্তীতে বক্সিরহাট, পুণ্ডিবাড়ি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনাগুলির রেশ কাটতে না কাটতে একেবারে সরকারি অফিস চত্বরে শ্লীলতাহানির ঘটনায় আরও উদ্বেগ ছড়াল। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

বাসিন্দাদের বিক্ষোভ

- বহুদিন ধরেই চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়ার ওপর সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের নজর
- বুধবার স্কুলে যাওয়ার সময় তাকে পিএইচই'র গ্যারাজে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি
- ঘটনাস্থলের পাশেই থাকা এক দম্পতি তা দেখে সবাইকে জানান, পুলিশে অভিযোগ
- পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার, তিনি পিএইচই'র ওই অফিসের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী

২৪ হাজার কোটি উত্তরে বিনিয়োগ

প্রথম পাতার পর

সামনে কথা দেন জগদীশ। কোচবিহারের অজয়কুমার গুপ্তা ফ্লাওয়ার মিলের জন্য প্রায় ২১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন। শিল্পোদ্যোগী উমাং মিত্তাল জানিয়েছেন, তিনি একটি মল তৈরি করছেন। যেখানে বিনিয়োগ হবে ১০৫ কোটি টাকা। এই মলে সরাসরি প্রায় ৩০০০ কর্মীর কর্মসংস্থান হবে। উত্তরবঙ্গের শিল্পপতি জয়দীপ মজুমদার ও শ্রেয়াংস জৈনরাও নতুন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করছেন বলে জানিয়েছেন।

পরে মুখ্যসচিব বলেন, 'উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই নজর দিয়েছেন। যে কারণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি হয়েছে। এই রাজ্যে যাঁরা বিনিয়োগ করছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সব স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে ছোটখাটো সমস্যার কথা তাঁরা জানালে আমরা বৈঠক করে দ্রুত সেইসব সমস্যার সমাধান করে দিই। তবে সরকারের বেশ কিছু পরিষেবা সম্পর্কে তাঁরা জানতে পারতেন না। এখন স্থানীয় বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্সকেও বৈঠকে ডাকা হয়। তারাও রাজ্যকে বিভিন্ন সময় প্রস্তাবও দিয়ে থাকে।' তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে পর্যটন একটা বড় বিষয়। সেখানে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। যাঁরা পর্যটন সংক্রান্ত কাজকর্ম করেন তাঁরা এতদিন ব্যাংক ঋণ নিলে কমার্সিয়াল স্ট্যাটাসে লোন পেতেন। কিন্তু এখন তাঁরা কম সুদে ঋণ পাচ্ছেন। উত্তরবঙ্গে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট করা হচ্ছে কালিম্পংয়ে। প্রচুর নতুন হাসপাতাল, হোটেল তৈরি হচ্ছে।'

এর আগেও একাধিক শিল্প সম্মেলনে উত্তরবঙ্গে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তার খুব সামান্য অংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। এবার কী হবে, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকছেই।

তিন নাবালিকা নিখোঁজে রহস্য

প্রথম পাতার পর

ডুয়ার্স জাগরণ নামে বানারহাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'ওরা বাড়ি ফিরে এলে কাউন্সেলিং করা দরকার। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লকে চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি থাকলেও সেগুলিকে শক্তিশালী করা যে কতটা প্রয়োজন এই ধরনের ঘটনাগুলি ফের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।'

সবজি বিক্রির ফাঁকে শিক্ষাদান

শেফালি যেন বাস্তবের দশভুজা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি শহরে উড়ালপুলের নীচে টিকিয়াপাড়ার মোড়ে সবজির দোকান শেফালি সাহা ও টুলটুল সাহার। সেখান থেকে যা আয় হয়, তা দিয়েই চলে সংসার। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন শেফালি। তারপর নানা কারণে স্কুলের গণ্ডি ছাড়তে হয়েছে।

টুলটুল অসুস্থ। একা ব্যবসা সামলানো তাঁর পক্ষে কঠিন। দিনভর স্বামীর সঙ্গে দোকান সামলাতে হয় শেফালিকে। লেখাপড়ার গুরুত্ব তিনি বোঝেন। তাই ক্রেতাদের ভিড় সামলানোর ফাঁকে দোকানের মধ্যেই ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসেন।

ছেলে জিতের জন্ম হয়েছে বাড়িতে। তাই তার কোনও জন্ম প্রমাণপত্র নেই। সে কারণে চলতি বছর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে পারেননি শেফালি। পরের বছর অবশ্য তাকে ভর্তি করবেন বলে ঠিক করেছেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পাঁচ বছরের ছেলে ও তিন বছরের মেয়ে পাপড়ি এখনও স্কুলের গণ্ডিতে পা না রাখলেও তাদের লেখাপড়ায় কোনও খামতি রাখতে চান না শেফালি। দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাঁর চোখে হাজারো স্বপ্ন। ওরা ভালোমতো পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। শেফালির ইচ্ছে, ভবিষ্যতে সন্তানদের চিকিৎসক কিংবা শিক্ষকতার পেশায় দেখতে।

দোকানে ছেলে জিৎ ও মেয়ে পাপড়িকে পড়াচ্ছেন শেফালি। –বিষ্ণুজীবন রায়

যে দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে যেন সন্তানদের পড়তে না হয়। নিজের জীবন সম্পর্কে বলতে বলতে চোখের কোনা যেন চিকচিক করে উঠল তাঁর। বললেন, 'আমরা যেভাবে কষ্ট করছি, চাই না ছেলেমেয়েরা করুক। ওরা মানুষের মতো মানুষ হোক।'

আসল বাড়ি ডাউকিমারিতে হলেও জীবিকার টানে সেখান থেকে শহরের সর্বহারা কলোনিতে এসে বসবাস শুরু করেন তাঁরা। স্বামীর শারীরিক অসুস্থতা ও সংসারের অভাব-অনটনের কারণে তিনি সঙ্গ দিয়েছেন ব্যবসায়। দুই ছেলেমেয়ের ভালো ভবিষ্যৎ গড়তে হাড়ভাঙা খাটনি সত্ত্বেও ক্লান্তির ছাপ দেখা যায় না তাঁর মুখে।

সবজি ওজন করতে করতে তিনি বলছিলেন, 'আমি সঙ্গে না থাকলে ওরা পড়তে বসে না। তাই হাজারো কাজের চাপ থাকলেও নিয়মিত পড়তে বসানোর চেষ্টা করি। দোকান থেকে বেরোনো সম্ভব নয়। তাই এখানেই চলে লেখাপড়া।'

শেফালির জীবনযুদ্ধ অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা। তেমনই একজন বিষ্ণুজীবন রায়। দোকান সামলানোর পাশাপাশি দুই ছেলেমেয়েকে পড়ানোর ছবি যে তাঁর মনে দাগ কেটেছে, এদিন সেকথাই বলছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'মনটা ভালো করা একটা দৃশ্য। আশা করি, তাঁর ছেলেমেয়ে অনেক বড় হবে। শেফালির সব ইচ্ছে পূরণ হোক।'

জমি দখলের শহর

প্রথম পাতার পর

অতীতে এসজেডিএতে প্রচুর টাকা ছিল। সৌরভ আসার আগেই সেই টাকা তছরুপ হয়। সেই টাকা যে কোথায় গেল, তা আজও বের করার উদ্যোগ হয়নি। সংস্থার বর্তমান বাজেটও চেয়ে মেলে না। দূর অতীতে কলকাতায় আইএফএতে এক ফুটবলকর্তা টাকা তছরুপের পর আদালতে বলেছিলেন, 'মা কালীর স্বপ্নাদেশে সব টাকা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি।' যাক, শিলিগুড়িতে অন্তত কেউ বলেনি স্বপ্ন দেখে মহানন্দায় অর্থ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি। অবশ্য মহানন্দায় জলই বা কোথায়?

মহানন্দা বলতে মনে পড়ল, শিলিগুড়ির মতো নদী ভাগ্য দেশের কম শহরেরই। একটা নদী থাকলেই যে কোনও শহরের সৌন্দর্যের মানচিত্র পালটে যায়। পর্যটকদের বারবার টেনে আনে। এ শহরে যেদিকেই যাই, সপ্তদিকে নদী এসে হাত ধরে। মহানন্দা, বালাসন, সাহু, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী, পঞ্চনই। সামান্য এগোলে তিস্তা। সরকার, পুরসভা এবং এসজেডিএ মিলেমিশে উদ্যোগী হলে হতে পারত দেশের অন্যতম সুন্দর শহর। কেউ মমতা নিয়ে তাকালেই না। অধিকাংশ নদীই নর্দমায় পরিণত। অন্য রাজ্য হলে বালাসন ও মহানন্দার মিলনস্থলই এক স্বর্গীয় ট্যুরিস্ট স্পট হতে পারত। এখানে শুধু প্রতিশ্রুতি মেলে।

কেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থবির শিলিগুড়ি? উত্তর একটাই। পুরসভার ভাঁড়ে মা ভবানী, কনট্রাক্টরদেরই প্রচুর টাকা বাকি। অফিসটি আগের তুলনায় ঝকঝকে। ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ায় সমস্যা কম। ওটুকুই। কিছু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র বাড়ানো ছাড়া কোনও বিষয়ে লেটার মার্কস পাবে না পুরনিগম। সবেতেই টেনেটুনে পাশ। রাস্তা পরিষ্কারে কোনও ওয়ার্ড লেটার মার্কস, কোনওটা ডাহা ফেল। ডামাডোলে বৃহত্তম রহস্য, যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন রাজ্য সরকারই চালাতে পারল না টাকার অভাবে, সেটা আবার পুরসভার ঘাড়ে চাপানো হল কেন? ১৯৮৭ সালে এয়ারলাইন্স কাপে এই স্টেডিয়ামকে যা দেখেছিলাম, ৩৬ বছর পরেও সেই অবিকল হীনদীন চেহারা। এখানে বাম-তৃণমূল ভাই ভাই। তাই ভাঙা কুৎসিত প্রাচীরে রংয়ের পোচ পড়ে। বিধান মার্কেট নিয়ে পুরসভা-এসজেডিএ তর্জা তুঙ্গে বলে সমস্যা মেটে না। আলিপুরদুয়ারেও থুতু-পিক ফেললে হাসপাতালে জরিমানা চালু হয়েছে- শিলিগুড়ি পারে না কেন?

রাজ্যজুড়ে তৃণমূল-বিজেপির তর্জার মধ্যে দেখছি, তৃণমূলের কিছু নেতা অকারণ বিজেপির নেতাদের গলার শির ফুলিয়ে চ্যাঁচানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। বুদ্ধিদাতাদের বুদ্ধিতেই নন ইস্যু প্রতিপক্ষের ইস্যু হয়ে উঠছে। বিজেপির সভা আটকাতে মামলা করা হচ্ছে। এমএলএদের নামে এফআইআর করা হচ্ছে। সেখানে থাকছে তৃণমূলে নাম লেখানো বিধায়কের নামও। বেশি গুরুত্ব না দিলে বিজেপি আরও গুরুত্বহীন হতে পারত।

শিলিগুড়িতেও তাই। বিজেপির অস্তিত্ব শুধু বিধায়ক শংকরের টিভির কলতলার ঝগড়া আর শুভেন্দুর চিরকালীন চিলচিৎকারের মাঝে। বাম-কংগ্রেসও শীতঘুমে বিজেপি স্টাইলে। সেখানে রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমী গৌতম হঠাৎই দিন তিনেক আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা বিতর্কে বিজেপির নাম করে বললেন, মেরে বিজেপির হাত-পা ভেঙে দেব। অজান্তে সেই এক খেলা- গুরুত্বহীনকে গুরুত্বপূর্ণ করে দেওয়া।

কী দরকার ছিল? গৌতম এমন পরিবেশে নির্মল রবীন্দ্রসংগীতই শুনিয়ে দিতে পারতেন- হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা/ হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধুমল রঙে আঁকা।

শিলিগুড়ির ত্রিনয়ন এই হেমন্তে ঢাকাই রয়েছে শাসক ও বিরোধীর ব্যর্থতায়।

তিন নম্বরে পছন্দ ঈশান

প্রশ্নচিহ্নের মুখে টি২০ দলে বিরাটের ভবিষ্যৎ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : বিরাট কোহলি টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে আর অটোমেটিক চয়েজ নন!

সর্বভারতীয় এক হিন্দি দৈনিকে সম্প্রতি এমনই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে এমনও দাবি করা হয়েছে, আগামী জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও কোহলি ভারতীয় দলে অনিশ্চিত। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট আগামীর লক্ষ্যে নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনায় ডুবে রয়েছে। যে পরিকল্পনার মধ্যে আপাতত কোহলির নাম নেই। বরং টি২০ বিশ্বকাপের আসরে টিম ইন্ডিয়ার তিন নম্বর ব্যাটার হিসেবে ঈশান কিষানকে চাইছেন রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়রা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে ইতিমধ্যেই সেদেশে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। আর কয়েকদিন পরই নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। বিরাট এখনও যাননি দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলবেন না, আগেই জানিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকদের। বছরের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টে খেলার কথা বিরাটের। তার আগে তাঁর টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশজুড়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে,

বিজ্ঞাপনের জন্য শুটিংয়ে বিরাট কোহলি।

দিনকয়েক আগে দিল্লিতে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের দল নির্বাচনি বৈঠকে বসেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তা ও জাতীয় নির্বাচকরা, তখনই সেখানে কুড়ির ক্রিকেটে কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। লন্ডন থেকে জুমের মাধ্যমে বৈঠকে হাজির হওয়া অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বেঙ্গালুরু থেকে অনলাইনে বৈঠকে যোগ দেওয়া কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও বিষয়টি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল। সূত্রের খবর, রোহিত-দ্রাবিড়রা বিরাটকে আগামীদিনে আরও বেশি করে টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্রিকেটের জন্য ভাবছেন। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে এমন ভাবনা নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ও আগামী জানুয়ারিতে দেশের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আরও তিনটি- জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠেয় টি২০ বিশ্বকাপের আগে মোট ছয়টি আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ফলে এই ছয় টি২০ ম্যাচ থেকেই কুড়ির বিশ্বকাপের দল গঠনের সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি দল গঠনে নিশ্চিতভাবেই এপ্রিল-মে মাসের আইপিএলের প্রভাবও পড়বে। সূত্রের খবর, আইপিএল ছাড়া আপাতত কোহলির ভাবনাতেও টি২০ নেই। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে আইপিএলের মঞ্চে বিরাট কী করবেন, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে তাঁর কুড়ির ক্রিকেটের আকাশে যেভাবে কালো মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে, সেটা আগামীর লক্ষ্যে মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

রামধনুর দেশে পা রেখে উষ্ণ অভ্যর্থনা সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : মাথায় ট্রলি ব্যাগ নিয়ে দৌড়!

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছোনোর পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের যে দৃশ্য রীতিমতো ভাইরাল। বিতর্কিত কোনও ঘটনা নয়, হঠাৎ আসা বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচাতেই ট্রলি ব্যাগকেই ছাতা বানানোর চেষ্টা। বিমান থেকে নামার পরই হঠাৎই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ট্রলি মাথায় নিয়েই তাই বাসের দিকে দৌড়।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে দলের দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছোনোর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে। দীর্ঘ বিমানযাত্রায় কখনও

নভেম্বর মাসের সেরার দৌড়ে সামি

ঘুম, কখনও আড্ডা। রামধনুর দেশে পা রাখার পর নিজেদের প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব, অর্শদীপ সিংরা। অতিথি ভারতীয় দলকে বিমানবন্দর ও টিম হোটেলে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও।

রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মার মতো দলের অনেকেই প্রথমবার টিম ইন্ডিয়ার হয়ে প্রোটিয়া সফরে। বাড়তি খুশির ঝলক রিঙ্কুদের চোখেমুখে। এয়ারপোর্টে নেমে সেলফি মুডে যশস্বী জয়সওয়াল, ঈশান কিষানরা। নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে পা রাখা দলের

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে ২৯তম জন্মদিনের কেক কাটলেন শ্রেয়স আইয়ার।

ফুরফুরে মেজাজের ভিডিও পোস্ট করে বিসিসিআই লিখেছে, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে গেল ভারতীয় দল।'

তিন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সফর। শুরুটা ১০ ডিসেম্বর ডারবানে টি২০ ম্যাচ দিয়ে। তিন ম্যাচের যে সিরিজের লক্ষ্যেই সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন টি২০ দল উপস্থিত মিশন আফ্রিকায়।

প্রোটিয়া পেসার জেরাল্ড কোয়েতজে আবার ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের আগে বিয়ে সেরে ফেললেন। এনরিক নর্তজের চোটের কারণে বিশ্বকাপে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন। পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ভারত-সিরিজ। তার প্রাক্কালে জীবনের নয়া ইনিংস। দীর্ঘদিনের বান্ধবী হ্যানার সঙ্গে বিয়ে সারলেন।

এদিকে, নভেম্বর মাসে আইসিসির সেরা ক্রিকেটারদের দৌড়ে রয়েছেন মহম্মদ সামি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজের দলে নেই। টেস্ট সিরিজের দলে নাম থাকলেও গোড়ালির চোটে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে ফেলে আসা বিশ্বকাপে দুরন্ত সাফল্যের কারণে দুই অজি তারকা ট্রাভিস হেড, অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে সেরার দৌড়ে জায়গা পেয়েছেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানিয়েছে, 'বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের দুই সদস্য এবং ভারতীয় দলের ফাস্ট বোলার নভেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় রয়েছেন।' প্রসঙ্গত, নভেম্বরে হওয়া বিশ্বকাপ ম্যাচে ১৫টি উইকেট নেন সামি (সবমিলিয়ে বিশ্বকাপে ২৪ শিকার)। হেড অপরদিকে, অস্ট্রেলিয়ার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল জয়ের নায়ক।

আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত অমিত

ফ্লোরিডা, ৭ ডিসেম্বর : আর্থিক প্রতারণার শিকার আমেরিকার রাগবি দল জ্যাকসনভিল জাগুয়ার্স। টাকার অঙ্ক ২২ মিলিয়ান ডলার যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৮৪ কোটি টাকা। দলের পক্ষ থেকে অভিযোগের তির ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান অমিত প্যাটেলের দিকে।

২০১৮ সালে তিনি দলের আর্থিক পরিকল্পনা এবং বিশ্লেষণ বিভাগের ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। অমিত ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে প্রতারিত করেছেন। সেই কার্ডে টাকা তুলে দলের যাতায়াত, হোটেল ইত্যাদি খাতে খরচ দেখাতেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ক্লাবের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'গত কয়েকমাস ধরে আমরা এই নিয়ে যাবতীয় তদন্তের সহযোগিতা করেছি। আমরা অভিযোগে স্পষ্টভাবে জানিয়েছি যে ব্যক্তিটি নিজের সুবিধার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লাবের আর্থিক ক্ষতি করেছে।' আরও অভিযোগ যে সেই টাকা দিয়ে অমিত দামি গাড়ি, ঘড়ি কিনেছে এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে।

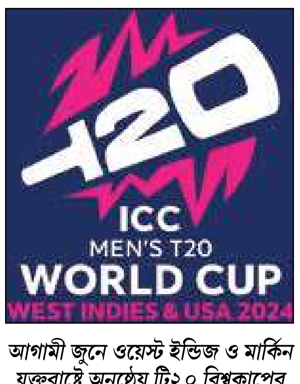

আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি২০ বিশ্বকাপের লোগো প্রকাশ করল আইসিসি।

শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শ্রীর স্ত্রী

লেজেন্ডস লিগে শ্রীসান্তকে ফিক্সার বলে আক্রমণ গম্ভীরের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : গৌতম গম্ভীর কো ইতনা গুসসা কিউ আতা হ্যায়?

কখনও বিদেশি শাহিদ আফ্রিদি, শোয়েব আখতার তো কখনও মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি। তালিকা দীর্ঘ করে এবার গম্ভীরের 'গুসসার' শিকার শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত। এমনই দাবি করেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফাস্টবোলার।

লেজেন্ডস লিগের এলিমিনেটরের ম্যাচ চলাকালীন ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দুই সতীর্থের মধ্যে গণ্ডগোল। বাকবিতণ্ডা চলে বেশ কিছুক্ষণ। তখনই শ্রীসান্তকে 'ফিক্সার' বলে আক্রমণ করে গালিগালাজ দেন গম্ভীর। অভিযোগ স্বয়ং শ্রীসান্তের। অভিযোগ, অকারণে ফিক্সার বলে কটাক্ষ করতে থাকেন গম্ভীর। অশ্রাব্য ভাষাও ব্যবহার করেন।

পালটা অভিযোগে গম্ভীর পুরো বিষয়টি উড়ে দিয়েছেন। প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের দাবি, শ্রীসান্ত প্রচার পাওয়ার জন্যই এসব 'নাটক' করছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের সময় পাক দর্শকদের উদ্দেশে মাঝের আঙুল দেখিয়ে বিতর্কে জড়ান গম্ভীর। পরে দাবি করেন, ভারত বিরোধী স্লোগান দেওয়ার কারণেই ওরকম করেছেন।

গুজরাট জায়েন্টস-ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস ম্যাচে মুখোমুখি হন দুইজনে। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে শ্রীসান্তের প্রথম দুই বলে ছক্কা ও বাউন্ডারি মারেন গম্ভীর। তারপর ঝামেলা। বাকিদের হস্তক্ষেপে জল বেশিদূর গড়ায়নি তখন। তবে ম্যাচের পর ঘটনাটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রীসান্তের একাধিক পোস্টের পর আলোড়ন পড়ে যায়।

"আপনাদের কাছে মিস্টার ফাইটার (গম্ভীর) আমার সঙ্গে যা করে তা স্পষ্ট করতে চাই। কারণ ছাড়াই সতীর্থদের সঙ্গে সবসময় লড়াই করে। বীরুভাই সহ কোনও সিনিয়ারকে সম্মান করে না। আমার সঙ্গেও একই ঘটনা। প্ররোচনা ছাড়া আমাকে আক্রমণ করেছে।

–শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত

ইনস্টাগ্রামে গম্ভীরকে 'ঝগড়ুটে' আখ্যা দিয়ে শ্রীসান্ত বলেন, 'আপনাদের কাছে মিস্টার ফাইটার (গম্ভীর) আমার সঙ্গে যা করে তা স্পষ্ট করতে চাই। কারণ ছাড়াই সতীর্থদের সঙ্গে সবসময় লড়াই করে। বীরুভাই সহ কোনও সিনিয়ারকে সম্মান করে না। আমার সঙ্গেও একই ঘটনা।

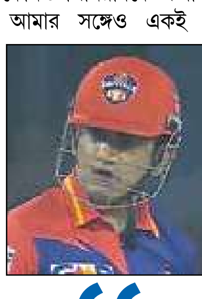

"শ্রীসান্ত প্রচার পাওয়ার জন্যই এসব 'নাটক' করছে।

–গৌতম গম্ভীর

প্ররোচনা ছাড়া আমাকে আক্রমণ করেছে।'

অপর একটি ভিডিওয় রাখঢাক না করেই শ্রীসান্তের দাবি, 'ওকে কোনও বাজে কথা বলিনি আমি। শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম, কী বলছে ও? তখন আমায় ডেকে বলে, 'ফিক্সার, তুমি একজন ফিক্সার'। সঙ্গে অশ্রাব্য গালি। বাকিরা ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও, নোংরা কথা বলেই যাচ্ছিল। আমার পক্ষে যা মেনে নেওয়া কঠিন। পরিবার, রাজ্য, সমর্থকদের সমর্থনে কঠিন সময় কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু অনেকেই কারণ ছাড়াও আমাকে বারবার ছোট দেখানোর চেষ্টা করে।'

শ্রীসান্তের দাবি, 'সতীর্থদেরই যদি সম্মান করতে না পারো, তাহলে তুমি কীসের দেশের প্রতিনিধি? এমনকি কোনও ম্যাচের সম্প্রচারের সময়ও বিরাটকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা হলে এড়িয়ে যায় ও (গম্ভীর)। অন্য কিছু বলতে শুরু করে। আর বেশি কিছু বলতে চাই না। ওর এইরকম ব্যবহার শুধু আমাকেই নয়, আমার পরিবারকে আঘাত করেছে।' প্রসঙ্গত, আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটা কাণ্ডে জড়িয়ে ২০১৩ সালে সাত বছরের জন্য নির্বাসিত হন শ্রীসান্ত। নির্বাসন শেষে ঘরোয়া ক্রিকেটেও ফেরেন। আপাতত অবসর নিয়ে লেজেন্ডস লিগে খেলছেন। গম্ভীর ম্যাচ চলাকালীন শ্রীসান্তের সেই কাটা ঘায়েই নুনের ছিঁটে দিয়েছেন।

মুখ খুলেছেন শ্রীসান্তের স্ত্রীও। প্রশ্ন তুলেছেন গম্ভীরের শিক্ষাদীক্ষা, সঠিক লালনপালন নিয়েও। ভুবনেশ্বরী শ্রীসান্ত বলেছেন, 'একসঙ্গে দীর্ঘদিন ভারতের হয়ে খেলেছে দুজনে। তারপরও সে কীভাবে এরকম বলতে পারে? শ্রী-র থেকে ঘটনাটা শুনে আমি রীতিমতো অবাক। হতাশও। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার এত বছর পর এই ধরনের মানসিকতা! এহেন আচরণ বুঝিয়ে দিচ্ছে সমস্যাটা লালনপালনেই।'

আকাশের বদলির দৌড়ে ঈশান-সুমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : ঠান্ডা রয়েছে। কিন্তু কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো নয়।

সময়ের দাবি মেনে ভোরের দিকে কুয়াশাও পড়ছে। কিন্তু সেটাও সমস্যায় ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সবমিলিয়ে রাজকোটের আবহাওয়া এখন বেশ মনোরম। আর এই মনোরম আবহাওয়ার মধ্যে বাংলা দলও রয়েছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে। শনিবার গুজরাটের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে আজ থেকে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে অনুশীলন শুরু করে দিল বাংলা দল। সকালের ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনে বাংলার নেটে পুরো দলই হাজির ছিল। ব্যাটিং-বোলিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের স্কিল ঝালিয়ে নিয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার, অভিষেক পোড়েলরা।

পাশাপাশি বাংলা দলের প্রথম একাদশে অটোমেটিক চয়েজ আকাশ দীপের বদলির খোঁজও চলছে জোরকদমে। বাংলা দলের অন্দরের খবর, ফিটনেস সমস্যা থাকা ঈশান পোড়েল ও অনভিজ্ঞ তরুণ প্রতিভা সুমন দে-র মধ্যে কোনও একজনকে খেলানো হবে শনিবার। শেষ পর্যন্ত কার উপর ভরসা রাখবে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট, এখনও চূড়ান্ত নয়। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি বলছিলেন, 'পরিস্থিতি বুঝে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করতে হবে আমাদের। গুজরাট কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের দলে অনেক ভালো ক্রিকেটার রয়েছে। আমাদের মাঠে নেমে নিজেদের কাজটা করতেই হবে। আর হ্যাঁ, আকাশের বদলি পাওয়াটা সহজ নয়। কিন্তু ঈশানের মতো যারা রয়েছে, ওদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে।'

শনিবার প্রতিপক্ষ গুজরাট

অতীতের মতোই রাজকোটে আদর্শ ব্যাটিং সহায়ক পিচ হতে চলেছে বাংলা-গুজরাট ম্যাচে। যেখানে সকালের প্রথম ঘণ্টা সতর্ক থেকে সামলে দিতে পারলে বড় রানের ম্যাচ হবে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার কথায়, 'মুম্বইয়ের তুলনায় রাজকোটের পিচ, পরিবেশ অনেকটাই আলাদা। প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। কিন্তু এখানে বেশি স্পিনার খেলানো উচিত হবে না। আর আকাশের পরিবর্ত হিসেবে কাকে খেলানো যায়, সেটাও দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে আমাদের।'

ডারবানে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে সেলফিতে যশস্বী জয়সওয়াল।

ওয়ার্নার-জনসন বিতর্কে পন্টিংয়ের মধ্যস্থতা

মেলবোর্ন, ৭ ডিসেম্বর : মিচেল জনসন- ডেভিড ওয়ার্নার বিতর্কে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং। সম্প্রতি অজি ওপেনার ওয়ার্নারের সমালোচনা করেন প্রাক্তন পেসার জনসন। তিনি বলেছেন, 'একজন টেস্ট ওপেনার কেন নিজের অবসরের তারিখ ঠিক করবেন? তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকা ক্রিকেটারকে কীভাবে বিদায়ি সম্মান দেওয়া হচ্ছে?' এই প্রসঙ্গে পন্টিং বলেছেন, 'আমাকে এই দুই ক্রিকেটারের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হবে। ওদের এখন মিডিয়া থেকে দূরে থাকা উচিত।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'এই দুই ক্রিকেটার বেশ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের। ওদের সমস্যা নতুন নয়। ছয়-আট মাস আগে অ্যাসেজের সময় থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত।' পন্টিং মনে করেন, ওয়ার্নারের মতো ক্রিকেটার নিজের শেষ সিরিজে বড় রান করতে চাইবেন।

অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ম্যাচে দেখা গেল বিতর্কিত লেখা।

বর্ণবিদ্বেষী লেখায় বিতর্কে অস্ট্রেলিয়া

পাকিস্তানের বদলে লেখা হল পাকি

ক্যানবেরা, ৭ ডিসেম্বর : পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী শব্দ প্রয়োগ করে কটাক্ষের মুখে পড়ল অস্ট্রেলিয়ার সম্প্রচারক সংস্থা। নতুন অধিনায়ক শান মাসুদের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে রয়েছে নবরূপের পাক ক্রিকেট দল। বর্তমানে রাজধানী ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে তারা। বুধবার ম্যাচ চলাকালীন ইমাম-উল-হক ও আবদুল্লাহ শফিক ব্যাট করার সময় খেলা সম্প্রচারে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ম্যাচ সম্প্রচারক সংস্থা স্ক্রিনের টিকারে পাকিস্তান দলকে বোঝানোর জন্য সংক্ষেপে 'পাক' শব্দের পরিবর্তে 'পাকি' শব্দের প্রয়োগ করে। 'পাকি' ভারতীয় উপমহাদেশের পাশাপাশি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লোকদের জন্য একটি আপত্তিকর বর্ণবাদী শব্দ। অজি ক্রীড়া সাংবাদিক ড্যানি সাঈদ সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। এরপর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ডিসপ্লেতে নাম পরিবর্তন করে ও একটি বিবৃতি জারি করে। তাঁদের বক্তব্য, 'গ্রাফিকসটি তার কাছে থাকা ডেটা হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শব্দটি ব্যবহার করে। যা আগে পাকিস্তানের খেলার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। এটি স্পষ্টতই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানুয়ালি সংশোধন করেছি।'

জঙ্গলমহলে কার র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : অভিনব কার র‍্যালির সাক্ষী থাকতে চলেছে বাংলা। আগামী শনিবার জঙ্গলমহলে হতে চলেছে অভিনব কার র‍্যালি। যেখানে প্রায় ২৫-৩০টি গাড়ি অংশ নিতে চলেছে। শুধু তাই নয়, আয়োজক কলকাতা অটোমোটিভ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হতে চলা এই কার র‍্যালিতে ভিনরাজ্যের বেশ কিছু গাড়িও থাকছে। আজ সন্ধ্যায় কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে জঙ্গলমহল কার র‍্যালির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল। জানা গিয়েছে, কাল দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার রোয়িং ক্লাব থেকে ফ্ল্যাগ অফ হবে এই গাড়ির প্রতিযোগিতার। শনিবার সকালে ঝাড়গ্রাম থেকে শুরু হয়ে জঙ্গলমহলের নানা প্রান্তে গাড়ি নিয়ে প্রতিযোগিতা চলবে। ভারতীয় বায়ুসেনার অংশগ্রহণও থাকছে অভিনব এই প্রতিযোগিতায়। আয়োজকদের তরফে আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় বায়ুসেনাকেও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হবে।

সামিকে ছিনিয়ে নিতে অনৈতিক ট্রেডিংয়ের চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। টিম গুজরাটের ধরে রাখা প্লেয়ারদের তালিকায় হার্দিকের নাম ছিল। কিন্তু নাটকীয় পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত পুরোনো দলে প্রত্যাবর্তন তারকা অলরাউন্ডারের। এবার নাটক চলছে মহম্মদ সামিকে ছিনিয়ে নিতে!

নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সামিকে দলে টানতে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি অনৈতিক ট্রেডিংয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে গুজরাট টাইটান্সের। হার্দিক হাতছাড়া হলেও দলের সফলতম বোলার সামিকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তাঁরা। অনৈতিক ট্রেডিংয়ের প্রচেষ্টা নিয়ে এদিন ক্ষোভ উগরে দিয়েছে সামির বর্তমান দল গুজরাট টাইটান্স।

বিষয়টি ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নজরেও এনেছেন তাঁরা। দলের সিওও অরবিন্দর সিং বলেন, 'ভালো ক্রিকেটার নিয়ে শক্তিশালী দল তৈরির অধিকার সব ফ্র্যাঞ্চাইজির রয়েছে। গত ২ বছর ধরে সামি আমাদের হয়ে পারফর্ম করছে। গত লিগের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিও।

এবারের বিশ্বকাপেও দুরন্ত ফর্মে ছিল। দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও। কিন্তু একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ম ভেঙে সরাসরি সামির সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

গুজরাট টাইটান্স সিওও-র দাবি, ক্রিকেটার কেনাবেচার জন্য বোর্ডের তরফে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সবার তা মেনে চলা উচিত। বিষয়টি বোর্ডকে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে বিসিসিআই কথা বলুক। ঠিক করে দিক নিয়ম ভেঙে এভাবে ক্রিকেটার কেনা যাবে কি না। অভিযোগ তুললেও সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম প্রকাশ্যে আনেনি গুজরাট। ২০২১-এ নিলামে ৬ কোটি ২৫ লাখ টাকায় সামিকে নেয় গুজরাট।

গুরুতর অভিযোগ গুজরাট টাইটান্সের

ভরসার মর্যাদা রেখে গত দুই মরশুমে ৪৮টি উইকেট নেন সামি। গতবছর ২৮ শিকারে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ উইকেটপ্রাপকও। বিশ্বকাপে দুরন্ত বোলিংয়ের পর সামিকে নিয়ে উৎসাহ আরও ঊর্ধ্বমুখী। এদিকে, হার্দিকের বিকল্প কে হবে, তাও নিয়ে জল্পনা চলছে। একাধিক নাম ঘুরছে। তালিকায় ওপরের দিকে আফগান-অলরাউন্ডার আজমাতুল্লাহ ওমরজাই। সবকিছু ঠিকঠাক চললে রশিদ খানের সঙ্গে তার দেশীয় সতীর্থকে সম্ভবত আগামী লিগে গুজরাটের হয়ে খেলতে দেখা যাবে।

প্রাক্তন তারকা ইরফান পাঠানের মতে, হার্দিকের অনুপস্থিতিতে একজন পেস-অলরাউন্ডার প্রয়োজন গুজরাটের। সেদিক থেকে আজমাতুল্লাহ সঠিক বিকল্প হতে পারে শুভমান গিলদের জন্য। তাছাড়া দলে রশিদ খান থাকায় আফগান-অলরাউন্ডারের থেকে সেরাটা বের করা আনা সহজ হবে।

মিনি নিলামেও থাকবে দলকে গুছিয়ে নেওয়ার। শুভমানের নেতৃত্বাধীন দলে ফাঁকা রয়েছে দুইজন বিদেশি ক্রিকেটারের স্লট।

পাঁচ হাজারের মাইলস্টোন ছুঁলেন বাটলার

অ্যান্টিগা, ৭ ডিসেম্বর : ইংল্যান্ডের পঞ্চম ক্রিকেটার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে ৫০০০ রানের মাইলস্টেন ছুঁলেন অধিনায়ক জস বাটলার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআই-তে বুধবার তিনি এই কীর্তি গড়েন। বাটলার ৪টি বাউন্ডারি এবং ৩টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ বলে অপরাজিত ৫৪ রানের ইনিংস খেলেন। বাটলারের আগে ইংল্যান্ডের হয়ে এই কীর্তি গড়েছেন ইয়োন মরগ্যান, জো রুট, ইয়ান বেল এবং পল কলিংউড।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ক্যারিবিয়ানরা ৩৯.৪ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ২০২ রান সংগ্রহ করে। শাই হোপ ৬৮ এবং শেরফানে রাদারফোর্ড ৬৩ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩২.৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ড ২০৬ রান করে। ইংল্যান্ডের পক্ষে উইল জ্যাকস ৭৩ এবং বাটলার ৫৪ রান করেন। এই জয়ের সুবাদে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড।

বৃষ্টিই বাধা

বৃষ্টির কারণে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে এক বলও খেলা হল না।

সাহালের চোট নিয়ে এবার চিন্তায় সবুজ-মেরুন শিবির

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : দলে একাধিক চোট-আঘাত। এমনকি ম্যাচ শুরুর মুখে চোট পেয়ে ছিটকে যান হুগো বৌমৌস। খেলতে খেলতে চোটের জন্য বসে যেতে হয় অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ ও গ্লেন মার্টিন্সকে। এত সমস্যার মধ্যেও অপরাজিত থাকতে পারায় স্বস্তি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে। রয়েছে অস্বস্তিও। ম্যাচ শেষে রয় কৃষ্ণার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন হুয়ান ফেরান্দো। ফলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ডাগ আউটে কোচকেও পাচ্ছে না দল।

ওড়িশার বিরুদ্ধে দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে না পেলেও মনবীর সিংকে মাঠে নামানোর পরিকল্পনা ছিল ফেরান্দোর। কিন্তু ম্যাচের আগে তিনি নিজেই ফিটনেস নিয়ে সন্দীহান থাকায় তাঁকে আর নামাননি বাগান কোচ। এই দুইজন ছাড়াও বৌমৌসও না থাকায় মানসিকভাবেও খানিকটা কমজোরি হয়ে পড়েন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। যার জেরে প্রথমার্ধেই ২-০ এগিয়ে যায় ওড়িশা এফসি। তখন মনে হচ্ছিল, বিরতির পর বোধহয় ফের গোলের মালা পরতে চলেছে মোহনবাগান। কিন্তু সের্জিও লোবেরা যেমন আহমেদ জাহৌকে তুলে নিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনেন তেমনি নাছোড় মনোভাব দেখান আর্মান্দো সাদিকু-বিশাল কেইথরা। বাগান গোলরক্ষক শেষদিকে দুর্দান্ত সেভ করে দলকে বাঁচাতেই ম্যাচের ৯৪ মিনিটে গোল করে সমতা ফিরিয়ে পয়েন্ট ঘরে আনার কাজটা করে দেন আলবেনিয়ান স্ট্রাইকার। সাদিকু পরে বলেছেন, 'আমরা ০-২ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় সাজঘরে ফিরে গেলে কোচ আমাদের বলেন, প্রত্যেককে নিজেদের একশো শতাংশ দিয়ে দলকে রক্ষা করতে হবে। গোলকিপিং কোচও সতর্ক করে বলেছিলেন, ওড়িশা এবার সময় নষ্ট করার চেষ্টা করবে। আর তাতে আমাদেরই লাভ হতে পারে। আমি জানতাম যে পাঁচ মিনিট বেশি পেলেও আমরা গোলশোধ করে দিতে পারব। আর একটু সময় পেলে হয়তো ম্যাচ জিতেই আমরা মাঠ ছাড়তাম। তবু সমর্থকরা যা চেয়েছিলেন তার খানিকটা দিতে পেরে আমরা খুশি। দলে প্রচুর ফুটবলারের চোট পাওয়া চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কঠিন সময়ে আমাদের পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখতে হবে।'

জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোতে তাঁকে বিদায় করার কথা ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে দলের অন্দরে কান পাতলে। সেই তিনি এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দলের জন্য জোড়া গোল করে তিনিই নায়ক। নিজের কোন গোলটাকে এগিয়ে রাখছেন জানতে চাওয়া হলে সাদিকুর উত্তর, 'প্রতি ম্যাচেই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। কখনও নিজে গোল করে, কখনও বা অন্যকে পাস বাড়িয়ে। গোল করতে পারলে অবশ্যই খুশি হই। আলাদা করে কোনও একটা গোলের কথা বলতে পারব না। দুই গোলে পিছিয়ে থেকে ফিরে আসা সহজ কথা নয়। এতে আমরা নিজেদের সাহসী মনোভাবেরই পরিচয় দিতে পেরেছি।' সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা প্রশংসা করেন কেইথেরও, 'শেষের দিকে অসাধারণ গোল বাঁচিয়েছে বিশাল। ওটা না বাঁচাতে পারলে হয়তো হেরে যেতাম ম্যাচটা। আমাদের পুরো দল শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যেভাবে লড়েছে তাতে আমরা গর্বিত।'

আইএসএলে মোহনবাগানের পরের ম্যাচ নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে। তার আগে অবশ্য এএফসি কাপের ম্যাচ খেলতে মালদ্বীপ যেতে হবে তাদের। এই ম্যাচের যেহেতু আর কোনও গুরুত্ব নেই তাই ফেরান্দো সম্ভবত বেশিরভাগ জুনিয়ার ফুটবলারদেরই নিয়ে যাবেন মাজিয়া স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলার জন্য। তার আগে সাহালের চোট কতটা গুরুতর সেটা নিয়েই এখন ভাবনায় গোটা দল। ম্যাচের পর তাঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা গেল। ফলে চোট-আঘাতই এখন সবথেকে বড় শত্রু মোহনবাগানের।

বুধবারের ম্যাচে পাওয়া চোটে এএফসি কাপে অনিশ্চিত সাহাল আব্দুল সামাদ।

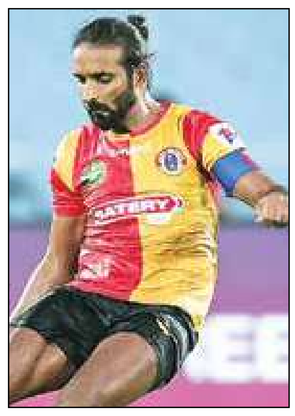

খাবরাকে নিয়ে ধোঁয়াশা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : নতুন সাইডব্যাকের খোঁজে ইস্টবেঙ্গল।

বহুদিন বাদে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে বড় জয় লাল-হলুদের। উচ্ছ্বাস থাকা স্বাভাবিক। তবে তারই মধ্যে বিপদ নিয়ে এল হরমনজ্যোত খাবরার চোট। ওই ম্যাচে তিনি ছাড়াও মাথায় আঘাত পান বোরহা হেরেরা। তবে তাঁর চোট গুরুতর ছিল না। মাঠেই মাথায় সেলাই হয়। তারপর হাসপাতাল থেকে স্ক্যান করিয়ে ফের মাঠে সতীর্থদের পাশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু চিন্তা বেড়েছে খাবরাকে নিয়ে। তাঁর চোট যে গুরুতর, সেটা সেদিনই স্বাকীর করে নেন কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। তিনি ম্যাচের পরই খোলাখুলি জানিয়ে দেন, 'খাবরার চোটটা একেবারেই ভালো লাগছে না।' ঘটনা হল, এদিনের পর থেকেই খাবরার চোট নিয়ে মুখে কুলুপ লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের। প্রশ্ন করলেও কারও কাছ থেকে সরাসরি কোনও উত্তর আসেনি। ঘনিষ্ঠ মহলে খাবরা নিজেই মাস দুয়েকের জন্য ম্যাচের বাইরে, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এই মুহূর্তে ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হচ্ছে, এখনও কয়েকটা পরীক্ষা বাকি। তাই এখনই কতদিনের জন্য বা আদৌ এই মরশুমের জন্যই তিনি বাইরে কি না সেটা বলা যাচ্ছে না। অস্ত্রোপচার আদৌ করতে হবে কি না, সেই বিষয়েও নিশ্চিত হতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট।

খুব সম্ভবত তাঁকে ডিসেম্বরের কোনও ম্যাচে আর পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। সেই কারণেই একজন ভারতীয় সাইডব্যাক নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

সেমিফাইনালে তরাই মর্নিং

বাগডোগরা, ৭ ডিসেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি তরাই মর্নিং কোচিং সেন্টার। বৃহস্পতিবার পাইওনিয়ার মাঠে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে আপার বাগডোগরা ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন রোহিত রায়। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে মাটিগাড়া কালামজোত ও পুঁটিমারি এফসি।

ছন্দ ধরে রাখাই আজ চ্যালেঞ্জ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : শেষ পাঁচটি ম্যাচে জয়। আই লিগের শুরু থেকে রীতিমতো দাপট দেখাচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালা এফসি। গোকুলাম বরাবরই মহমেডানের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবেই পরিচিত। যদিও শেষ তিন ম্যাচে তারা জয়হীন। কিন্তু মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ গোকুলামকে যথেষ্ট সমীহ করছেন। বলেছেন, 'গোকুলাম যথেষ্ট শক্তিশালী দল। ওদের বেশকিছু ভালো ফুটবলারও রয়েছে। তবে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো প্রতিভাবান ফুটবলার আমাদেরও আছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা ফুটবলের প্রাথমিক বিষয়গুলিতে নজর দিয়েছি ও তার ফলও পেয়েছি। গোকুলামের বিরুদ্ধেও আমরা একই পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামব।' চোটের তালিকায় রয়েছে দুই ডিফেন্ডার ডেনজিল খারশান্দি ও দীপু হালদার। তবে তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন চেরনিশভ। কারণ, সেন্ট্রাল ডিফেন্সে মহম্মদ ইরশাদ-জোসেফ আদজেই জুটি অনবদ্য পারফরমেন্স উপহার দিয়েছেন। অন্যদিকে অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজ, এডু বেদিয়া, কোমরন তুরসুনভের মতো ফুটবলার দলে রয়েছে। গোকুলাম কোচ ডোমিঙ্গো ওরামাস বলেছেন, 'মহমেডান যথেষ্ট শক্তিশালী দল। ওরা এখনও অপরাজিত রয়েছে। কিন্তু আমরা ৩ পয়েন্টের জন্য খেলব।' এদিকে ডেভিড ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন বলে ময়দানে খবর। তবে মহমেডান কর্তাদের দাবি, ডেভিড মহমেডানেই থাকছেন।

আই লিগে আজ
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম **গোকুলাম কেরালা এফসি**
স্থান : নৈহাটি স্টেডিয়াম
সময় : সন্ধ্যা ৭টা

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ট্যাক্সিচালকের ছেলে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলে

বাবা নইম আহমেদের সঙ্গে রেহান (বাঁয়ে) ও ফারহান (ডানদিকে)।

লন্ডন, ৭ ডিসেম্বর : এক সন্তান ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে সুযোগ পাওয়া কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হয়েছেন। অপর সন্তানও বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দলে কড়া নাড়ছে। প্রথমজন রেহান আহমেদ, যিনি গতবছর ১৭ ডিসেম্বর করাচিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৮ বছর ১২৮ দিন বয়সে প্রাক্তন ইংলিশ অধিনায়ক নাসের হুসেনের থেকে টুপি পেয়েছিলেন। অন্যজন ফারহান আহমেদ। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-৯ দলের পাকাপাকি সদস্য হয়ে উঠেছে। দুই পুত্রের সাফল্যে যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন একসময়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা নইম আহমেদ।

পেশায় ট্যাক্সিচালক নায়িং ২০০১ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে উন্নত জীবনযাপনের জন্য সস্ত্রীক পাকিস্তান ছেড়ে নটিংহ্যামে আসেন। রুটিরুজির জন্য সেখানেও ট্যাক্সি চালতেন। একটাই লক্ষ্য। তিন সন্তান রেহান, ফারহান ও রহিমের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া। লন্ডনের রাস্তায় যাত্রীর সন্ধানে থাকা ট্যাক্সিচালক বাবা এখন কার্যত ভূপর্যটকে পরিণত হয়েছেন। গর্বিত পিতা বলেছেন, '১৮ বছরের সন্তানকে জাতীয় দলের টুপি পেতে দেখার আবেগ অতুলনীয়। রেহান, ফারহানদের জন্য সারা বিশ্ব ঘুরে ফেলছি। ফারহানকে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলতে দেখার জন্য গত মাসে আমি বিজয়ওয়াড়ায় ছিলাম। এখন রেহানকে খেলতে দেখতে আমি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আছি।'

সম্প্রতি ফারহান একটি ত্রিদেশীয় সিরিজে ৫ উইকেট নিয়েছে। রেহানকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলে চর্চা চলছে। বছর আঠারোর রহিমও চোট কাটিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করছেন। ওদের মধ্যে কাউকে আলাদাভাবে সেরা বাছতে নারাজ নইম বলেছেন, 'রেহান সবসময়ই নির্বাচকদের নজরে ছিল। ফারহান আধুনিক যুগের অফস্পিনার। নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে। রহিম বাঁ-হাতি পেসার। চোট না পেলে গতবছরই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেত। ওদের মধ্যে তুলনা করা অসম্ভব।' সফর সবে শুরু, জানেন নইম। সন্তানরা সফল হবে কিনা, তা সময়ই বলবে। তাই গর্বিত হয়েও উচ্ছ্বাসে না ভেসে সন্তানদের সতর্কভাবে এগোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন পিতা।

প্রসেনজিৎ, তিলোত্তমা

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : জাতীয় পর্যায়ের খো খো প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার দুইজন। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সচিব নীলেন্দু রায় জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের বিভাগে মান্তাদারি হাইস্কুলের প্রসেনজিৎ রায় ও অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের বিভাগে মল্লিকপাড়া বিদ্যানিকেতনের তিলোত্তমা রায় প্রতিনিধিত্ব করবে।

e-tender
Office of the Matiali Hat Gram Panchayat
P.O-Matelli, Dist-Jalpaiguri
Notice Inviting e-tender by the undersigned for different works vide NIT No-WB-PANCH/187/MHGP/2023 Dated: 06/12/2023. Last Date of online bid submission 16/12/2023 upto 10.00 hours. For further details you may visit **www.wbetenders.gov.in** or **www.wbprd.nic.in**
Sd/- Pradhan
Matiali Hat Gram Panchayat

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in